উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

সেনসেক্স : ৮২,২০০.৩৪ (+৪৪২.৬১)

নিফটি : ২৫,০৯০.৭০ (+১২২.৩০)

প্রয়াত আজিজুল
নকশালপন্থী নেতা আজিজুল হক প্রয়াত। সোমবার দুপুর আড়াইটে নাগাদ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। » ৫

মেডিকেল কমিশনের দুর্নীতি ফাঁস
দুর্নীতির শিকড় দেশের মেডিকেল শিক্ষাতেও ছড়িয়ে গিয়েছে। সাম্প্রতিক একটি প্রতিবেদনে সেই দুর্নীতির ছবি বেআব্রু করে দিয়েছে আন্তর্জাতিক মেডিকেল জার্নাল ‘দ্য ল্যানসেট’। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩৫°	৩৫°	৩৫°	৩৫°
সর্বনিম্ন	২৮°	২৭°	২৮°	২৮°

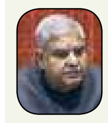

ধনকরের ইস্তফা
উপরাষ্ট্রপতির পদ থেকে ইস্তফা দিলেন জগদীপ ধনকর। শারীরিক অসুস্থতার কারণেই এই সিদ্ধান্ত বলে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে জানিয়েছেন তিনি। » ১০

৫ শ্রাবণ ১৪৩২ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 22 July 2025 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 65

আগে বলেছিলাম, বদলা নয় বদল চাই। এবার বলছি, ওরা জব্দ হবে, স্তব্ধ হবে।
-মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজনীতির ~~শহিদের~~ একুশে

’২১-এ নন্দীগ্রাম থেকে হারিয়েছি, ’২৬-এ আপনাকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বানাব।
-শুভেন্দু অধিকারী

ভাষা বনাম অনুপ্রবেশ

ধর্মতলার ডায়েরি

- বাঙালি অস্ত্রেই একুশের মঞ্চে সরব মমতা
- ভাষা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলনের ডাক, প্রতি শনি ও রবিবার মিছিল-সভা
- ২৭ জুলাই নানুর দিবস থেকে ভাষারক্ষার শপথ শুরু
- পহলগামে হামলায় নিহত বিতান অধিকারী ও তেহট্টের শহিদ জওয়ান ঝন্টু আলি শেখের পরিবারকে মঞ্চে এনে চমক
- জগন্নাথধামের মতো বাংলায় হবে দুর্গা অঙ্গন

উত্তরকন্যার অঙ্গীকার

- হাইকোর্ট দশ হাজারের জমায়েত বেঁধে দিলেও টার্গেট পূরণে ব্যর্থ বিজেপি
- সেভাবে ঝাঁঝ মিলল না শুভেন্দুর বক্তব্যে
- আগের উত্তরকন্যা অভিযানে হত উলেনের স্ত্রীকে সামনে এনে চমক
- অনুপ্রবেশ অস্ত্রেই আগামী ভোটে মমতাকে উৎখাতের অঙ্গীকার

দিনহাটার উত্তমকুমার ব্রজবাসীকে মঞ্চে এনে চমক মমতার। সোমবার ধর্মতলার সভায়। ছবি : রাজীব মণ্ডল

জব্দ হবে-স্তব্ধ হবে, স্লোগান মমতার

ধর্মতলা থেকে

পুলকেশ ঘোষ

কলকাতা, ২১ জুলাই : প্রতুল চক্রবর্তী আর নেই। তাঁর প্রিয় এই প্রয়াত গায়কের গানের ভাষাতেই যেন দলের পথনির্দেশ করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ‘আমি বাংলায় গান গাই/ আমি আমার আমিকে চিরদিন যেন এই বাংলায় খুঁজে পাই...।’ আরেক ভাষা আন্দোলনে বিজেপিকে বোল্ড আউট করার ডাক দিলেন তৃণমূল নেত্রী। তাঁর প্রিয় ‘খেলা হবে’ এবার বাংলা ও বাঙালি আবেগে ভর দিয়ে।

বিজেপির বিরুদ্ধে ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদির অভিযোগ কিংবা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, স্বাস্থ্যসাথীর মতো জনকল্যাণের প্রকল্পের চেয়ে বাংলা আবেগে কিস্তিমাতের লক্ষ্যে ২১-এর মঞ্চে বাঁধা হয়ে গেল রোডম্যাপ। গোটা দলকে ভোটের এক বছর আগে মমতা নামিয়ে দিলেন আন্দোলনে। ২৭ জুলাই নানুরে গণহত্যা দিবস পালনের দিন থেকেই সেই কর্মসূচির শুরু। তারপর প্রতি সপ্তাহে রাজ্যজুড়ে শনি ও রবিবার চলবে বাংলা ভাষার ওপর আক্রমণের প্রতিবাদে ও ভাষা রক্ষার ডাক দিয়ে সভা ও মিছিল।

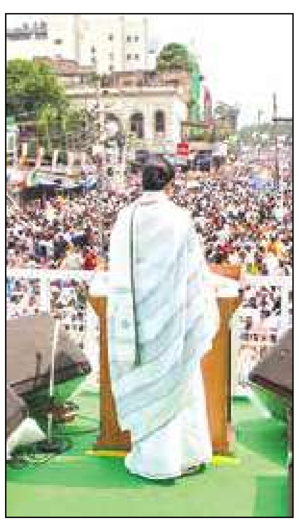

স্বভাবসুলভ গর্জনে তৃণমূল নেত্রী সোমবার ২১শে’র মঞ্চে বলেন, ‘বেশি করে বাংলা বলুন। কোনও ভাষার ওপর আক্রমণ মানব না। আগামী নির্বাচনের রেজাল্ট বেরোনো পর্যন্ত চলবে আন্দোলন।’ সেই আন্দোলনের লক্ষ্যও বুঝিয়ে দিলেন তিনি। তাঁর ভাষায়, ‘এই সংগ্রাম সেদিন শেষ হবে, যেদিন দিল্লিতে পরিবর্তন হবে।’ ঘটনাচক্রে ২১শে’র সমাবেশে ‘বাঙালি প্রধানমন্ত্রী চাই’ লেখা ফেস্টুন চোখে পড়েছে অনেক।

তৃণমূল নেত্রীকেও বলতে শোনা যায়, ‘আমি যখন ধরি, সহজে ছাড়ি না। আপনাদের মনে আছে সিঙ্গুর, নন্দীগ্রামের কথা?’ মমতার এই পরিকল্পনায় সোমবার যোগ্য সংগত করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দুজনের মধ্যে মতবিরোধের যত জল্পনাই ভেসে থাক না কেন, অভিষেক বুঝিয়ে দিলেন, দলনেত্রীর লাইনেই তিনি আছেন। তাঁর কথায়, ‘আগে জয় রাম বলত মনে আছে? ঠেলায় না পড়লে বেড়াল গাছে ওঠে না। আমার নাম দিয়ে লিখে রাখুন, ছাব্বিশের পর জয় বাংলা বলাব। এটাই তো তৃণমূল কংগ্রেসের জয়।’

তিনদিন আগে দুর্গাপুরে এসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জয় শ্রীরাম ধ্বনির বদলে জয় মা কালী বলে ভাষণ শুরু করেছিলেন।

এরপর দশের পাতায়

রোহিঙ্গাদের বাদ দেব, হুংকার শুভেন্দুর

উত্তরকন্যা থেকে

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২১ জুলাই : তৃণমূলের ২১ জুলাইয়ের পালটা বিজেপির উত্তরকন্যা অভিযান থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে উৎখাতের ডাক দিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। চুনাভাটির সভামঞ্চ থেকে দাঁড়িয়ে মমতাকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন তিনি। তবে কী করে তৃণমূল সরকারকে উৎখাত করতে হবে, দলীয় কর্মীদের তার দিশা দেখাতে পারেননি শুভেন্দু বা দলের অন্য নেতারা। সভামঞ্চ থেকে উত্তরবঙ্গে নতুন কোনও আন্দোলন করার বার্তাও দেয়নি বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব। ফলে কিছুটা হতাশ হয়েই ফিরতে হয়েছে দলীয় নেতাদের।

উলেন রায়ের স্ত্রীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম শুভেন্দু অধিকারীর। ছবি : সূত্রধর

এদিন সভামঞ্চে ২০২০ সালে উত্তরকন্যা অভিযানে শহিদ উলেন রায়ের স্ত্রীকে প্রথম সারিতে বসিয়েছিল বিজেপি। তাঁর পায়ে হাত দিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণামও করেন শুভেন্দু এবং বিজেপি যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি ইন্দ্রনীল খাঁ। সভামঞ্চ থেকে শুভেন্দু মুখ্যমন্ত্রীকে হুঁশিয়ারি দেন,

এরপর দশের পাতায়

স্কুলে ফোন বাজেয়াপ্ত, প্রেমিককে ডাকল ছাত্রী

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ২১ জুলাই : এমনিতে কোনও স্কুলেই কোনও পড়ুয়ার মোবাইল ফোন নিয়ে আসার নিয়ম নেই। কিন্তু সোমবার খোয়ারডাঙ্গা নিরোবালা স্মৃতি গার্লস হাইস্কুলের এক পড়ুয়ার নিয়ম ভেঙে স্কুলে মোবাইল নিয়ে আসা নিয়ে যে এমন হুলুস্থুল কাণ্ড বেধে যাবে, তা কে জানত! থানা-পুলিশ থেকে শুরু করে হাসপাতালে ভর্তি পর্যন্ত হতে হল এক পড়ুয়াকে। আর এসব কাণ্ডের সূত্রপাত সেই মোবাইল ফোন নিয়ে আসা থেকেই।

এদিন অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্রী স্কুলে মোবাইল ফোন নিয়ে এলেও

তুলকালাম কাণ্ড

ধরা পড়ে যায় চতুর্থ পিরিয়ড চলাকালীন। তারই সহপাঠীরা শ্রেণিশিক্ষিকাকে বিষয়টি জানিয়ে দেয়। ওই ছাত্রীর কাছ থেকে মোবাইল বাজেয়াপ্ত করে নেন স্কুলের শিক্ষিকারা। তাকে বলা হয় অভিভাবককে নিয়ে আসার জন্য। কিন্তু সেই ছাত্রী তার বাড়ির লোকজনকে বিষয়টি জানায়নি। জানায় এক বন্ধুকে। সেই বন্ধুও নাবালক। তবে ছাত্রীর কথায় চলে আসে স্কুলে। নিজেকে আবার সেই ছাত্রীর প্রেমিক বলে দাবি করে। সব দেখেশুনে শিক্ষিকাদের চক্ষু চড়কগাছ। তবে তাঁরা সাফ জানিয়ে দেন, অভিভাবকদেরই স্কুলে আসতে হবে। *এরপর দশের পাতায়*

চলছে উদ্ধারকাজ। ঢাকার উত্তরার একটি স্কুলে।

ঢাকায় বিমান ভেঙে নিহত ১৯

ঢাকা, ২১ জুলাই : আহমেদাবাদের সেই ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনার ছায়া বাংলাদেশে। আহমেদাবাদে বিমান ভেঙে পড়েছিল ডাক্তারদের হস্টেলে। বাংলাদেশের রাজধানী শহর ঢাকার অভিজাত এলাকা উত্তরার এক স্কুলে ভেঙে পড়ল বিমান। সোমবারের ওই ঘটনায় সোমবার রাত পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ১৯। তাদের অধিকাংশই পড়ুয়া বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। ঢাকা ফায়ার সার্ভিসের প্রধান মুহাম্মদ জাহেদ কামাল বলেন, ‘নিহতদের পরিচয় এখনও জানতে পারিনি। মনে হচ্ছে, অধিকাংশই শিশু।’

সাহায্যের আশ্বাস ভারতের

আহতের সংখ্যা দেড়শোর বেশি। তাদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। নিখোঁজ অনেকে। মনে করা হচ্ছে, ধ্বংসস্তূপের নীচে আটকে রয়েছে তারা। ফলে হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়ার সম্ভাবনা প্রবল। বিমানটি বাংলাদেশ বায়ুসেনার। প্রশিক্ষণের কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশ আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ দপ্তর জানিয়েছে, সোমবার দুপুর ১টা ১৮ মিনিটে বিমানটি উত্তরার মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের একটি ভবনে ক্র্যাশ ল্যান্ডিং করে।

দোতলা বাড়িটির একতলায় তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির ক্লাস। ওপরের তলায় দ্বিতীয় ও পঞ্চম শ্রেণির ক্লাস। বিমান ভেঙে পড়ার সময় একটি ক্লাসে পঠনপাঠন চলছিল। অন্য ক্লাসগুলি ছুটি হয়ে গেলেও বেশ কয়েকজন শিশু, তাদের অভিভাবক এবং একাধিক শিক্ষক ভেতরে ছিলেন।

এরপর দশের পাতায়

মর্গে মৃতদেহের স্তূপ, দুর্গন্ধে ভোগান্তি

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২১ জুলাই : আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের উত্তরদিকে গেলে গন্ধে বমি আসতে পারে। আসারই কথা। মর্গে যেখানে ছয়টি মৃতদেহ থাকার কথা সেখানে ঠেসেঠুসে ১৮টি মৃতদেহ রাখা হয়েছে। এভাবে রাখায় বেশ কয়েকটি মৃতদেহে পচন ধরে গিয়েছে। আর তা থেকেই এই উৎকট গন্ধ। আশপাশের সবার ভোগান্তির একশেষ।

আলিপুরদুয়ার পুরসভার বৈদ্যুতিক চুল্লি বিকল হওয়াতেই মৃতদেহগুলি দাহ করা যাচ্ছে না বলে হাসপাতালের সুপার ডাঃ পরিতোষ মণ্ডল জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, ‘ওই চুল্লি ঠিক হলে মৃতদেহগুলি দাহ করা হবে। এবিষয়ে আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যানের সঙ্গে আমার কথাও হয়েছে।’ আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর বললেন, ‘গত ১৩ জুলাই রাতের ঝড়ে শ্মশানের বৈদ্যুতিক চুল্লিটি বিকল হয়ে যায়। সেটা ঠিক করার কাজ শুরু হয়েছে। দ্রুত কীভাবে পরিস্থিতির মোকাবিলা করা যায় তা দেখা হচ্ছে।’

আশ্বাস পুরসভার

- আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে মর্গে ছয়টি মৃতদেহ রাখার ব্যবস্থা
- ঠেসেঠুসে বর্তমানে সেখানে ১৮টি মৃতদেহ রাখা রয়েছে
- পুরসভার বৈদ্যুতিক চুল্লি খারাপ হওয়ার কারণেই মৃতদেহ দাহ করতে সমস্যা
- দ্রুতই পরিস্থিতি ঠিক হবে বলে আলিপুরদুয়ার পুরসভার আশ্বাস

আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল সূত্রে খবর, এখানকার মর্গে দু’ধরনের মৃতদেহ রাখা হয়। কোনও ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তির পর মারা যাওয়ার পর তাঁর পরিচয় নিয়ে কোনও সমস্যার সৃষ্টি হলে তাঁর মৃতদেহ হাসপাতালের হেপাজতে এখানে রাখা হয়। অন্যদিকে, বিভিন্ন এলাকায় অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের মৃত্যু হলে পুলিশের তরফে তাঁদের মৃতদেহ এখানে নিয়ে এসে রাখা হয়। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এই মর্গে ছয়টি মৃতদেহ রাখার ব্যবস্থা রয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

স্ত্রী, রাজ্য বদলেও পুলিশের জালে লক্ষ্মণ

অসমে লুকিয়ে সংসার

অসমে গিয়ে বীরপাড়া থানার গ্রেপ্তারের কৃতিত্ব। -সংবাদচিত্র

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ২১ জুলাই : রামায়ণের লক্ষ্মণের বনবাস শেষ হয়েছিল ১৪ বছর পর। আর কোচবিহার জেলার শীতলকুচির লক্ষ্মণ পালের 'অজ্ঞাতবাস' শেষ হল ১৩ বছরে। অবশেষে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে গেলেন।

লক্ষ্মণের বিরুদ্ধে বধূ নির্যাতনের লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন তাঁর স্ত্রীর বাপের বাড়ির লোকজন। তবে শীতলকুচির লক্ষ্মণ আদালতের দুয়ারে ছুটোছুটি করেননি। বরং ঠিকানা, এমনকি বৌ পর্যন্ত বদলে ফেলেন। বীরপাড়ার স্ত্রীকে ছেড়ে পালিয়ে চলে যান অসমে। সেখানে এক মহিলার সঙ্গে ঘর বাঁধেন। ঘটনার ১৩ বছর পর রবিবার তাঁকে অসমের ভারালুমুখ থানা এলাকা থেকে ধরে আনা হয়।

তবে বিষয়টি অতটাও সরল নয়। এর মধ্যে আবার রবীন্দ্রনাথের জীবিত ও মৃত গল্পের কাদম্বিনী চরিত্রের 'টাচ' রয়েছে। কাদম্বিনী যেমন 'মরিয়া প্রমাণ করিয়াছিল সে মরে নাই', তেমনই লক্ষ্মণও ধরা পড়ে প্রমাণ করলেন যে তিনি মারা যাননি। কেন? সোমবার লক্ষ্মণকে আলিপুরদুয়ার মহকুমা আদালতে হাজির করেন বীরপাড়া থানার সাব-ইনস্পেকটর তাপস রায়। সেটা কিন্তু বধূ নির্যাতনের মামলার সুবাদে নয়। লক্ষ্মণকে গায়েব করার অভিযোগ রয়েছে শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে। তাঁকে আলিপুরদুয়ার মহকুমা আদালতে হাজির করে বীরপাড়া থানার তদন্তকারী অফিসার তাপস রায় প্রমাণ করলেন, লক্ষ্মণকে কেউ খুন করেনি।

লক্ষ্মণের শ্বশুরবাড়ি বীরপাড়ায়। বীরপাড়া থানার ওসি নয়ন দাস জানান, শ্বশুরবাড়ির লোকজন ৪৯৮ নম্বর ধারায় নারী নির্যাতনের মামলা করেছিল লক্ষ্মণের বিরুদ্ধে। এরপর বীরপাড়ায় শ্বশুরবাড়ি থেকে বেমালুম নিখোঁজ হয়ে যান লক্ষ্মণ। লক্ষ্মণের পরিবারের লোকজনের যাবতীয় সন্দেহ গিয়ে পড়ে শ্বশুরবাড়ির লোকজনের ওপর। তাঁরা শ্বশুরবাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে লক্ষ্মণকে গায়েব অথবা খুন করা হয়েছে বলে পালটা অভিযোগ দায়ের করেন। কিন্তু লক্ষ্মণের খোঁজ আর পাওয়া যায়নি। আর যেহেতু খুনের অভিযোগ উঠেছিল সেইসময়, তাই লক্ষ্মণের শ্বশুরবাড়ির কয়েকজনকে গ্রেপ্তারও করা হয়। মামলা চালু হয়।

বীরপাড়া থানা সূত্রের খবর, ওই ঘটনার পর বেশ কয়েকজন তদন্তকারী অফিসার পরিবর্তন করা হয়েছে। তাতেও লাভ হয়নি। তাঁর আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। এদিকে, লক্ষ্মণকে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ করা হলেও তার সপক্ষে কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তাই তিন-চার বছর মামলা চলার পর জামিন পান লক্ষ্মণের শ্বশুরবাড়ির লোকজন। মাসখানেক আগে সাব-ইনস্পেকটর তাপসকে ওই মামলার ভার দেওয়া হয়। তাতেই সাফল্য মেলে। তাপসের ভূমিকার প্রশংসা করেছেন বীরপাড়া থানার ওসি। তাঁকে যে কেউ গায়েব করেনি এবং তিনি স্বেচ্ছায় পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে অসমে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তা এদিন আদালতে স্পষ্টভাবে জানান লক্ষ্মণ। খবর বীরপাড়া থানা সূত্রের।

পেশায় লক্ষ্মণ একজন দর্জি। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, লক্ষ্মণ আর প্রথম স্ত্রীকে নিয়ে সংসার করতে চান না। তবে প্রথম স্ত্রীর সন্তানকে সম্পত্তির ভাগ দিতে চান।

জালিয়াতি

- বধূ নির্যাতনের লিখিত অভিযোগ হওয়ার পর লক্ষ্মণ ঠিকানা, এমনকি বৌ পর্যন্ত বদলে ফেলেন
- বীরপাড়ার স্ত্রীকে ছেড়ে পালিয়ে চলে যান অসমে
- সেখানে এক মহিলার সঙ্গে ঘর বাঁধেন
- ঘটনার ১৩ বছর পর তাঁকে অসমের ভারালুমুখ থানা এলাকা থেকে ধরে আনা হয়

অভিযুক্ত ব্যক্তি হাজিরার জন্য ঘোষণা

(ধারা ৮২ সি আর পি সি দেখুন)

যেহেতু, সিরাজউদ্দিন @ শিবা, সাহিদুল হকের পুত্র, গ্রাম ঃ গারভোদাগা, থানা- সাহেবগঞ্জ, জেলা - কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গে বসবাসরত বাসিন্দা। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে যে, তিনি ০৫.০৬.২০২৪ তারিখে মায়াপুরী, দিল্লি থানার কেস এফআইআর নং- ১৯৮/২০২৪-এ ধারা ৩৮০/৪৫৪- এর অধীনে অপরাধ করেছেন (বা সন্দেহ করা হচ্ছে)।

সেইহেতু সিরাজউদ্দিন @ শিবার বিরুদ্ধে একটি গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে, কিন্তু তাকে খুঁজে না পাওয়ার কারণে তার বিরুদ্ধে এই গ্রেপ্তারি পরোয়ানাটি কার্যকর করা যায়নি। ফলপ্রসূত এটি আমার কাছে স্পষ্ট যে, সিরাজউদ্দিন @ শিবা পলাতক (অথবা গ্রেপ্তারি পরোয়ানা এড়াতে আত্মগোপন করেছেন)।

অতএব এই মর্মে ঘোষণা করা হচ্ছে যে, উপরে উক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তি সিরাজউদ্দিন @ শিবা এফআইআর নং- ১৯৮/২০২৪, তারিখ-০৫.০৬.২০২৪ ধারা ৩৮০/৪৫৪ আইপিসি-এর অধীনে থানা- মায়াপুরী, দিল্লি-এর অভিযোগের জবাব দিতে ২৮.০৮.২০২৫ তারিখে অথবা তার পূর্বে কোর্টে উপস্থিত হওয়া বাধ্যতামূলক।

আদেশক্রমে,
শ্রীমতী শীতল রানি
জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ফার্স্ট ক্লাস-১২
কক্ষ নং-১৫২, তিস হাজারি আদালত, দিল্লি-৫৪

DP/9143/WD/2025

দেশ-বিদেশের পেয়ারা চাষ ইউবিকেভিতে

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২১ জুলাই : এ এক আশ্চর্য পেয়ারা গাছ! এই গাছের গোড়ার দিক ভারতীয়। আর ওপরের অংশ হচ্ছে থাইল্যান্ডের। কৃষি বিজ্ঞানীরা বিশেষ পদ্ধতিতে গ্রাফটিং করে এই চারা তৈরি করেছেন। এই চারার দেখা মিলবে কোচবিহারের পুণ্ডিবাড়ির উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পরীক্ষামূলকভাবে এই পেয়ারার চাষ হচ্ছে। সেই গাছের চারা নিয়ে আসা হয়েছে রায়পুর থেকে।

এই পেয়ারা চাষ করেই এখন লাভের মুখ দেখতে চলেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ১ বিঘা জমিতে এই পেয়ারা চাষ করলে কৃষকরা বছরে কম করে দেড় থেকে দুই লাখ টাকা আয় করতে পারবেন। উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই তাদের ২ বিঘা জমিতে এই পেয়ারা চাষ শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই আশানুরূপভাবে সেই গাছগুলিতে ফলও ধরেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ দেবব্রত বসু এই বিশেষ পেয়ারা গাছের ফলন নিয়ে আশাবাদী।

এই পেয়ারার চাষ কীভাবে করা হয় এবং এতে এত লাভ কীভাবে হয়? বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বিশেষ এই পেয়ারা গাছ ১ বিঘা জমিতে মোটামুটি ২০০টি লাগানো যায়। গাছগুলি সর্বোচ্চ ছয় থেকে সাড়ে ছয় ফুট লম্বা হয়। তাই মাটিতে দাঁড়িয়ে সহজে গাছ থেকে এই পেয়ারা পাড়া যায়। গাছগুলিতে বছরে দুইবার করে ফল হয়। গাছগুলি ছোট হলেও পেয়ারার আকার অনেকটাই বড়। এককেটি পেয়ারা ৫০০ গ্রাম থেকে ১ কেজি ওজনের হয়।

ইউবিকেভির বাগানে থাইল্যান্ডের পেয়ারা। -সংবাদচিত্র

ফলাফল

- এই গাছের গোড়ার দিক ভারতীয়
- আর ওপরের অংশ থাইল্যান্ডের
- কৃষি বিজ্ঞানীরা গ্রাফটিং করে এই চারা তৈরি করেছেন
- চারা নিয়ে আসা হয়েছে রায়পুর থেকে
- বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পরীক্ষামূলকভাবে এই পেয়ারার চাষ হচ্ছে

তবে ছোট গাছে এত বড় বড় পেয়ারা পাওয়ার জন্য বিশেষ কিছু পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর, গাছগুলিতে প্রথমে অনেক পেয়ারা ধরে। কিন্তু ভালো মানের ও বড় আকারের ফল পাওয়ার জন্য এককেটি গাছে ২৫-৩০টি পেয়ারা রেখে ছোট অবস্থাতেই বাকি পেয়ারাগুলি গাছ থেকে ফেলে দিতে হয়। এরপর ফল বড় হলে প্রতিটি পেয়ারাকে বিশেষ কাপড়ের সাহায্যে ঢেকে দিতে হয়। এতে পেয়ারাগুলিতে কোনও রোগ বা পোকা বাসা বাঁধতে পারে না। পাশাপাশি পেয়ারাগুলির রং খুব সুন্দর হয়। এভাবে এককেটি গাছে ১ বছরে কম করে ৩০ থেকে ৩৫ কেজি পেয়ারা পাওয়া যায়। বাজারে সেগুলি কম করে ৮০ থেকে ১০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়। এই হিসাবে একটি গাছে কম করে বছরে যদি ৩০ কেজিও পেয়ারা হয় এবং তার দাম যদি ৮০ টাকা করেও কেজি হয় তাহলেও এককেটি গাছ থেকে বছরে ২৪০০ টাকা করে পাওয়া যাবে। এই হিসাবে এক বিঘা জমিতে ২০০টি গাছ থাকলে প্রায় ৪ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা মিলবে। এর মধ্যে চাষের জন্য বিঘা প্রতি আড়াই লক্ষ টাকা খরচ হিসেবে ধরা হলেও বিঘা প্রতি ২ লক্ষ টাকা আয় হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইরেক্টর অফ রিসার্চ অশোক চৌধুরী বলেন, 'আমরা পরীক্ষামূলকভাবে কোচবিহারে এই পেয়ারার চাষ করেছি। তাতে আমরা সফল হয়েছি। আগামীতে উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জেলাতেই আমরা এই চাষ করব।'

বক্সায় নদী পারাপার করছে হাতির পাল। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

উদ্যোগ গরুমারায়

বুনোদের জন্য ঘাসের আবাদ

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ২১ জুলাই : বর্ষার মরশুম চলছে। জুন থেকে তিন মাস পর্যটকদের জন্য জঙ্গল বন্ধ রাখা হয়েছে। বন্ধ জঙ্গলেই জোরকদমে চলছে গাছ এবং ঘাস লাগানোর পালা। গরুমারায় গন্ডারের প্রিয় খাবার ঢাড্ডা, মালসা সহ বিভিন্ন প্রজাতির ঘাস যেমন লাগানো হচ্ছে, তেমনি জলপাইগুড়ি বন বিভাগের বিভিন্ন বনাঞ্চলে লাগানো হচ্ছে শাল, সেগুন গাছ। হাতিদের প্রিয় চালতা কিংবা বাঁদরের কথা মাথায় রেখে লটকা, জাম ইত্যাদি গাছে লাগাচ্ছে বন দপ্তর। এতে একদিকে বন্যপ্রাণীদের খাদ্যের অভাব মিটবে, অন্যদিকে জঙ্গলেরও ঘনত্ব বাড়বে বলে জানালেন জলপাইগুড়ি বন বিভাগের এডিএফও জয়ন্ত মণ্ডল। তিনি জানান, শুধু বন্যপ্রাণীদের খাবারের জোগান বাড়ানো নয়, জঙ্গলের গাছের সংখ্যাও বাড়ানো হচ্ছে।

শুধু গাছ নয়, গরুমারা বন্যপ্রাণী, বিশেষ করে গন্ডারদের খাবারের সংস্থানের জন্য বিভিন্ন প্রজাতির ঘাসও লাগানো হয় জঙ্গলের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে। তবে গতবছর গরুমারায় নতুন করে ঘাস লাগানো হয়নি। এবছর আবার আগুন লেগে গরুমারা জঙ্গলের মেদলা নজরমিনার সংলগ্ন বিস্তীর্ণ তৃণভূমি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। যার জেরে গরুমারায় বসবাসকারী ৬০টির বেশি গন্ডার ছাড়াও বাইসন, হরিণ, ছোট-বড় অন্য তৃণভোজীদের খাদ্যভাণ্ডারে টান পড়েছিল। এছাড়া বারবার লোকালয়ে হাতি, বাঁদর বেরিয়ে আসা, কৃষিজমি থেকে স্থানীয়দের ঘরে হামলার ঘটনা বেড়ে যাওয়ায় জঙ্গলে তাদের খাদ্যাভাব নিয়েও প্রশ্ন তুলেছিলেন পরিবেশপ্রেমীরা। সমস্যা সমাধানে গরুমারার মাঝ দিয়ে জলঢাকা, মূর্তি নদী ধরে গরুমারা জঙ্গলের প্রায় ৬০ হেক্টর জমিতে বিভিন্ন প্রজাতির ঘাসের চারা লাগানো হচ্ছে। জলপাইগুড়ি বন বিভাগের চালসা, লাটাগুড়ি, ডায়না ইত্যাদি রেঞ্জেও প্রায় সত্তর হেক্টর জমিতে ফল যেমন, লটকা, জামরুল, জাম, বনকাঁঠাল ইত্যাদি গাছের চারা রোপণ করা হচ্ছে। গরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগের এডিএফও রাজীব দে বললেন, 'বনে জোরকদমে ঘাস লাগানো হচ্ছে। এই ঘাস লাগানো হলে বন্যপ্রাণীদের খাবারের ভাণ্ডার আরও বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।' এতে কিছুটা হলেও লোকালয়ে বুনোদের দাপট কমবে বলে আশা বনকর্তাদের।

ময়নাগুড়ি রোড পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের সম্পাদক নন্দু রায়ের বক্তব্য, 'জঙ্গলে আরও বেশি পরিমাণে ফলের গাছ লাগানোর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আমরা অনেকদিন ধরে এই দাবি জানিয়ে আসছিলাম।'

পূর্ব রেলওয়ে

বিশদ টেন্ডার নং. ঃ ইপিসি-০১-সিএও-সি-ইআর-২০২৫ ঃ ওপেন ইপিসি ই-টেন্ডার ইন সিঙ্গল স্টেজ - টু প্যাকেট সিস্টেম, তারিখ ঃ ২১.০৭.২০২৫। চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার/কন/পূর্ব রেলওয়ে, ৫ম তল, ১৪ স্ট্র্যান্ড রোড, এনকেজি, কলকাতা- ৭০০০০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের ওপেন ইপিসি ই-টেন্ডারিং-এর জন্য টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ কাজের নাম ঃ গোড্ডা - মহগামা নতুন রেল লাইন ঃ পূর্ব রেলওয়ের পীরপৈন্তি - জসিডি নতুন রেল লাইন প্রকল্পের সঙ্গে সম্পর্কিত কিমি ৩২.৪৩৯ থেকে কিমি ৬০.০০০ পর্যন্ত গোড্ডা স্টেশন (ব্যতীত) এবং মহগামা স্টেশন (অন্তর্ভুক্ত) -এর মধ্যবর্তী নতুন রেল লাইন নির্মাণের জন্য সিভিল, পি-ওয়ে, বৈদ্যুতিকরণ, সিগন্যাল এবং টেলিকম কাজ সম্পাদন। আনুমানিক মূল্য ঃ ৫৩১,২২,৬৯,১৪২.৯২ টাকা। বায়না অর্থঃ ২,০০,০০,০০০.০০ টাকা। টেন্ডার নথির মূল্য ঃ ০.০০। সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ ৬৩০ (ছয়শো ত্রিশ) দিন। বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ১৭.১০.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা। টেন্ডার নথি এবং অন্যান্য বিশদ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ইপিসি মোড-এ ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে এই টেন্ডার দরপ্রস্তাব দাখিল করতে হবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতেহাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এইরূপ হাতেহাতে দাখিল করা টেন্ডার গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল করা হবে। CON-27/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

বিক্রয়

আলিপুরদুয়ার সূর্যনগরে শীঘ্রই 6 dec টিনের চাল (পাকা বাড়ি) বাউন্ডারি ওয়াল সহ জমি বিক্রয়। M : 9800020321. (C/117035)

অ্যাফিডেভিট

গত 28.3.2019 Spl. ম্যারেজ আইনের 13 নং ধারা অনুযায়ী বিবাহ বন্ধনের পর আমি দিনহাটার JM(1st Cl.) কোর্টে 17.7.2025 অ্যাফিডেভিট বলে হামিদা খাতুন থেকে পূজা বর্মন, স্বামী- কমল বর্মন হলাম। সাং- বড়নাচিনা, দিনহাটা।(S/M)

কর্মখালি

শিলিগুড়িতে চিমনি সেলস ও সার্ভিসিং করার জন্য ছেলে ও মেয়ে নিয়োগ করা হচ্ছে, ফিক্সড বেতন- ১৩,০০০/-, ইনসেন্টিভ, কমিশন এক্সট্রা, কাজের সময়- সকাল ৮.৩০ থেকে ২ টা। 8th পাশ। Ph. 8250106017.(C/117531)

শিলিগুড়িতে অফিসে সকল রকম Association কাজ জানা বয়স্ক (বিকেল 5 P.M. to 8 P.M.) লোক চাই। Salary Rs 5000/-. Call : 8250253356,8918803065. (C/117532)

কাটিহার ডিভিশনে এস অ্যান্ড টি কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ কেআইআর-এন-২০২৫-কে-৩৩; তারিখ ঃ ১৬-০৭-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে, কাজের নাম ঃ কাটিহার ডিভিশনে তিন (০৩) বছরের জন্য এফটিকিউ -এর তৈরি ডেটা লগার মেরামত, প্রতিস্থাপন এবং পুনরুদ্ধার। টেন্ডার মূল্য ঃ ২,৮৪,৬৭,৫৯১/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ২,৯২,৩০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ টায় এবং খোলা ০৭-০৮-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৭-০৮-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (এস অ্যান্ড টি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
হাসি মুখে গ্রাহক সেবা

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৮৯৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৯৪৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৪৫০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১১৩৭৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১১৩৮৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

আজ টিভিতে

আদিশক্তি আদ্যাপীঠ সন্ধে ৭.০০ আকাশ আট

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ গোলমাল, দুপুর ১.২৫ লভেরিয়া, বিকেল ৪.৪৫ বিয়ের লগ্ন, সন্ধে ৭.৪০ শুধু একবার বলো, রাত ১১.০৫ কীর্তন

জি বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.০০ মহাসতী সাবিত্রী, বেলা ১১.৩০ ভালোবাসি তোমাকে, দুপুর ২.০০ স্বপ্ন, বিকেল ৫.০০ মানুষ কেন বেইমান, রাত ১০.৩০ বৌমার বনবাস, ১.০০ ফড়িং

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ দেবদাস, দুপুর ১.০০ চ্যালেঞ্জ, বিকেল ৪.০০ সেজবউ, ৭.০০ মহাগুরু, রাত ১০.০০ হ্যালো মেমসাহেব, ১.০০ রাজকাহিনী

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ আমি সে ও সখা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ সজনী

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ মনের মানুষ

স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি : দুপুর ১২.১৫ নকশা : আনলক দ্য মিস্ট্রি, ২.৩০ ইন্দু কি জওয়ানি, বিকেল ৪.৩০ বধাই হো, সন্ধে ৬.৩০ শাদী কে সাইড এফেক্টস, রাত ৯.০০ টিউবলাইট, ১১.১৫ টশন

কালার্স সিনেপ্লেক্স : বিকেল ৩.০০ বিজয় রাঘবন, ৫.০০ শেরশাহ, রাত ৮.০০ গার্ডিয়ান, ১০.৩০ আরডিএক্স

জি সিনেমা : দুপুর ১২.০৮ বিবি নাম্বার ওয়ান, ২.২৫ রিয়েল টেভর, বিকেল ৫.১৩ স্পাইডার, সন্ধে ৭.৫৫ কটিরা, রাত ১১.১৪ ব্রুস লি : দ্য ফাইটার

ইন্দু কি জওয়ানি দুপুর ২.৩০ স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি

কীর্তন রাত ১১.০৫ জলসা মুভিজ

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১২.১০ মম, ২.৩৮ তমাশা, বিকেল ৫.০২ ট্র্যাপড, সন্ধে ৬.৪৬ হমারি অধুরি কহানি, রাত ৯.০০ বস্তর : দ্য নকশাল স্টোরি, ১১.০২ এনএইচ ১০

রমেডি নাউ : দুপুর ১২.১০ দ্য ইন্টার্নশিপ, ২.১০ মার্লি অ্যান্ড মি, বিকেল ৫.৩০ দ্য প্রপোজাল, রাত ৯.০০ ডেক দ্য হলস, ১০.৩০ ফিফটি ফার্স্ট ডেটস।

চ্যালেঞ্জ দুপুর ১.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

ঝুলন্ত ঝালুঙ্গি সেতুর বেহাল দশা

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২১ জুলাই : গরুবাথানের নিমবস্তির পরিত্যক্ত 'ঝালুঙ্গি' সেতু সংস্কার করা হলে নয়া দিশা দেখাতে পারে পাহাড়ি পর্যটনে। এমনই মনে করছে পর্যটন মহল। এলাকার সোমবারে বাজার থেকে লাভা যাওয়ার পাহাড়ি পথের ধারে বয়ে চলা চেল নদীতে রয়েছে ওই ঝুলন্ত সেতু। স্থানীয়দের ভাষায় 'ঝালুঙ্গি'। কাঠের পাটাতন ও লোহার দড়ি দিয়ে ঝোলানো সেতুটি বছরের পর বছর সংস্কারহীন অবস্থায় পড়ে থাকায় চলাচলের অযোগ্য হয়ে গিয়েছে। ভেঙে গিয়েছে প্রায় সমস্ত পাটাতনই। এবিষয়ে গরুবাথান পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সূর্যমণি রাই বলেন, 'পঞ্চায়েত এবং গ্রামোন্নয়ন দপ্তরে সেতু সংস্কারের প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।' কালিম্পং জেলার সবচেয়ে বড় ব্লক ডুয়ার্স লাগোয়া গরুবাথান। একসময় লাভাগামী পথ থেকে এই সেতু দিয়ে চেল নদী পারাপার করে অবাধে যাতায়াত চলত নিমবস্তিতে। বর্তমানে ভরসা ঘুরপথ। গরুবাথান পর্যটন উন্নয়ন সংস্থার কর্মকর্তা ওয়াঙ্গদেন মোলামো জানালেন, ঐতিহ্যবাহী সেতুটি পাঁচ দশকেরও বেশি পুরোনো। বিভিন্ন স্থানে ওই সেতু সংস্কারের প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।

মালবাজারের এক ট্যুর অপারেটর ওশান লেপচা বললেন, 'ডুয়ার্সে বেড়াতে এসে অনেকেই ঝুলন্ত সেতু দেখতে চান। নিমবস্তির ওই সেতুটির সংস্কার করা হলে পর্যটকদের সহজেই সেখানে নিয়ে যাওয়া যেত।'

গরুবাথানের নিমবস্তি লাগোয়া ঝালুঙ্গি সেতু। -সংবাদচিত্র

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : আর্থিক আয়ের বাধা কাটবে। সংসারের কোনও সমস্যার সমাধান হতে পারে। **বৃষ :** আপনার সুমধুর কথার জন্য সমাজে প্রতিপত্তি বাড়বে। ব্যবসায় ভালো ফল আশা করতে পারেন। **মিথুন :** দূরের কোনও আত্মীয়ের সহায়তায় ভালো প্রতিষ্ঠানে চাকরির সম্ভাবনা। বিদ্যায় বাধা কাটবে। **কর্কট :** নতুন করে ব্যবসায় বিনিয়োগ না করাই ভালো। দীর্ঘদিনের আটকে থাকা কোনও কাজের সমাধান হবে। **সিংহ :** নিকট আত্মীয়ের কূটচালে দাম্পত্যে অশান্তি। গুরুত্বপূর্ণ কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে পরিবারের সঙ্গে আলোচনা করুন। **কন্যা :** কর্মক্ষেত্রে কাজের দায়িত্ব বাড়বে। সরকারি চাকরিতে উন্নতির পথ প্রশস্ত হবে। প্রেমে শুভ। **তুলা :** বাড়ি সংস্কারে খরচের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার চিন্তা বাড়বে। ভাইবোনদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। **বৃশ্চিক :** পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে মামলার ফল আপনার পক্ষে নাও যেতে পারে। সৃজনশীল কাজে যুক্তদের সম্মান বাড়বে। **ধনু :** সামান্য কারণে মানসিক চাপ বাড়তে পারে। সর্দি, কাশিতে ভোগান্তির সম্ভাবনা। **মকর :** প্রশাসনিক কাজে যুক্ত ব্যক্তিদের পদোন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের দায়িত্ব বাড়বে। **কুম্ভ :** সংসারে কাউকে কিছু না জানিয়ে কোনও কাজ করলে অনুশোচনা হতে পারে। উচ্চশিক্ষায় আর্থিক বাধা কাটবে। **মীন :** বহুদিন ধরে আটকে থাকা ব্যাংক ঋণ মঞ্জুর হতে পারে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলুন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৫ শ্রাবণ, ১৪৩২, ভাঃ ৩১ আষাঢ়, ২২ জুলাই, ২০২৫, ৫ শাওন, সংবৎ ১২/১৩ শ্রাবণ বদি, ২৬ মহরম। সূঃ উঃ ৫।৬, অঃ ৬।২২। মঙ্গলবার, দ্বাদশী দিবা ৬।১২ পরে ত্রয়োদশী শেষরাত্রি ৪।৯। মৃগশিরানক্ষত্র রাত্রি ৭।৩৯। ধ্রুবযোগ অপরাহ্ন ৪।৩৪। তৈতিলকরণ দিবা ৬।১২ গতে গরকরণ অপরাহ্ণ ৫।১১ গতে বণিজকরণ শেষরাত্রি ৪।৯ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে- বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী রবির ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ৮।১৯ গতে মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ, রাত্রি ৭।৩৯ গতে নরগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে-দ্বিপাদদোষ, দিবা ৬।১২ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- নৈর্ঋতে, দিবা ৬।১২ গতে দক্ষিণে, শেষরাত্রি ৪।৯ গতে পশ্চিমে। বারবেলাদি ৬।৪৫ গতে ৮।২৫ মধ্যে ও ১।২৩ গতে ৩।৩ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।৪২ গতে ৯।৩ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম- দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- ত্রয়োদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। শেষরাত্রি ৪।৯ গতে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৫০ গতে ১০।২৪ মধ্যে ও ১২।৫৮ গতে ২।৪১ মধ্যে ও ৩।৩২ গতে ৫।১৫ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৫১ মধ্যে ও ৯।৫ গতে ১১।১৯ মধ্যে ও ১।৩৩ গতে ৩।২ মধ্যে।

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

উত্তরকন্যা অভিযানে আশার পাশাপাশি ছবি নিরাশারও

সভায় বক্তব্য রাখছেন শুভেন্দু। সোমবার।

নিশীথকে সামনে রেখে পরিকল্পনা

’২৬-এ পদ্মের টার্গেট কোচবিহার

রাহুল মজুমদার ও শিবশংকর সূত্রধর

শিলিগুড়ি ও কোচবিহার, ২১ জুলাই : উত্তরের রাজনীতিতে রাজবংশী ভোট নিয়ন্ত্রিত হয় মূলত কোচবিহার থেকেই। কোচবিহার দখলে রাখতে পারলে উত্তরের অন্য অংশে তাদের লড়াই যে অনেকটাই মসৃণ হবে সেকথা ভালোই বুঝেছে রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব। তাই ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে কোচবিহারকেই টার্গেট করছে তারা। সোমবার উত্তরকন্যা অভিযানের সভা থেকে সেকথা কার্যত স্পষ্ট করলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। গুরুত্ব বোঝাতে এদিন দলের ৬৫ জন বিধায়ককে নিয়ে ৪ অগাস্ট কোচবিহার সফরের কথাও ঘোষণা করেন তিনি। একই দিনে উত্তরকন্যায় যাওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন।

ঘাসফুলের শক্তঘাঁটি কোচবিহারে ন’টি বিধানসভা আসনের ছ’টিই বিজেপির দখলে। তা সত্ত্বেও সঠিক পরিকল্পনা ও নেতৃত্বের অভাবে জেলায় ধুঁকছে সংগঠন। লোকসভায় পরাজয়ের পর কার্যত আন্দোলনবিমুখ হয়েছে দল। ফলে ভরসা হারিয়েছেন সাধারণ কর্মীরা। গেরুয়া শিবিরের দুর্বলতার সুযোগে সংগঠন আরও শক্তিশালী করেছে তৃণমূল। এই অবস্থায় কোচবিহারের আসন ধরে রাখতে মরণকামড় দিতে চাইছে বিজেপি। এদিন শিলিগুড়ির সভায় তার ইঙ্গিতও মিলেছে।

লোকসভায় পরাজয়ের পর সোমবার উত্তরবঙ্গে দলের বড় কোনও সভায় উপস্থিত ছিলেন কোচবিহারের প্রাক্তন সাংসদ নিশীথ প্রামাণিক। এদিন নিশীথের সমর্থনে সুর চড়ান শুভেন্দু। বলেন, ‘২৪-এর নির্বাচনে নিশীথকে পরিকল্পনা করে হারানো হয়েছে। তৎকালীন পুলিশ সুপার ক্যামেরা বন্ধ করে ছাপ্পা করিয়েছিলেন। সাতদিনের মধ্যে আমি সব প্রমাণ দিয়ে দেব।’ নিশীথও এদিন বলেন, ‘পুনর্গণনা চেয়ে আমরা ইলেকশন পিটিশন দাখিল করেছি। তৎকালীন জেলা শাসক এবং পুলিশ সুপারকে দিয়ে পরিকল্পনা করে তৃণমূল আমাদের হারিয়েছে। শীঘ্রই সব সামনে আসবে।’ জেলার রাজনীতিতে ফের নিশীথকে প্রাসঙ্গিক করে কর্মীদের চাঙ্গা করতেই হারের প্রসঙ্গ তুলে শুভেন্দু বার্তা দিয়েছেন বলেই মনে করছেন জেলা বিজেপি নেতারা।

> ২৪-এর নির্বাচনে নিশীথকে পরিকল্পনা করে হারানো হয়েছে। তৎকালীন পুলিশ সুপার ক্যামেরা বন্ধ করে ছাপ্পা করিয়েছিলেন। সাতদিনের মধ্যে আমি সব প্রমাণ দিয়ে দেব।
>
> **শুভেন্দু অধিকারী**

লক্ষ্য রাজবংশী ভোট

- রাজবংশী ভোট নিয়ন্ত্রিত হয় মূলত কোচবিহার থেকেই
- কোচবিহার দখলে রাখতে পারলে উত্তরের অন্য অংশে লড়াই যে মসৃণ হবে সেকথা বুঝেছে রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব
- ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে কোচবিহারকেই টার্গেট করছে বিজেপি
- এদিকে গেরুয়া শিবিরের দুর্বলতার সুযোগে সংগঠন শক্তিশালী করেছে তৃণমূল

তৃণমূল অবশ্য বিজেপির পরিকল্পনাকে গুরুত্ব দিতে নারাজ। দলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিকের কথা, ‘শুভেন্দু অধিকারীর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম। কোচবিহারে এবার একটি আসনেও বিজেপি জয়ী হতে পারবে না।’ উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহর বক্তব্য, ‘নিশীথ যখন বিধানসভায় জিতেছিল, তখন দেবাশিস ধর নামে এক পুলিশ সুপারকে ধরে ছাপ্পা করিয়েছিল। পরে তিনি ভিআরএস নিয়ে বিজেপির হয়ে ভোটে দাঁড়ান এবং মনোনয়নপত্র বাতিল হয়ে যায়। শুভেন্দুর সেটা নজরে নেই। আগে নিজেকে আয়নায় দেখুক।’

বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব মনে করছে, এখনই কোচবিহারে ঘর গোছানো শুরু করে সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লে আগামী বিধানসভায় জেলার আসন ধরে রাখা সম্ভব। সেই পরিকল্পনামাফিকই আবার নিশীথ প্রামাণিককে মাঠে নামানোর পরিকল্পনা করা হচ্ছে। জেলা বিজেপি নেতারাও এই সুযোগ কোনওভাবেই হাতছাড়া করতে চাইছেন না। দলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মনের কথা, ‘আমরা সর্বশক্তি নিয়ে মাঠে নামব। জনগণ আমাদের সঙ্গে আছে। তৃণমূলের ভয়ে আর কেউ ঘরে বসে থাকবে না। নিশ্চিতভাবেই আগের বিধানসভার চাইতেও আগামীতে ভালো ফল হবে।’ উত্তরকন্যা অভিযানের পর বাড়তি অক্সিজেন নিয়ে আদৌ বিজেপি কোচবিহারে মাঠে নামতে পারে কি না সেদিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল।

‘গান্ধিবাদী’ পুলিশ, বাধা ছাড়াই মিছিল

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২১ জুলাই : শেষবার বিজেপির উত্তরকন্যা অভিযানে চলেছিল গুলি। ঝরেছিল রক্ত। সোমবারের ছবিটা একেবারে উলটো। বেলা গড়ানোর পর অনেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় লাইভ ভিডিও দেখে ভ্রূ কুঁচকে বললেন, ‘যাক! এবার আর কোনও বড় ঝামেলা হল না।’ বাধা দেওয়া কিংবা ধরপাকড় তো দূরের ব্যাপার, পুলিশ-প্রশাসন শুধুমাত্র দুর্গের মতো রক্ষা করল ‘উত্তরকন্যা’-কে। একাধিক ব্যারিকেড লাগানো হয়েছিল আগেই। সমস্ত মিছিল উত্তরকন্যার সামনে দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন পুলিশকর্তারা।

হাইকোর্টের নির্দেশমতো কর্মসূচি হওয়ায় সন্তুষ্ট বিজেপি

নেতৃত্ব। দলীয় বিধায়ক শংকর ঘোষের গলায় আত্মবিশ্বাসের সুর, ‘পুলিশের ওপরমহল ছাড়া নীচুতলার কেউই আর চাইছেন না, এই সরকার থাকুক। সবাই বুঝে গিয়েছেন, সরকার পরিবর্তন হচ্ছে। তাই পুলিশের তরফে কোনও প্রোভকেশন করা হয়নি।’ শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর অবশ্য বলছেন, ‘কোথাও কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে, সেজন্য আমরা সতর্ক ছিলাম।’

গত কয়েকবছরে উত্তরকন্যা অভিযানকে কেন্দ্র করে শিলিগুড়িতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি কার্যত খণ্ডযুদ্ধের রূপ নিয়েছে। জমায়েত থেকেই ধরপাকড়, কাদানে গ্যাসের শেল ফাটানো ইত্যাদি ছিল জলভাত। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর দাবি, পুলিশের সেই ‘অতি সক্রিয়তা’ এদিন প্রথম থেকেই চোখে পড়েনি। তিনবাত্তি মোড়ে পুলিশবাহিনী মোতায়েন থাকলেও সকলে ছিল রাস্তার ধারে। পদ্ম শিবিরের কর্মীরা জমায়েত করে স্লোগান তোলার পাশাপাশি রাস্তায় রং স্প্রে করে তৃণমূলের বিরুদ্ধে বার্তা লিখছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীকে ‘চোর’ আখ্যা দেওয়া, ‘নো ভোট টু তৃণমূল’ লিখলেও বাধার মুখে পড়তে হয়নি কাউকে। কয়েকজন অবাক হয়ে বলছিলেন, ‘ভেবেছিলাম, পুলিশ হয়তো বাধা দিতে আসবে।’

তিনবাত্তি থেকে চুনাভাটি অবধি তিন কিলোমিটার রাস্তা ধরে মিছিল হলেও পুলিশকর্মীদের দেখা মেলেনি আশপাশে। উত্তরকন্যার সামনে প্রথম ব্যারিকেডের কাছে কয়েকজন বিজেপি কর্মী এসে ভেতরে ঢোকার কথা বললেও কর্তারা তাঁদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে চুনাভাটির মাঠ কোনদিকে, তা দেখিয়ে দেন।

কর্মীদের অধিকাংশই হতাশ

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২১ জুলাই : দিনের শুরুতে একরাশ আশা। দিন গড়াতেই যেন সেই আশায় কিছুটা জল।

প্রমীলা রায় করণদিঘির বাসিন্দা। লাঠিতে ভর দিয়ে সোমবার শিলিগুড়িতে উত্তরকন্যা অভিযানে শামিল হয়েছিলেন। উশকোখুশকো চুল, হাতে কালো পলিব্যাগে মুড়ি। প্রখর রোদে লাঠিতে ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিলেন। চোখে তাঁর একরাশ আশা। ‘২৬-এ এরাজ্যে বিজেপির সরকার হবে। তিনি বার্ধক্য ভাতা পাবেন, তাঁর পাকা বাড়ি হবে। তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনকালে বার্ধক্য ভাতার জন্য তিনি নাকি বহুবার আবেদন করেও তা পাননি। এদিন বাড়ি ফিরে যাওয়ার সময় তাঁর মুখে অনেকটাই আশার আলো।

আরেকদিকে অবশ্য অন্য ছবি। এদিনের উত্তরকন্যা চলো কর্মসূচি থেকে দলীয় নেতৃত্বের থেকে আন্দোলনের রূপরেখা তৈরির কোনও বার্তা না পেয়ে শিলিগুড়ির মহাবীরস্থানের সুদেব সরকার, কোচবিহারের প্রতুলচন্দ্র ঘোষ, বিধাননগরের মালতী রায়, সুপ্রিয়া সরকাররা হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরে যান। সভা শেষে গাড়ি ধরার জন্য প্রতুল হেঁটে উত্তরকন্যার দিকে যাচ্ছিলেন। রাস্তায় যেতে যেতেই পাশের ভদ্রলোককে বলছিলেন, ‘এরকম হলে আগে জানলে আসতামই না। আমাদের বলেছিল উত্তরকন্যা অভিযান হবে, ভোটের লড়াই নিয়ে বার্তা আসবে। এখানে তো ভয়ে ভয়ে মিছিল করে উত্তরকন্যার পাশ দিয়ে যেতে হল।’

তৃণমূল কংগ্রেসের ২১ জুলাইয়ের পালটা হিসেবে বিজেপির যুব মোর্চার উত্তরকন্যা অভিযান হবে। এই বার্তা দিয়েই বিজেপি উত্তরবঙ্গের নানা প্রান্তে প্রচার চালিয়েছিল। আগামী বছর বিধানসভা ভোটের আগে বিজেপির যুব মোর্চার এই কর্মসূচি উত্তরবঙ্গে দলীয় কর্মীদের অক্সিজেন জোগাবে বলে নেতারা আশাবাদী ছিলেন। সেইমতো প্রচার হয়। ওই কর্মসূচি সফল করতে দলে দলে কর্মী-সমর্থক এদিন এলাকায় শামিল হন। কিন্তু শিলিগুড়িতে এসে তাঁরা জানতে পারেন উত্তরকন্যার পাশ দিয়ে গেলেও সেদিকে ঢোকা যাবে না। ওই সময়েই কিছু কর্মী-সমর্থক হতাশ হয়ে পড়েন। এরপর সভাস্থলে গিয়েও কর্মীদের একাংশের মধ্যে হতাশার ছাপটা স্পষ্ট ছিল।

প্রখর রোদে একটি ছোট ছাতার তলায় কোনওমতে দাঁড়িয়ে এদিন ময়নাগুড়ির বৌলবাড়ি থেকে আসা সুদেব বারুই, বিকি চক্রবর্তীদের নেতাদের ভাষণ শুনতে দেখা গেল।

> এরকম হলে আগে জানলে আসতামই না। আমাদের বলেছিল উত্তরকন্যা অভিযান হবে, ভোটের লড়াই নিয়ে বার্তা আসবে। এখানে তো ভয়ে ভয়ে মিছিল করে উত্তরকন্যার পাশ দিয়ে যেতে হল।
>
> **প্রতুলচন্দ্র ঘোষ**
> *বিজেপি কর্মী*

নেতারা তৃণমূলকে উৎখাতের ডাক দেওয়ার সময় সুদেব উল্লাসে চিৎকার করছিলেন। কিন্তু সভা শেষে তাঁদের মন খারাপ। কারণ তৃণমূলকে উৎখাত করতে গেলে কী করতে হবে সে বিষয়ে ভাষণে নেতারা কোনও দিকনির্দেশই করেননি। মাথাভাঙ্গার বীরেন বর্মনের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তিনি বিজেপির একনিষ্ঠ কর্মী। দীর্ঘদিন ধরে বিজেপি করে আসছেন। এদিনের কর্মসূচিতে অবশ্য খুশি বলে তিনি জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, ‘এত রোদ, গরম উপেক্ষা করে বিভিন্ন জায়গা থেকে এত লোক এসেছে এটাই তো সফলতা। ভোটের আগে এই ধরনের আরও কর্মসূচি হবে এবং আমাদের মতো কর্মীরা সেগুলিতে শামিল হবেন। উত্তরবঙ্গ থেকেই আমরা রাজ্য জয় করব।’

উত্তরকন্যা অভিযানে মিছিলে বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা।

প্রতিবাদে শামিল ছাত্রছাত্রীরা। -সংবাদচিত্র

মদের দোকানের বিরোধিতায় ছাত্রছাত্রীরা

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ২১ জুলাই : ফালাকাটা ব্লকের শালকুমার গ্রাম পঞ্চায়েতের উমাচরণপুর মৌজার নয় মাইল বাসস্ট্যান্ডে মদের দোকান না খোলার জন্য তীব্র আন্দোলন শুরু হল সোমবার। এলাকার কয়েকটি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও স্থানীয় বাসিন্দারা শালকুমার গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানকে স্মারকলিপি দিলেন। তাঁরা জানিয়েছেন, নয় মাইল বাসস্ট্যান্ডে যদি মদের দোকান খোলার ছাড়পত্র দেওয়া হয় তাহলে লাগাতার পথ অবরোধ করা হবে। কোনওভাবেই মদের দোকানের মালিককে দোকান খোলার ছাড়পত্র যেন না দেওয়া হয়। গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বিউটি ঘোষের কাছে তাঁরা এই দাবি করেন।

এদিন দুপুর দেড়টার সময় স্মারকলিপি দেওয়া হয়। অবশেষে বিকাল সাড়ে তিনটার সময় প্রধান বিউটি তাঁদের মৌখিক আশ্বাস দেন। তিনি বলেন, ‘নয় মাইল বাসস্ট্যান্ড শুধু নয়, আমার গ্রাম পঞ্চায়েতের কোথাও মদের দোকান খোলার ছাড়পত্র দেব না।’ তবে তিনি আরও জানিয়েছেন, এই মুহূর্তে পরিচালন বোর্ডের সঙ্গে আলোচনা না করে কোনওভাবেই তিনি লিখিত দিতে পারবেন না। এর জন্য তিনি তিনদিন সময় চেয়ে নিয়েছেন। তাঁর আশ্বাস পেয়ে আন্দোলনকারীরা ফিরে যান।

এদিনের আন্দোলনে শামিল হয়েছিল ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী পম্পা রায়, জিমি পারভিন, সোনালি সরকার, বিউটি শীল, পঞ্চম শ্রেণির আনিশা পারভিন সহ শতাধিক ছাত্রছাত্রী। তারা নয় মাইল থেকে ৫ কিলোমিটার দূরে শালকুমার গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে যায়। সেখানেই উপস্থিত প্রধানকে তারা জানিয়ে দেয় বিদ্যালয় ঘেঁষে কোনওভাবেই মদের দোকান খুলতে দেবে না। জিমি বলে, ‘আমরা প্রধান শিক্ষিকাকে বলেছি আপনিও একজন মহিলা। মহিলাদের নিরাপত্তার কথা ভেবে ওই দোকান খুলতে দেওয়া উচিত নয়।’ তাদের সঙ্গে ছিলেন শিক্ষক অভিজিৎ সরকার, শিক্ষিকা শিমুলি মাইতি, বৈশাখী দাস, স্থানীয় বাসিন্দা জাহিরুদ্দিন মিয়াঁরা। তাঁরা প্রধানের কাছে মৌখিক আশ্বাসের বদলে লিখিত চান।

উমাচরণপুর জুনিয়ার বেসিক স্কুলের শিক্ষিকা বৈশাখী জানিয়েছেন, যেখানে মদের দোকান খোলার লাইসেন্স জনৈক ব্যক্তি পেয়েছেন সেখান থেকে তাঁর বিদ্যালয়ের দূরত্ব আনুমানিক ২০০ মিটার। ওই দোকানটি হলে মারাত্মক কুপ্রভাব ছাত্রছাত্রীদের ওপর পড়বে বলে

> এমনিতেই বিদ্যালয়ের বারান্দায় মদের আসর বসে প্রায়রাতেই। বিদ্যালয়ে আসার পর নানারকম নেশার জিনিস পরিষ্কার করি। বিদ্যালয় থেকে প্রায় পৌনে ২০০ মিটার দূরেই ওই দোকান হওয়ার কথা। ফলে সমস্যা বাড়বে।
>
> **অভিজিৎ সরকার** *উমাচরণপুর জুনিয়ার হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক*

তাঁর আশঙ্কা। উমাচরণপুর জুনিয়ার হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক অভিজিতের অভিযোগ, ‘এমনিতেই বিদ্যালয়ের বারান্দায় মদের আসর বসে প্রায় রাতেই। বিদ্যালয়ে আসার পর নানারকম নেশার জিনিস পরিষ্কার করি। বিদ্যালয় থেকে প্রায় পৌনে ২০০ মিটার দূরেই ওই দোকান হওয়ার কথা। ফলে সমস্যা বাড়বে।’ জীবন থাকতে নয় মাইল বাসস্ট্যান্ডে মদের দোকান খুলতে দেবেন না বলে জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দা জাহিরুদ্দিন মিয়াঁ। এর জন্য যতদূর যেতে হয় তাঁরা যাবেন। প্রয়োজনে দলবদ্ধভাবে আন্দোলনও করবেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

অসুস্থ বিজেপি কর্মী

কামাখ্যাগুড়ি, ২১ জুলাই : সোমবার উত্তরকন্যা অভিযানে গিয়ে কুমারগ্রাম ব্লকের কামাখ্যাগুড়ির এক বিজেপি কর্মী অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ওই বিজেপি কর্মীর নাম নয়ন সরকার। অসুস্থ হয়ে পড়ায় আলিপুরদুয়ার জেলার নেতারা তৎক্ষণাৎ তাঁকে শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর নয়নকে ছেড়ে দেওয়া হয়। ওই নার্সিংহোম সূত্রে জানা গিয়েছে, নয়ন গরমে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তবে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তিনি সুস্থ হয়ে উঠেছেন। নয়ন অসুস্থ হওয়ার পরে বিজেপির আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি মিঠু দাস, জেলা সম্পাদক বিপ্লব দাস সহ বেশ কয়েকজন নেতাও সরাসরি নার্সিংহোমে যান। পরে তাঁর সুস্থতার খবরে বিজেপির নেতা-কর্মীরাও স্বস্তি পান। মিঠু দাস জানান, গরমে নয়ন অসুস্থ হয়ে পড়ায় তৎক্ষণাৎ তাঁকে নার্সিংহোমে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

নজরদারি নিয়ে অভিযোগ

লুকিয়ে প্রবেশ ভুটানঘাটে

রাজু সাহা

শামুকতলা, ২১ জুলাই : ভুটানঘাট যাওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। অথচ বাইক নিয়ে জঙ্গলপথে প্রায় প্রতিদিনই প্রচুর লোকজন ঢুকে পড়ছেন ভুটানঘাটে। অভিযোগ, বন দপ্তরের ঢিলেঢালা নজরদারির কারণেই এটা হচ্ছে। সম্প্রতি চার কিশোর ভুটানঘাটে ঘুরতে গিয়ে তাদের মধ্যে একজনের রায়ডাক নদীতে তলিয়ে যাওয়ার ঘটনা সেটাই প্রমাণ করে।

নিখোঁজ হওয়ার দুই সপ্তাহ পর ওই কিশোরের দেহ উদ্ধার হয়েছে ঘটনাস্থল থেকে রায়ডাক নদীর ১৫ কিমি দূরে। পর্যটকদের একাংশের অভিযোগ, পর্যটকরা ভুটানঘাট যেতে চাইলেই নিষেধাজ্ঞার কথা বলে তাঁদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু বন দপ্তরের স্থানীয় আধিকারিকদের পরিচিত বা ‘কাছের লোক’ হলেই মেলে ভুটানঘাটে যাওয়ার অনুমতি।

আলিপুরদুয়ারের নিতাই মোদক বলেন, ‘ভুটানঘাট যাওয়ার জন্য কর্তিকা বন দপ্তরের অফিসে গিয়ে বনকর্তাদের কাছে অনেকবার অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু অনুমতি মেলেনি। অথচ আমারই এলাকার একদল তরুণ সেদিনই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভুটানঘাটে ঘুরে আসার ছবি পোস্ট করল। ওরা কী করে গেল?’ আক্ষেপের সুর শোনা গেল ডুয়ার্সে আসা কলকাতার উত্তম দে’র গলাতেও। তাঁর অভিযোগ, ‘প্রতিবার ডুয়ার্সে এসে ভুটানঘাটে যেতে পারি না। কিন্তু লোকজন কিন্তু প্রায়ই সেখানে যাচ্ছে।’

ভুটানঘাটে যাওয়ার ক্ষেত্রে এত বিধিনিষেধের কারণ কী? বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের বাফার জোনের মধ্যে পড়েছে ভুটানঘাট। ওই এলাকায় চিতাবাঘের পায়ের ছাপও দেখা গিয়েছে। সেকারণে ডুয়ার্সের অন্যতম পর্যটনকেন্দ্র ভুটানঘাট পর্যটকদের জন্য সরকারি নির্দেশে বন্ধ করে রাখা হয়েছে। ভুটানঘাটের মূল আকর্ষণ তেরঙ্গা পাহাড়। সেই টানে লুকিয়ে চোরাপথে অনেকেই ঢুকে পড়ছেন ভুটানঘাটে। স্থানীয়দের কথায়, নজরদারি থাকলে ওই চার কিশোর কী করে ভুটানঘাটে যেতে পারল? আর কী করেই বা রায়ডাক নদীতে স্নান করার সুযোগ পেল? ভুটানঘাটে যাতায়াতের ক্ষেত্রে নজরদারি বাড়ানোর দাবি উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে। এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, অনেকেই বাইক নিয়ে জঙ্গলের পথ দিয়ে ঢুকে পড়ছেন। কুমারগ্রামের বিধায়ক মনোজকুমার ওরাওঁ বন দপ্তরের দিকেই আঙুল তুললেন। তাঁর কথায়, ‘বন দপ্তরের ঠিকঠাক নজরদারি থাকলে এরকম একটি তরতাজা কিশোরের প্রাণ এভাবে নষ্ট হত না।’

শামুকতলা থানার ওসি বিশ্বজিৎ দে বলেন, ‘ভুটানঘাটে নজরদারির বিষয়টি বন দপ্তরই দেখে থাকে। আমাদের সহযোগিতা চাইলে আমরা সেইমতো সহযোগিতা করে থাকি।’

সাবেক ছিটে চুরি

দিনহাটা, ২১ জুলাই : দিনহাটা ২ নম্বর ব্লকের সাবেক ছিটমহল পশ্চিম বাকালির ছড়া এলাকায় রবিবার গভীর রাতে ১৮ লক্ষ টাকার যন্ত্রাংশ নিয়ে পালাল দুষ্কৃতীরা। এরমধ্যে তিন লক্ষ টাকার সাধারণ যন্ত্রাংশ রয়েছে। পাশাপাশি ১৫ লক্ষ টাকার সৌরবিদ্যুৎচালিত যন্ত্রাংশও রয়েছে। এই প্রসঙ্গে পশ্চিম বাকালির ছড়া পঞ্চায়েত সদস্য আনন্দ ওরাওঁ বলেন, ‘বিষয়টি নিয়ে আমরা চিন্তিত। আমরা সাহেবগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করব। দ্রুত দুষ্কৃতীদের যাতে ধরা হয়, সেই

যন্ত্রাংশ নিয়ে পালাল দুষ্কৃতীরা।

আবেদনও জানাব।’

সোমবার পশ্চিম বাকালির ছড়া এলাকার বাসিন্দা মদনমোহন রায় বলেন, ‘আমাদের আশপাশের জমিগুলোতে সেচের জন্য সৌরবিদ্যুৎচালিত মোটরগুলির ওপরই নির্ভর করতে হয়। এখন এই যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় আমরা বড় সমস্যায় পড়লাম।’ গ্রামের আরেক বাসিন্দা বিমলকৃষ্ণ রায় বলেন, ‘চুরির ঘটনায় চাষের কাজে মারাত্মক ক্ষতি হবে।’ সীমান্ত এলাকায় কড়া নিরাপত্তা থাকা সত্ত্বেও কীভাবে এত বড় চুরির ঘটনা ঘটল, তা নিয়ে চিন্তায় রয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা।

ট্রাফিক সচেতনতা

আলিপুরদুয়ার, ২১ জুলাই : ডাবল হেলমেট নিয়ে এবার কড়া পদক্ষেপ করল ট্রাফিক পুলিশ। সোমবার সন্ধ্যায় আলিপুরদুয়ার শহরের দমকলকেন্দ্রের সামনে বিশেষ নাকা চেকিং করে অভিযান চালানো হয়। একের পর এক বাইক থামিয়ে যাত্রী ও চালকের হেলমেট পরা নিশ্চিত করা হয়েছে। ট্রাফিক ওসি মনজয় দত্ত বলেন, ‘ডাবল হেলমেট নিয়ে মূলত আজকের অভিযান। এখনও অনেকেই নিয়মটি জানেন না। তাই আগামী ১ মাস এবিষয়ে সচেতনতা চালানো হবে। তারপরও কেউ না মানলে জরিমানা করা হবে।’

ছিনতাইয়ে ধৃত

আলিপুরদুয়ার, ২১ জুলাই : স্টেশন চত্বরে মোবাইল ও সোনার হার ছিনতাই। সোমবার আলিপুরদুয়ার জংশনের শান্তি কলোনি থেকে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতের নাম যশো আলি। তাঁকে আদালতে তোলা হলে বিচারক জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। ঘটনাটি ঘটেছিল ৬ জুলাই। সময় তখন রাত প্রায় দেড়টা। আলিপুরদুয়ারের হ্যামিল্টনগঞ্জের বাসিন্দা কিরণপ্রসাদ কালওয়ার তাঁর ছয় বছরের ছেলেকে নিয়ে আলিপুরদুয়ার ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস থেকে নেমে স্টেশনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর ছয় বছরের ছেলের হাতে ছিল মোবাইল। ধৃত সেসময় সুযোগ বুঝে শিশুটির হাত থেকে মোবাইল ও গলার সোনার হার ছিনিয়ে চম্পট দেন। ঘটনার পর কিরণদেবী রেল পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন। পরে পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে।

ফালাকাটায় শ্রাবণীর স্নান বুড়িতোর্ষায়

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ২১ জুলাই : ফালাকাটার কালীপুরে কৈলাসপতি দলের শিবমন্দিরে রবিবার রাতে পুজো হয়। প্রায় ৪০ বছর ধরে শ্রাবণ মাসের প্রথম তিথিতে এখানে পুজো হয়। রাতে পুজোর পর চরতোর্ষা নদীতে শ্রাবণীর স্নান সেরে নেন ভক্তরা। এতদিন ধরে এটিই হয়ে এসেছে। কিন্তু এবার রবিবার রাতে চরতোর্ষায় কোনও ভক্ত স্নান করতে পারেননি। কারণ, নদীতে বইছে ঘোলাটে জল। স্থানীয়দের দাবি, ভুটান পাহাড়ে ভারী বৃষ্টির কারণে ডলোমাইট মিশ্রিত জল বইছে চরতোর্ষা দিয়ে। এছাড়া সেখানে মহাসড়কের পাকা সেতুর কাজও চলছে। তাই রবিবার রাতে বাধ্য হয়ে ভক্তরা শ্রাবণীর স্নান সারেন কম জল থাকা বুড়িতোর্ষা নদীতে। পরে সেই নদীর জলই শিবের মাথায় ঢালা হয়।

কৈলাসপতি দলের প্রতিনিধি মণীন্দ্র সরকারের কথায়, ‘এবার নদী নিয়ে আমরা সমস্যায় পড়লাম। প্রতিবছর ভক্তরা চরতোর্ষা নদীতেই স্নান করে শিবের মাথায় জল ঢালেন। কিন্তু সেখানকার জল এবার এতটাই ঘোলাটে যে স্নান করা যাচ্ছে না।’

সুশীল বালো নামে অপর এক প্রতিনিধি জানালেন, ঘোলাটে জলের পাশাপাশি চরতোর্ষা নদীতে স্নানের ঘাট নেই। ওখানে মহাসড়কের পাকা সেতুর কাজ চলছে, পড়ে রয়েছে নির্মাণ সামগ্রী। তাই স্নানের ঝুঁকি

চরতোর্ষাতে ডলোমাইট মিশ্রিত ঘোলা জলে এবার শ্রাবণীর স্নান হয়নি।

নেওয়া যায়নি। এজন্য রাত একটা থেকে দুইটার মধ্যে বুড়িতোর্ষা নদীতেই ভক্তরা স্নান করেছেন।

ভক্তরা প্রথমে ঘোলাটে জলের বিষয়টি বুঝতে পারেননি। এলাকার তরুণ ও মাঝবয়সিরা গেরুয়া পোশাক পরে প্রথমে শিবমন্দিরে আসেন। তারপর রাতে দল বেঁধে হেঁটে চলে যান চরতোর্ষা নদীতে। মন্দির থেকে নদীর দূরত্ব প্রায় ২ কিমি। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখেন জলের রং ঘোলাটে। শিবভক্ত বিমলকুমার বর্মনের কথায়, ‘পাকা সেতুর জন্য ঘাট না থাকলেও নদীতে নেমে স্নান করা যেত। কিন্তু ঘোলাটে জল দেখে নদীতে স্নান করার সাহস হয়নি। কারণ, এই ঘোলাটে জলে স্নান করলে ত্বকের রোগ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই সেখান থেকে ফিরে আসা হয়।’ তবে মন্দির থেকে পূর্ব দিকে কিছুটা কাছে এক কিমি দূরে রয়েছে বুড়িতোর্ষা নদী। কিন্তু এই নদীতে শ্রাবণী স্নান আগে হয়নি। স্থানীয়রা বলেছেন, বুড়িতোর্ষা এখন মরা নদী। নদীর নাব্যতা একেবারেই কম। আর শ্রাবণ মাসে বিস্তীর্ণ এলাকার মাঠের জল এই নদী দিয়ে বয়ে যায়। কিন্তু এবার বিকল্প উপায় ছিল না।

পশ্চিম কাঁঠালবাড়ির শিবভক্ত রবীন সরকার বলছেন, ‘এবার বাধ্য হয়ে বুড়িতোর্ষা নদীতে স্নান করা হয়েছে। এই নদীতে জল কম ছিল। তবে চরতোর্ষার মতো ঘোলাটে জল ছিল না। পরে এখান থেকে জল নিয়ে শিবের মাথায় ঢালা হয়।’

কালীপুরের পঞ্চায়েত সদস্য অনীমা সরকার বলেন, ‘চরতোর্ষা হল খরস্রোতা নদী। ভুটান পাহাড়ে ভারী বৃষ্টি হলেই এই নদীতে জল বাড়ে। আর কখনও ভুটান পাহাড়ের ডলোমাইট জলের সঙ্গে মিশে চলে আসে। তাই শিবভক্তরা ঘোলাটে জলে স্নান না করে ভালোই করেছেন।’

অভিযোগ উঠলেও ‘ছাড়’ পান মহাজনরা

ভেজালে ছয়লাপ

ভেজাল নুনের কারবারের কথা জানাজানি হতেই ফালাকাটাজুড়ে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। খুচরো বিক্রেতারা নুন, তেল বিক্রির আগে বারবার দেখে নিচ্ছেন। খদ্দেররাও কেনাকাটার আগে সন্দিহান। নাগরিকদের দাবি, প্রশাসনের উচিত মাঝেমধ্যেই অভিযান করা।

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ২১ জুলাই : এর আগে ভেজাল প্রসাধনীর কারবারের সঙ্গে নাম জড়িয়েছে ফালাকাটা শহরের। এবারে তো ভেজাল নুন নিয়ে হইচই। এছাড়াও কখনও মাদকের কারবার, কখনও সিডেটিভ ড্রাগস পাচারের কেন্দ্র হিসেবেও উঠে এসেছে ফালাকাটার নাম।

নুনের ঘটনার ক্ষেত্রে তো বলা হচ্ছে, ফালাকাটাকে কেন্দ্র করেই সেই নুন ছড়িয়ে পড়েছিল উত্তরবঙ্গে। কিন্তু কেন বারবার বিভিন্ন অবৈধ কারবারে যুক্ত হয়ে পড়ছে ফালাকাটার নাম? পুলিশ প্রশাসন দাবি করেছে, এর জন্য দায়ী ফালাকাটা শহরের ভৌগোলিক অবস্থান।

ফালাকাটা থানার আইসি অভিষেক ভট্টাচার্যের কথায়, ‘জেলার অন্যতম বড় ব্যবসায়িক কেন্দ্র ফালাকাটা। এই শহরকে কেন্দ্র করেই অসম, ভুটানের মতো রাজ্যগুলির পাশাপাশি আশপাশের জেলাগুলিতে ব্যবসা হয়। তাই ব্যবসার বৃহৎ অঞ্চলকে হাতে রাখতেই অনেকে অবৈধ কারবারে যুক্ত হয়ে পড়ছে।’ তবে পুলিশের দাবি, তারাও সজাগ রয়েছে। অনেক সময় অভিযোগ না পেলেও পুলিশ নানান অবৈধ কারবারের বিরুদ্ধে অভিযান করছে।

এমনিতেই ফালাকাটা কৃষিসমৃদ্ধ এলাকা। তার ওপর এখানে ব্যবসায় মোটা টাকার হাতবদল হয়। বিভিন্ন রাজ্য থেকে ট্রেনের রেকে মালপত্র আসে ফালাকাটায়। ভুটানের অনেক ব্যবসায়ী ফালাকাটা থেকে জিনিসপত্র ক্রয় করেন। পাশাপাশি কোচবিহার, জলপাইগুড়ির বিস্তীর্ণ এলাকার বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীদের একটা অংশও ফালাকাটা থেকে জিনিসপত্র কেনাকাটা করেন। আসেন অসমের ব্যবসায়ীরাও। ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, শহরে রোজ ৮ থেকে ১০ কোটি টাকার ওপরে ব্যবসা হয়। এত টাকা লেনদেনের সুযোগ নিয়েই এখানে ভেজালের কারবারের রমরমা।

ফালাকাটা ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক নান্টু তালুকদার অবশ্য বলছেন, ‘কেউ ভেজাল কারবার করছেন কি না তা দেখার দায়িত্ব প্রশাসনের। তবে আমরাও সমিতির পক্ষ থেকে সব ব্যবসায়ীকেই স্বচ্ছতা রেখে ব্যবসা করার অনুরোধ করেছি।’

ফালাকাটাতেই আছে শতাব্দীপ্রাচীন হাট। আছে নেতাজি রোড, মেইন রোডের মতো ব্যবসায়িক কেন্দ্র। বৃহৎ এই বাজারকে কেন্দ্র করে কয়েক হাজার ব্যবসায়ী কেউ পাইকারি তো কেউ খুচরো ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। তবে ফালাকাটার কিছু অসাধু ব্যবসায়ী অসৎ পথ বেছে নিয়ে নানান ভেজাল জিনিসপত্রের রমরমা ব্যবসা ফেঁদে বসেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

ভেজাল প্রসাধনী বা নুনের কারবারের বিরুদ্ধে পুলিশ অভিযান করলেও অসাধু

ব্যবসায়ীদের কড়া শাস্তি হচ্ছে বলে শোনা যায়নি। বারবার তাঁরা ছাড়া পেয়ে যান। আর এর পিছনে নাকি মোটা অঙ্কের টাকার খেলা চলে। এই ভেজালের কারবারে ফালাকাটার কয়েকজন ব্যবসায়ী খুব অল্প সময়ের মধ্যেই নাকি বিত্তবান হয়ে উঠেছেন। বিশেষ করে হাটখোলা এবং সংলগ্ন এলাকার কয়েকজন পাইকারি ব্যবসায়ীর নাকি মাত্র কয়েক বছরেই আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে।

অভিযোগ, তাঁদের সঙ্গে প্রশাসনের এক শ্রেণির আধিকারিকের ভালো যোগাযোগ রয়েছে। তাই ভেজাল জিনিসপত্র সহ ধরা পড়লেও তাঁরা ছাড়া পেয়ে যান।

ফালাকাটা শহরের এক বড় মুদিখানার সামগ্রীর ব্যবসায়ী বলেন, ‘আমরা মহজনদের থেকে কিনে খুচরো বিক্রি করি। কোনও কিছু ভেজাল বের হলে তার কৈফিয়ত খদ্দেরকে আমাদের দিতে হয়। কিন্তু মহাজনদের কিছু হয় না। তাঁদের গোডাউনে অনেক কারবার চলে, সেগুলি নিয়ে প্রশাসন ব্যবস্থা নেয় না।’

ব্যবসার কেন্দ্র

- এখানে ব্যবসায় মোটা টাকার হাতবদল হয়
- বিভিন্ন রাজ্য থেকে রেকে মালপত্র আসে ফালাকাটায়
- ভুটানের অনেক ব্যবসায়ী ফালাকাটা থেকে জিনিসপত্র ক্রয় করেন
- কোচবিহার, জলপাইগুড়ির বিস্তীর্ণ এলাকার বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীদের একটা অংশও কেনাকাটা করেন
- আসেন অসমের ব্যবসায়ীরাও
- শহরে রোজ ৮ থেকে ১০ কোটি টাকার ওপরে ব্যবসা হয়

খানাখন্দে ভরা রাস্তায় দুর্ভোগ যাত্রীদের

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ২১ জুলাই : মাদারিহাটের ছেকামারি, মধ্য খয়েরবাড়ি, মুজনাই প্রধাননগর ও মেঘনাদ সাহা নগরের বাসিন্দাদের মাদারিহাট গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে আসার গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটি ২০১৮ সালে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদ থেকে তৈরি করা হয়েছিল। তিন বছর মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর থেকে রাস্তাটি বেহাল হতে শুরু করে। আর এখন পরিস্থিতি এতটাই খারাপ যে গোটা রাস্তাটি খানাখন্দে ভরে গিয়েছে। যানবাহন চলাচল তো দূরের কথা, পায়ে হেঁটেও চলাচল করতে সমস্যায় পড়ছেন এলাকার মানুষ। আর এই রাস্তাটি এতগুলি গ্রামের লাইফলাইন।

মাদারিহাট ছেকামারির বাসিন্দা প্রসেনজিৎ শেবের কথায়, ‘প্রায় ৭ বছর আগে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদ থেকে এই রাস্তাটি তৈরি করা হয়েছিল। দীর্ঘদিন ধরে মেরামত না হওয়ায় বর্তমানে বড় বড় গর্তে ভরে গিয়েছে গোটা রাস্তা। অবিলম্বে রাস্তাটি মেরামত করা উচিত প্রশাসনের।’

এই প্রসঙ্গে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের ভাইস চেয়ারম্যান মৃদুল গোস্বামীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, এই রাস্তার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে অনেকদিন আগেই। রাস্তাটি পূর্ণ মেরামত করার জন্য উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহকে জানানো হবে।

মুজনাই চা বাগানের প্রচুর শ্রমিক এই রাস্তা দিয়ে কয়েকটি পিকআপ ভ্যানে অন্য চা বাগানের কাজে প্রতিদিন যাতায়াত করেন। মহিলা শ্রমিকদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি থাকে। গাড়িগুলি দুলতে দুলতে যাতায়াত করে। বিকল্প রাস্তা না থাকায় এই রাস্তা দিয়েই ঝুঁকি নিয়ে তাঁরা যাতায়াত করেন। একটি হাইস্কুল ও একটি জুনিয়ার হাইস্কুলের পড়ুয়ারাও রাস্তাটি ব্যবহার করে।

রাস্তার বেহাল দশা নিয়ে মাদারিহাট প্রধাননগরের টোটোচালক উত্তম দাসের প্রতিক্রিয়া, ‘টোটোতে যাত্রী তুলে ঝুঁকি নিয়ে একের পর এক গর্ত পার করি। কখন যে টোটো উলটে বিপদে পড়ব ভেবে চিন্তায় থাকি। প্রায় ৮ কিলোমিটার দীর্ঘ গোটা রাস্তাটিরই বেহাল অবস্থা।’

সাঁকোতে আটকে থাকা কচুরিপানা সরাচ্ছেন স্থানীয়রা। সোমবার পলাশবাড়িতে।

দিনমজুরি ছেড়ে স্বেচ্ছাশ্রমে

সাঁকো বাঁচাতে বাবলুরা সরালেন কচুরিপানা

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ২১ জুলাই : বাবলু মুন্ডা, টুকলু মুন্ডারা রোজ চাষের জমিতে দিনমজুরি করেন। কিন্তু সোমবার তাঁরা জমির কাজে যাননি। কারণ, যাতায়াতের পথে থাকা দীর্ঘ বাঁশের সাঁকোর নীচে আটকে গিয়েছে প্রচুর কচুরিপানা। শনিবার ও রবিবারের বৃষ্টিতে বিভিন্ন জায়গা থেকে কচুরিপানা ভেসে এসেছে পলাশবাড়ির সনজয় নদীতে। আর এই নদীতে থাকা পশ্চিম কাঁঠালবাড়ি গ্রামের বাঁশের সাঁকোয় আটকে যায় কচুরিপানা। এই জঞ্জালের চাপে যখন-তখন সাঁকো ভেঙে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন গ্রামবাসী। তাই এলাকার বাসিন্দারা তাঁদের কাজ বাদ দিয়ে এদিন কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় কচুরিপানা পরিষ্কার করেন। বিকেল থেকে সাঁকো ভাঙার দুশ্চিন্তা দূর হয় তাঁদের মন থেকে।

পলাশবাড়ি বাসস্ট্যান্ডের কিছুটা উত্তরদিকেই সনজয় নদীর উপর রয়েছে দীর্ঘ সাঁকোটি। এই সাঁকোর ওপর দিয়ে পশ্চিম কাঁঠালবাড়ি, কানাঘাই, জোড়াপুল, পলাশবাড়ির মানুষ যাতায়াত করেন। কিন্তু প্রতি বর্ষায় সাঁকোটি ভেঙে যায়। বর্ষার পর সেটি আবার পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে তৈরি করা হয়। তবে এখানে পাকা সেতুর দাবি দীর্ঘদিনের। এখনও অবশ্য সেই দাবি পূরণ হয়নি।

স্থানীয় তরুণ সুশান্ত বর্মনের বক্তব্য, ‘প্রতিটি নির্বাচনের আগে প্রশাসন থেকে জনপ্রতিনিধি সবাই এখানে পাকা সেতু তৈরির আশ্বাস দেন। কিন্তু ভোট শেষ হলেই সবাই তা ভুলে যান। তাই এখনও আমরা পাকা সেতু পেলাম না।’ এলাকাবাসীর কথা ভেবে তিনিও কচুরিপানা সরাতে সাহায্য করেন। যদিও পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান কমলেশ্বর বর্মন বলেন, ‘ওখানে পাকা সেতু হোক, এটা আমরাও চাই। আমাদের তরফে প্রশাসনের উপরমহলে সেই দাবি বারবার পাঠানো হয়েছে।’

সাঁকো ভাঙলে বিস্তীর্ণ এলাকার হাজার হাজার কৃষক, ব্যবসায়ী, ছাত্রছাত্রীদের ভোগান্তিতে পড়তে হয়। তখন ৪-৫ কিমি ঘুরপথে বাসিন্দাদের যাতায়াত করতে হয়। সে কথা ভেবেই এদিন কচুরিপানা পরিষ্কারের কাজে নেমে পড়েন এলাকাবাসী। সাঁতার জানেন এমন কেউ যেমন নদীতে নেমে পড়েন। আবার অনেকে বাঁশ দিয়ে সাঁকোর ওপর দাঁড়িয়ে কচুরিপানা সরিয়ে দেন। বাবলুর কথায়, ‘রোজ দিনমজুরি করি। একদিন কাজ করলে ৩৫০-৪০০ টাকা উপার্জন হয়। কিন্তু বর্ষাকালে আমাদের দুশ্চিন্তা হয় এই বাঁশের সাঁকো নিয়ে। কারণ, এটি ভেঙে গেলে অনেকটা ঘুরপথে যাতায়াত করতে হয়। তাই এদিন নদীতে নেমে পড়ি।’

একদিন কাজে না যাওয়ায় কিছুটা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন টুকলু। তবে আপাতত তাঁর সাঁকো ভাঙার দুশ্চিন্তা দূর হয়েছে বলে জানালেন। এদিন কাজ বাদ দিয়ে কচুরিপানা সরানোর কাজে হাত লাগিয়েছিলেন মোরা মুন্ডা, টোপে মুন্ডা, অমূল্য বর্মন, ধনেশ বর্মনরা। তাঁরাও একই কথা জানালেন।

সমস্যা যেখানে

- শনিবার ও রবিবারের বৃষ্টিতে বিভিন্ন জায়গা থেকে কচুরিপানা ভেসে এসেছে পলাশবাড়ির সনজয় নদীতে
- এই নদীতে থাকা পশ্চিম কাঁঠালবাড়ি গ্রামের বাঁশের সাঁকোয় আটকে যায় কচুরিপানা
- এই জঞ্জালের চাপে যখন-তখন সাঁকো ভেঙে যেতে পারে বলে আশঙ্কা

টুকরো খবর

ওলটাল ট্রাক

হাসিমারা, ২১ জুলাই : ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়ের হাসিমারার কাছে ১০ নম্বর এলাকায় সোমবার সকালে পাথরবোঝাই একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে উলটে পড়ে। জখম হয়েছেন ট্রাকচালক। হাসিমারা ফাঁড়ির পুলিশ আহতকে উদ্ধার করে লতাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠায়। ভুটান থেকে পাথরবোঝাই করে ট্রাকটি হাসিমারার দিকে আসছিল। পথে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

ঝুলন্ত দেহ

বারবিশা, ২১ জুলাই : এক বৃদ্ধার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল কুমারগ্রাম ব্লকের পূর্ব শালবাড়িতে। বাড়ির লোকজন বৃদ্ধাকে দ্রুত কামাখ্যাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলেও শেষরক্ষা হয়নি। চিকিৎসক প্রমীলা সূত্রধরকে (৬৫) মৃত ঘোষণা করেন। কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির পুলিশ ময়নাতদন্তের জন্য দেহ আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

শহিদ দিবস

আলিপুরদুয়ার ও কালচিনি, ২১ জুলাই : কলকাতায় তৃণমূলের তরফে সোমবার শহিদ দিবস হিসেবে পালন করা হয়। এদিন আলিপুরদুয়ার জেলাতেও দিনটি পালন করেন স্থানীয় নেতারা। অন্যদিকে কংগ্রেসও শহরের কলেজ হল্ট এলাকায় দলের জেলা কার্যালয়ে দিনটি পালন করে। কালো পতাকা উত্তোলন করার পর শহিদদের শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানো হয়।

শ্রাবণীমেলা

শালকুমারহাট, ২১ জুলাই : সোমবার ভোরবেলা থেকে শ্রাবণীমেলা জমে ওঠে শালকুমারহাটের প্রধানপাড়া ও কলাবাড়িয়ায়। রবিবার রাতেই দুই এলাকার শিব মন্দিরে পুজো হয়। রাতেও অনেক ভক্ত ভিড় করেন। ফালাকাটা সহ নানা প্রান্তের ভক্তরা এসে স্নান করে পুজো দেন।

জলের এটিএম

বারবিশা, ২১ জুলাই : কুমারগ্রাম ব্লকে দক্ষিণ রামপুরের বর্মনপাড়ায় সোমবার উদ্বোধন হল নবনির্মিত সৌরবিদ্যুৎচালিত পানীয় জলের এটিএম। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের ৩ লক্ষাধিক টাকায় এই এটিএমটি চালু হওয়ায় খুশি বাসিন্দারা।

সেচনালা নয়, যেন ডাম্পিং গ্রাউন্ড

রাজু সাহা

শামুকতলা, ২১ জুলাই : সেচনালা যেন ডাম্পিং গ্রাউন্ড! তুরতুরি নদী থেকে সেচের জল কৃষিজমিতে নিয়ে আসার জন্য সেচনালা তৈরি করা হয়েছিল গারোখুটায়। স্বাধীনতারও আগে তৈরি এই পাঁচ কিমি সেচনালাটি কদমপুর গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত। এখন এই সেচনালা দিয়ে আর জল যায় না, পড়ে থাকছে আবর্জনা। সেচের সুবিধা থেকে বঞ্চিত এলাকার হাজার কৃষক।

শামুকতলা, বানিয়াগাঁও, বানিয়াডাবরি, পটটোলা সহ বেশ কয়েকটি গ্রামে সেচনালাগুলি ভরাট হয়ে গিয়েছে। আর এর পেছনে ‘হাত’ রয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের, অভিযোগ কৃষকদের। সেচনালায় এলাকার বাসিন্দারাই অবাধে আবর্জনা ফেলছেন। ফলে একনজরে সেটিকে দেখলে মনে হয় ডাম্পিং গ্রাউন্ড। বর্জ্য জমে জমে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। এতে পরিবেশ দূষণ ঘটছে। অন্যদিকে, এলাকাবাসীরই প্রাণ ওষ্ঠাগত হচ্ছে। সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েছেন স্থানীয় কৃষকরা।

একসময় তুরতুরি নদীর জল সেচনালা দিয়ে আশপাশের গ্রামগুলির কৃষিজমিতে পৌঁছাত। ফলে শুখা মরশুমে সেচ নিয়ে ভাবনা থাকত না চাষিদের। কিন্তু এখন আবর্জনা ফেলে জল আসার পথ প্রায় বন্ধ। এলাকার চাষি নুরসিং নার্জিনারির অভিযোগ, ‘একদিকে তুরতুরি নদীতে বাঁধ নির্মাণ না হওয়ার জন্য সেচের জল থেকে বঞ্চিত আমরা। এরপর যেভাবে সেচনালাগুলি আবর্জনা ফেলে ভরাট করা হচ্ছে, তাতে বিপদ আরও বাড়ছে।’

সেচনালায় এভাবেই জমে থাকছে আবর্জনা। -সংবাদচিত্র

> একদিকে তুরতুরি নদীতে বাঁধ নির্মাণ না হওয়ার জন্য সেচের জল থেকে বঞ্চিত আমরা। এরপরে যেভাবে সেচনালাগুলি আবর্জনা ফেলে ভরাট করা হচ্ছে, তাতে বিপদ আরও বাড়ছে।
>
> **নুরসিং নার্জিনারি**
> *স্থানীয় চাষি*

পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরে সেচনালা সংস্কারও করা হয় না বলে অভিযোগ। এই অভ্যাস পরিবর্তন না হলে আগামীতে সেচনালার কোনও অস্তিত্ব থাকবে না বলে আশঙ্কা কৃষকদের। আরেক স্থানীয় কৃষক রতন দেবনাথ বললেন, ‘নদীর জল ওই সেচনালা দিয়ে এলে জমিতে দেওয়া হত। কিন্তু সেচনালাগুলোর অবস্থা শোচনীয়। অবিলম্বে সেগুলো সংস্কার করা ভীষণ প্রয়োজন।’

এ ব্যাপারে আলিপুরদুয়ার-২ এর বিডিও নিমা শেরিং শেরপা জানান, তাঁর কাছে এ ব্যাপারে কেউ কোনওদিন লিখিত অভিযোগ জানাননি। তাঁর কথায়, ‘লিখিত অভিযোগ না পেলেও খুব তাড়াতাড়ি স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে। তারপর খোঁজখবর নিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করব।’ সেচনালা সংস্কার এবং সেখানে আবর্জনা যাতে আর না ফেলা হয়, সে বিষয়ে এলাকাবাসীকে সচেতন করা হবে বলে আশ্বাস দিলেন বিডিও।

প্রযুক্তি সপ্তাহ

ফালাকাটা, ২১ জুলাই : ফালাকাটা ব্লক কৃষি দপ্তর ও অ্যাগ্রিকালচার টেকনলজি ম্যানেজমেন্ট এজেন্সি (আতমা)-র উদ্যোগে সোমবার থেকে শুরু হল প্রযুক্তি সপ্তাহ উদযাপন। সম্প্রতি ব্লকের খাউচাঁদপাড়ায় ২৫ জন কৃষককে নিয়ে একটি খামার বিদ্যালয় চালু হয়। যন্ত্রের সাহায্যে কীভাবে অল্প খরচে চাষিরা আমন ধান রোপণ করতে পারবেন, সেই ব্যাপারে চাষিদের প্রশিক্ষণ দেন ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তা সুপ্রিয় বিশ্বাস।

প্রস্তুতি সভা

ফালাকাটা, ২১ জুলাই : ১৭ অগাস্ট হিন্দু জাগরণ মঞ্চের উদ্যোগে ফালাকাটার শিশাগোড়ে হিন্দু সনাতনী ঐক্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এজন্য সোমবার সন্ধ্যায় শিশাগোড়ের চরতোর্ষা রাজ্য পরিকল্পিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে প্রস্তুতি সভা করা হয়। ইতিমধ্যে ওই স্কুল মাঠের পাশে সংগঠনের কার্যালয় খোলা হয়েছে। তোরণ তৈরি হয়েছে।

সেতু ঢালাই

পলাশবাড়ি, ২১ জুলাই : পলাশবাড়ির সনজয় নদীর ওপর মহাসড়কের পাকা সেতুর ঢালাই সম্পন্ন হল সোমবার। এরপর খুব তাড়াতাড়ি এই সেতু দিয়ে যাতায়াত শুরু হবে। এখনও হিউমপাইপের ডাইভারশন দিয়ে যাতায়াত চলছে। কিন্তু ভারী বৃষ্টি হলে সেই ডাইভারশন যখন-তখন ভেঙে যেতে পারে।

মন ডুবে ফোনে।। ক্রান্তির কাঠামবাড়িতে ছবিটি তুলেছেন প্রদীপকুমার রায়।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

তরুণীকে কুপ্রস্তাব

আলিপুরদুয়ার, ২১ জুলাই : তরুণী শিক্ষাকর্মীকে কুপ্রস্তাব দেওয়ার অভিযোগ উঠল একজনের বিরুদ্ধে। অভিযোগ তুলেছেন আলিপুরদুয়ার শহরের একটি হাইস্কুলের শিক্ষাকর্মী। তরুণীর অভিযোগ, নরেন চক্রবর্তী নামে এক ব্যক্তি ফোনে তাঁকে কুপ্রস্তাব দিয়েছেন। সোমবার আলিপুরদুয়ার সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি। তরুণীর কথায়, ‘ওই অভিযুক্ত আমাকে ফোন করে কুপ্রস্তাব দিয়েছে। এমনকি প্রাণে মারারও হুমকি দেয়।’ আলিপুরদুয়ার সাইবার ক্রাইম থানা জানিয়েছে, তদন্ত শুরু হয়েছে।

ধিক্কার মিছিল

আলিপুরদুয়ার ও ফালাকাটা, ২১ জুলাই : দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর হেনস্তার প্রতিবাদে সোমবার ফালাকাটায় ধিক্কার মিছিল করল সিপিএম। এদিন সিপিএমের ফালাকাটা-১ নম্বর এরিয়া কমিটির তরফে এই মিছিল করা হয়। আলিপুরদুয়ার জেলা কংগ্রেসও একই ইস্যুতে বিক্ষোভ দেখায় ডুয়ার্সকন্যার সামনে। আলিপুরদুয়ার শহরের কলেজ হল্টে জেলা কংগ্রেস, ছাত্র পরিষদ এবং আইএনটিইউসি যৌথভাবে পথসভা করে।

প্রত্যাহার

মাদারিহাট, ২১ জুলাই : ১৭ জুলাই মাদারিহাটের মধ্য খয়েরবাড়ির গোপাল তামাং বিডিওকে অভিযোগ জানান স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য আমিনুর ইসলাম তাঁর থেকে কাটমানি চাইছেন। কাটমানি না দিলে নাকি গোপাল আবাসের দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পাবেন না। সোমবার গোপাল সেই অভিযোগ প্রত্যাহার করেন। কারও চাপে এই সিদ্ধান্ত কি না, জানতে চাইলে তিনি অস্বীকার করেন। মাদারিহাটের যুগ্ম বিডিও সুমন ঝা তদন্ত করে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।

স্মারকলিপি

আলিপুরদুয়ার, ২১ জুলাই : আলিপুরদুয়ার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের দপ্তরে সোমবার একগুচ্ছ গুরুত্বপূর্ণ দাবিকে সামনে রেখে স্মারকলিপি দিল নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির জেলা শাখা। বিএলও ডিউটি থেকে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের অব্যাহতি, শিক্ষক নিয়োগ ইত্যাদি দাবি ওঠে। জেলা সম্পাদক জয়ন্ত সাহা জানান, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক দাবির বিষয়ে শুনে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

পড়ুয়াদের পুষ্টি বাড়াতে কিচেন গার্ডেনের পেঁপে

ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার, ২১ জুলাই : মিড-ডে মিলের খাবারে পুষ্টিগুণ বৃদ্ধি করতে বিভিন্ন সময় নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়। এবার খাবারের পুষ্টিগুণের কথা মাথায় রেখে অভিনব উদ্যোগ নিল জেলা উদ্যানপালন দপ্তর। আলিপুরদুয়ার জেলার সব প্রাথমিক, জুনিয়ার এবং হাইস্কুলগুলিতে পেঁপে গাছের চারা বিলি করা শুরু করল দপ্তর। সোমবার ফালাকাটায় এই কর্মসূচির সূচনা হয়।

এদিন ফালাকাটার দুটি সার্কেলে ৪৬০০টি পেঁপের চারা বিলি করা হয়েছে। মিড-ডে মিল রান্না করা ছাড়াও পাকা পেঁপে ছাত্রছাত্রীদের পুষ্টিগুণ বৃদ্ধি করতে কাজে লাগবে। আলিপুরদুয়ার জেলায় ১৭৮০টি স্কুলে প্রায় ২৬ হাজার ৫০০টি পেঁপের চারা বিলি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এসআই অফিসগুলিতে চারা পৌঁছানোর পর সোমবার থেকে গাছ বিলি করা শুরু হয়েছে। উদ্যানপালন দপ্তরের এমন উদ্যোগে বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা খুশি।

এনিয়ে আলিপুরদুয়ার জেলা উদ্যানপালন দপ্তরের অ্যাসিসট্যান্ট ডিরেক্টর দীপক সরকার বলেন, ‘আমাদের দপ্তরের পক্ষ থেকে জেলার প্রায় ১৮০০ স্কুলে উন্নতমানের পেঁপে গাছের চারা বিলি করা হচ্ছে। ছাত্রছাত্রীদের মিড-ডে মিল এবং পুষ্টির কথা মাথায় রেখেই এই উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।’

অন্যদিকে ফালাকাটার অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) রাজা ভৌমিক বলেন, ‘উদ্যানপালন দপ্তরের পক্ষ থেকে আমাদের প্রায় ২৬০০টি পেঁপের চারা দেওয়া হয়েছে। আমরা আমাদের সার্কেলের সব স্কুলে প্রায় ২০টি করে চারাগাছ বিলি করছি।

পেঁপের চারা হাতে পড়ুয়ারা। ফালাকাটায়।

এদিন বিভিন্ন স্কুল কর্তৃপক্ষের হাতে চারাগুলি তুলে দেওয়া হয়।’ এর আগে উদ্যানপালন দপ্তরের পক্ষ থেকে স্কুলগুলিতে উন্নতমানের পেঁপে গাছের চারা বিলি করার জন্য শিক্ষা দপ্তরকে প্রস্তাব পাঠানো হয়। তাঁদের দাবি, পেঁপে গাছ বড় হলে কাঁচা পেঁপে মিড-ডে মিলের রান্নায় ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়াও পাকা পেঁপে পুষ্টিগুণে ভরপুর। আহারের পর তা ফল হিসেবেও দেওয়া যেতে পারে। পেঁপে গাছ খুব দ্রুত বাড়ে এবং ফল দেয় বেশি। প্রস্তাব পাওয়ার পরে কোন কোন স্কুলে পেঁপে গাছের চারা বিলি করা হতে পারে তার একটা তালিকা উদ্যানপালন দপ্তরকে পাঠায় শিক্ষা দপ্তর।

শিক্ষা দপ্তর সূত্রে খবর, প্রতি স্কুলে অন্তত ১৫ থেকে ২০টি করে চারা বিলি করা হবে। স্কুলগুলিতে মিড-ডে-মিলের জন্য যে কিচেন গার্ডেন আছে সেখানে পেঁপের চারাগুলি বসানো হবে। এদিন ফালাকাটা জুনিয়ার বেসিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক কনকলাল সিনহা বলেন, ‘আমাদের উন্নত প্রজাতির ২০টি পেঁপের চারা বিলি করা হয়েছে। আমরা সেগুলি আমাদের কিচেন গার্ডেনে লাগিয়ে দিয়েছি। গাছগুলি দেখভালের জন্য ছাত্রছাত্রীদেরও দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।’

উদ্যোগ

- জেলার ১৭৮০টি স্কুলে প্রায় ২৬ হাজার পেঁপের চারা বিলি করার সিদ্ধান্ত
- সোমবার ফালাকাটায় দুটি সার্কেলে ৪৬০০টি পেঁপের চারা বিলি করা হয়েছে
- প্রতিটি স্কুলে প্রায় ২০টি করে চারাগাছ বিলি করা হবে বলে জানা গিয়েছে
- মিড-ডে মিলের জন্য থাকা কিচেন গার্ডেনে পেঁপের চারাগুলি বসানো হবে

উত্তরবঙ্গ সংবাদ
All 5
২২ জুলাই ২০২৫
৫

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

সোমবার ভোরে মধ্যমগ্রামে একটি পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় এক তরুণের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার বাধে। পুলিশ কিয়স্কে ভাঙচুর চালায় উত্তেজিত জনতা। প্রায় ২ ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ থাকে।

ধৃত বাংলাদেশি

বাংলাদেশি সন্দেহে রবিবার রাতে উত্তর ২৪ পরগনার স্বরূপনগরে তেঁতুলিয়া গ্রাম থেকে এক তরুণী ও প্রৌঢ়াকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ওই তরুণী বছরখানেক ধরে ওই প্রৌঢ়ার বাড়িতে থাকছিলেন।

বাইকে আগুন

সোমবার দুপুরে বীরভূমের নলহাটির আজিমগঞ্জ রেলগেটে দাঁড়িয়ে থাকা একটি বাইকে হঠাৎই আগুন ধরে যায়। তবে চালক অক্ষত থাকেন। বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর চালক স্টার্ট দিতেই আগুন ধরে।

অসীমের শপথ

হরিয়ানার রাজ্যপাল পদে শপথ নিলেন অধ্যাপক অসীম ঘোষ। গত সোমবার আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর নাম ঘোষণা করেছিলেন রাষ্ট্রপতি। তিনি বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি।

হাওয়া কাড়ার মরিয়া চেষ্টা

মঞ্চে পহেলগামের শহিদের পরিবার

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ২১ জুলাই : একুশে জুলাই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে র‍্যাম্প দিয়ে হেঁটে শহিদ মঞ্চে উঠে এলেন পহলগামে নিহত পাটুলির বিতান অধিকারীর বাবা-মা। একইসঙ্গে মঞ্চে বসলেন উধমপুরে তল্লাশিতে গিয়ে গুলির লড়াইয়ে নিহত জওয়ান ঝন্টু আলি শেখের বাবা সবুজ আলি শেখ। সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতার আগেই মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের পাশের আসনে মুখ্যমন্ত্রী বসালেন তাঁকে। কাঁদতে কাঁদতে তৃণমূল সুপ্রিমোকে জড়িয়ে ধরলেন বিতানের মা মায়া অধিকারী। পালটা জড়িয়ে ধরে মায়াকে কিছুটা সান্ত্বনা দিলেন মমতা। বিতানের বাবা বীরেশ্বর অধিকারীর পা ছুঁলেন অভিষেক। রাজনীতির আবহাওয়াটা কিছুটা বদলে গেল এই দৃশ্যে।

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বিতানের বাড়িতে গিয়ে সুর চড়িয়েছিলেন, '২৬-এর বদলে জেহাদিদের ২৬০টা মুণ্ডু চাই।' শহিদ ঝন্টু আলি শেখের বাবার হাতে ২ লক্ষ টাকাও তুলে দিয়েছিলেন তিনি। তবে দুই পরিবারের একুশে জুলাইয়ের মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রীর আমন্ত্রণে উপস্থিত হওয়া নিঃসন্দেহে হাওয়া বদলের ইঙ্গিত। রাজনৈতিক মহলের মত, শুভেন্দুর পালের হাওয়া কাড়লেন মুখ্যমন্ত্রী।

পুলিশের তরফে মুখ্যমন্ত্রীর আমন্ত্রণপত্র মেনে এদিন সকালে নদিয়া থেকে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে আসেন সবুজ। সভা শেষে তিনি জানালেন, 'খুব খাতির করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। আমাদের পাশে থাকার বার্তাও দিয়েছেন।' এদিন দুই পরিবারের হাতেই একলক্ষ টাকা করে তুলে দিয়েছেন মমতা। তিনি জানিয়েছেন, দলীয় কর্মীদের প্রত্যেকে এক টাকা করে অনুদান দিয়ে এই টাকা তুলে দেওয়া হয়েছে।

২০০১ সালে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগদান করেছিলেন নদিয়ার ঝন্টু। পরিবারের একমাত্র রোজগেরে সদস্য ছিলেন তিনি। এদিন মমতার সাহায্য কিছুটা স্বস্তি দিয়েছে পরিবারে। গত ৬ মে মুর্শিদাবাদ সফরে গিয়ে ঝন্টুর স্ত্রীকে ১০ লক্ষ টাকার আর্থিক ক্ষতিপূরণ ও হোমগার্ডের চাকরি দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

বিতানের পরিবারকে এককালীন ১০ লক্ষ টাকা দেওয়ার ঘোষণা করেছিলেন নবান্ন থেকে। বিতানের বাবার নামে মাসিক ১০ হাজার টাকার পেনশন ফান্ড দেওয়ার ঘোষণাও করা হয়েছিল। বিতানের সন্তানের পড়াশোনার খরচের সম্পূর্ণ দায়িত্ব অবশ্য নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন শুভেন্দু। কাশ্মীর থেকে ফিরে কলকাতা বিমানবন্দরে শুভেন্দুর দিকে তাকিয়ে বিতানের স্ত্রী সোহিনী অধিকারী কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলেন, 'আমার স্বামী আপনাদের খুব মানত। আপনার ভরসাতেই এখানে ফিরেছি।'

সোমবার সোহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে পরিবারের সাক্ষাৎ নিয়ে মন্তব্য করতে চাননি। তিনি বলেন, 'আমি অসুস্থ। এই বিষয়ে মন্তব্য করতে পারব না। ধন্যবাদ।' মঞ্চে উঠে শহিদ পরিবারকে শ্রদ্ধা জানানোর বার্তা প্রথমেই দেন মমতা। জঙ্গি হামলায় মৃত্যু নিয়ে শুভেন্দু সহ সমগ্র বিজেপি যে হিন্দুত্বের জিগির তুলে ধরেছিলেন, তা মমতার হাত ধরেই খানিকটা ম্রিয়মাণ হল একুশের মঞ্চে। এখন দেখার, নির্বাচনে এর কি প্রভাব পড়ে।

ধর্মতলায় জনজোয়ার। সোমবার ২১ জুলাইয়ের সভা।

মমতা এবং অভিষেকের সঙ্গে নিহত বিতান অধিকারীর বাবা-মা। রয়েছেন প্রয়াত জওয়ান ঝন্টু আলি শেখের বাবাও।

গরমে অসুস্থ চার নেতা

কলকাতা, ২১ জুলাই : শহিদ মঞ্চে অভিষেকের বক্তব্য তখন সবে শেষ। অচৈতন্য হয়ে পড়লেন বর্ধমান-দুর্গাপুরের সাংসদ কীর্তি আজাদ। তড়িঘড়ি অ্যাম্বুল্যান্সে করে তাঁকে সভাস্থলের বাইরে আনা হয়। নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে।

অ্যাম্বুল্যান্সের ভিতরে বসে থাকতে দেখা গেল সাংসদ মহুয়া মৈত্রকেও। এদিন বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল ৯৬ শতাংশ। ফলে ঘামের মাত্রা অনেকটাই বেশি। দুপুর দেড়টার পর সভাস্থল থেকে বেরিয়ে যান সাংসদ শতাব্দী রায়। প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ভীষণ অসুস্থ বোধ করছেন।

কাহিল হয়ে পড়েছিলেন বিধায়ক মদন মিত্রও। শ্বাসকষ্টের ফলে তাঁকেও বেরিয়ে যেতে হল অ্যাম্বুল্যান্সে করে। সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহাকেও হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়।

চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, অতিরিক্ত গরমের কারণেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন চার নেতা-নেত্রী। বাকিরা চিকিৎসার পর বাড়ি ফিরলেও হাসপাতালে রয়েছেন মদন। দলের অসুস্থ কর্মীদের খোঁজ নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

বক্তার তালিকায় উপেক্ষিত উত্তর

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২১ জুলাই : কোচবিহারে দিনহাটার বাসিন্দা রাজবংশী প্রতিনিধি উত্তম ব্রজবাসীকে অসমের ফরেন ট্রাইবিউনাল থেকে চিঠি ধরানো হয়েছিল। তাঁর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে সোমবার ধর্মতলায় তৃণমূলের শহিদ সমাবেশ মঞ্চে তাঁকে তুলে ধরে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু ওই পর্যন্তই। তারপর তাঁর দীর্ঘ এক ঘণ্টার বেশি ভাষণে একবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী এদিন উত্তরবঙ্গ প্রসঙ্গে যাননি। উত্তরবঙ্গ থেকে আসা দলের মন্ত্রী, বিধায়ক, সর্বস্তরের জনপ্রতিনিধি সহ দলের অসংখ্য নেতা, কর্মীর সমাবেশে হাজির থাকা সত্ত্বেও পাহাড় ও সমতল প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী আর একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি। এমনকি দলের এই গুরুত্বপূর্ণ সমাবেশে বক্তা তালিকায় উত্তরবঙ্গের কারোর নাম ছিল না। সমতল বটেই, পাহাড় থেকেও তৃণমূলের প্রতিনিধিরা সমাবেশে ছিলেন। তাঁদের কাউকেই এদিন ভাষণ দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়নি। সমাবেশ মঞ্চে অবশ্য গৌতম দেব থেকে শুরু করে উদয়ন গুহ, সুমন কাঞ্জিলাল, প্রকাশচিক বড়াইক সহ একাধিক উত্তরবঙ্গে দলের প্রথম সারির নেতার জায়গা হয়। বলার সুযোগ তাঁদের কারোর ছিল না। যদিও মুখ্যমন্ত্রী ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষণের আগে দক্ষিণবঙ্গে তৃণমূলের একাধিক নেতা ও মন্ত্রী স্বল্প সময়ের জন্য হলেও এদিন সমাবেশে ভাষণ দেন।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী ও অভিষেকের দীর্ঘ ভাষণে স্থান হয়নি উত্তরবঙ্গের। এতে প্রকাশ্যে না এলেও কিছুটা হতাশ করেছে উত্তরবঙ্গের দলের নেতা ও কর্মীদের। দলের খবর, উত্তরবঙ্গ নিয়ে দু'জনের এই নীরবতা নিয়ে তৃণমূলের অন্দরে কাটাছেঁড়া শুরু হয়েছে।

সাধারণত উত্তরবঙ্গ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ভাষণে কিছু কথাও খরচ করেন। এদিন তার ব্যতিক্রম ঘটল। দলের শীর্ষ মহলের একাংশের ধারণা, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর এদিন শিলিগুড়িতে 'উত্তরকন্যা অভিযান' কর্মসূচি থাকায় সুকৌশলে মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর ভাষণে উত্তরবঙ্গ প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়েছেন। শুভেন্দুর উত্তরবঙ্গ উপস্থিতিকে গুরুত্ব না দিতে ওই পথেই হাঁটেননি মুখ্যমন্ত্রী। অবশ্য শাসকদল তৃণমূলের আর একটি বড় অংশের বিশ্বাস, এদিনের সমাবেশকে মুখ্যমন্ত্রী এক বৃহত্তর আঙ্গিকে পৌঁছে দিতেই দলকে ঝাঁপিয়ে পড়তে আহ্বান করেছেন। যেখানে জাতীয় ও রাজ্যের স্বার্থকে গুরুত্ব দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী, সেখানে পাহাড় ও সমতল সহ উত্তরবঙ্গ এদিন তেমন গুরুত্ব পায়নি মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণে। মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী গত রবিবার ও এদিন আলাদাভাবে কথা বলেছেন। দলের প্রচার ও নেতাকর্মীদের করণীয় কী, সেই ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন আলিপুরদুয়ারে দলের নেতা সৌরভ চক্রবর্তী ও পার্থপ্রতিম রায়কে।

স্থান শুধু উত্তমের

- উত্তরবঙ্গ থেকে মন্ত্রী, নেতা, কর্মীরা উপস্থিত থাকলেও নিজের ভাষণে একটি শব্দও খরচ করেননি
- কেবল শুরুতে উত্তম ব্রজবাসীর ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানান
- গৌতম দেব, উদয়ন গুহ, সুমন কাঞ্জিলাল, প্রকাশ চিক বড়াইক মঞ্চে উপস্থিত থাকলেও তাঁদের বলার সুযোগ দেওয়া হয়নি

হাসতে হাসতে জিতব...

কলকাতা, ২১ জুলাই : চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে সাদা পাজামা-পাঞ্জাবির ক্ষীরেন দাস বললেন, 'আলিপুরদুয়ারে এবারের বিধানসভায় হাসতে হাসতে জিতবেন দিদিমণি।' পাশ থেকে ভবানী রায়ের মন্তব্য, 'লোকসভায় তো সেভাবে দাঁত বসাতে পারল না আমাদের পার্টি। এবার নেতৃত্ব যা বলবেন, আমাদেরও সেভাবেই লড়তে হবে। বাঙালি হেনস্তার বিরুদ্ধে আমরাও দিদির কথামতোই ভাষার জন্য লড়াই করব।'

সামনেই বসে ছিলেন জলপাইগুড়ির প্রেমিকা ওঁরাও। বললেন, 'আমাদের চা বাগানগুলিতে থাকাখাওয়া নিয়ে কম সাহায্য তো করেননি দিদি! স্কুল, কলেজ থেকে শুরু করে পড়াশোনা, কাজ ইত্যাদি বেশিরভাগটাই তো দিদির জন্যই। উঁচু স্তরের নেতাদের মধ্যে যদি কিছুটা বন্ধুত্ব হয়, তাহলে এবারে দিদির জয় কেউ আটকাতে পারবে না।' ২১-এর সমাবেশে ধর্মতলার ছবিটা সোমবার ছিল ঠিক এইরকম। বিজেপিকে বিধানসভা ভোটে গোহারা হারানোর আশা বুকে নিয়ে উত্তরবঙ্গ থেকে আসা মানুষের ঢল ফিরে গেলেন নিজেদের জেলায়।

সেন্ট্রাল পার্ক ও গীতাঞ্জলি স্টেডিয়াম মিলিয়ে কোচবিহার, শিলিগুড়ি, মালদা সহ অন্যান্য উত্তরের জেলার মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। রাজনৈতিক মহলের মত, রাজবংশী, গোর্খা, আদিবাসী সহ বহু জনগোষ্ঠী আস্থা রাখে বিজেপির ওপরেই। তাই উত্তরবঙ্গের লোকসভা ভোটেও তৃণমূলের কোর্টে বল সেভাবে ঢোকেনি। এদিন মমতার তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য, 'ভোট এলেই বিজেপি মতুয়া-রাজবংশী রাজনীতি শুরু করে।' উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহর কথায়, 'মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মেনে ২৭ জুলাই থেকে ভাষা রক্ষার শপথে পথে নামব।'

তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'বিজেপির নেতারা যেভাবে ধ্রুপদী ভাষা বাংলাকে অপমান করেছেন, তার উত্তর তো আমাদেরকে দিতে হবে। মুখ্যমন্ত্রীর রোডম্যাপ মেনেই চা বাগান সহ অন্যান্য উন্নয়নের কাজ চালিয়ে যাব।'

নেতৃত্বদের ওপর আস্থা রাখছেন উত্তরবঙ্গবাসীরাও। আলিপুরদুয়ারের নারায়ণ তালুকদারের বিশ্বাস, 'কুমারগ্রাম, মাদারিহাট ও ফালাকাটার মতো এলাকাগুলি থেকে তৃণমূল প্রথম জয়ের রাস্তায় হেঁটেছিল। সেই তৃণমূল গড়কে বিধানসভায় আমরা ফেরাবই।' সুনিতা ওঁরাও বলেন, 'সাংগঠনিক দুর্বলতা কাটানোর জন্য আমরা রোজ লড়াই করছি। জিটিএ, গোর্খাল্যান্ড সহ দাবিগুলিতে স্পষ্ট বার্তা দেওয়ার কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে। দিদির কথা মেনে ড্যামেজ কন্ট্রোল করলেই বিজেপিকে অনায়াসে টেক্কা দেবে দল।'

ভিড় ধর্মতলায়, ছুটির মেজাজে শহর কলকাতা

কলকাতা, ২১ জুলাই : সপ্তাহের প্রথম কাজের দিন। মধ্য কলকাতার ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে চলছে তৃণমূলের মেগা সমাবেশ। কিন্তু শহর কলকাতার বিভিন্ন প্রান্তের ছবিটা ছিল ভিন্ন। কোথাও বন্ধ দোকানপাট, আবার কোথাও আংশিক খোলা। কোথাও ফাঁকা রাস্তার মাঝে বসেই চলল মোবাইলে মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণে নজর রাখা। রাস্তায় যানবাহনের সংখ্যা নিতান্তই কম।

ফলে ২১ জুলাই ছুটির মেজাজে কাটালেন অনেকেই। রাজ্যের সদর দপ্তর নবান্নেও একই ছবি। অধিকাংশ দপ্তরই ছিল কর্মীশূন্য। সর্বত্রই ঢিলেঢালা মনোভাব। কলকাতা হাইকোর্টের চিত্রটাও একইরকম। সকাল থেকেই অধিকাংশ মামলায় একসঙ্গে দুপক্ষের আইনজীবীই না থাকায় শুনানি হয়নি। এজলাসগুলি আইনজীবীদের অনুপস্থিতিতে ফাঁকাই ছিল। কিন্তু মধ্য ও উত্তর কলকাতার একাংশ ছিল জমজমাট। সভায় অংশ নিতে আসা কর্মী-সমর্থকদের কেনাকাটা ও খাওয়াদাওয়ার গমগম করে এলাকা।

চৌরঙ্গি, বউবাজার এলাকা, বিবি গাঙ্গুলি স্ট্রিট সহ একাধিক জায়গায় রাস্তাতেই লাগানো হয় এলইডি স্ক্রিন। সেখানেই মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের প্রতি নজর রেখেছেন কর্মী-সমর্থকরা। এদিন সকাল থেকেই রাস্তায় পুলিশ ছিল বেশি। যানবাহনের সংখ্যা ছিল কম। রাস্তায় সরকারি কয়েকটি বাসের দেখা মিললেও বেসরকারি বাস প্রায় ছিল না বললেই চলে। বাসস্টপগুলিতে যাত্রীদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। ধর্মতলা, নিউ মার্কেট, ডেকার্স লেন সহ সভা সংলগ্ন এলাকাগুলিতে ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। খাবারের দোকান ও জামাকাপড়ের দোকানেও সভা শেষে ঢুঁ মারলেন অনেকে। দামদর করে জিনিসপত্র কিনলেন। বাসের সংখ্যা কম থাকায় মেট্রোয় ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। এদিন নবান্নের সামনে ফ্লাইওভারের নীচে বসে থাকা নিরাপত্তারক্ষীদের মধ্যেও ছিল কিছুটা হালকা মেজাজ।

নবান্নের ১৩ তলায় অর্থ দপ্তর। প্রতিদিন এই দপ্তরে কাজের চাপ প্রচুর থাকে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মাঝেমধ্যেই এই দপ্তরে ঢুঁ মারেন। তবে এদিন হাজিরাও ছিল অন্যান্য দিনের তুলনায় অনেক কম। যাঁরা ছিলেন, তাঁদেরও চোখ ছিল ফোনের পর্দায়। প্রতিবার বিরোধীদের ডাকা বনধে নবান্নে কর্মীদের হাজিরা বাধ্যতামূলক করা হয়। কিন্তু শাসকদলের শহিদ দিবসে নবান্নে যেন ছুটির আমেজ। অন্যান্য দিন সকাল থেকে গড়ে ৬৫ থেকে ৭০ জন সাক্ষাৎপ্রার্থী নবান্নে বিভিন্ন দপ্তরে আসেন। কিন্তু এদিন বেলা ১১টা থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত ভিজিটর্স খাতায় সই করার মতো কেউ ছিলেন না। এদিন কোনও ভিজিটর্সই আসেননি। নবান্নের সামনে প্রচুর ফল ও চায়ের দোকান রয়েছে। সেখানেও এদিন ভিড় প্রায় ছিল না।

হাইকোর্ট চত্বরও এদিন ফাঁকা ছিল। অধিকাংশ বিচারপতিই আইনজীবীদের একাংশ উপস্থিত না থাকায় মামলা শোনেননি। সরকারি স্কুলগুলি খোলা থাকলেও পড়ুয়াদের উপস্থিতি ছিল কম। অধিকাংশ বেসরকারি স্কুলই এদিন বন্ধ রাখা হয়।

হাওড়ার ব্যস্ত জায়গা সোমবার দখলে ছিল ঘাসফুলের কর্মী-সমর্থকদের।

লড়াই শেষ আগুন পাখি আজিজুলের

কলকাতা, ২১ জুলাই : নকশালবাড়ি আন্দোলনের অন্যতম মুখ ও বিশিষ্ট নকশালবাদী তাত্ত্বিক নেতা আজিজুল হক প্রয়াত। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। সোমবার দুপুর আড়াইটা নাগাদ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে সল্টলেকের একটি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। দীর্ঘদিন ধরেই বার্ধক্যজনিত অসুখে ভুগছিলেন আজিজুল। সম্প্রতি পড়ে গিয়ে তাঁর হাত ভেঙে গিয়েছিল। তারই চিকিৎসায় সল্টলেকের একটি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন তিনি। এদিন সেই হাসপাতালেই আচমকা হৃদরোগে আক্রান্ত হন তিনি। তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সমাজমাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, 'আজিজুল হক একজন লড়াকু, সংগ্রামী নেতা ছিলেন। দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে তিনি কখনও মাথা নত করেননি।' আজিজুলের প্রয়াণে তাঁর পরিবারকেও সমবেদনা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

১৯৪২ সালে হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়ার রণমহল গ্রামে জন্ম আজিজুলের। সেখানে তাঁদের পৈতৃক জমিদারি ছিল। যদিও ছাত্রাবস্থা থেকেই আপাদমস্তক বামপন্থী আজিজুল। তাঁদের পৈতৃক সম্পত্তি গরিবদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। কলকাতায় পড়াশোনা করতে এসে নন্দগোপাল ভট্টাচার্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। তাঁর হাত ধরেই আজিজুল পৌঁছোন বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের কাছে। মাত্র ১৭ বছর বয়সে অবিভক্ত

কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন আজিজুল। কলেজজীবনেই খাদ্য আন্দোলনে শামিল হয়ে বহুবার জেল খেটেছেন আজিজুল। গণআন্দোলনে জ্যোতি বসুর সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করলেও সিপিআইএম ও জ্যোতি বসুর রাজনৈতিক মতাদর্শের বরাবর বিরোধিতা করেছেন আজিজুল। নকশাল বাড়ি আন্দোলনের অন্যতম নেতা ও পথিকৃৎ চারু মজুমদারই ছিলেন আজিজুলের আদর্শ।

প্রচার ছাড়াই ২১ জুলাই পালন কংগ্রেসের

রিমি শীল

কলকাতা, ২১ জুলাই : এই বছর ভিন্নভাবে শহিদ দিবসের কর্মসূচি পালন করেছে প্রদেশ কংগ্রেস। প্রচার ছাড়াই বিধান ভবনে যুব কংগ্রেসের তরফে শহিদদের শ্রদ্ধা জানানো হয়। নদিয়ার পলাশিতে যুব কংগ্রেসের ডাকা জনসভায় উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী। এই কর্মসূচি নিয়ে ইতিমধ্যেই কংগ্রেসের অন্দরে মতানৈক্য তৈরি হয়েছে।

সোমবার এই জনসভা থেকে রাজ্য ও কেন্দ্রকে একযোগে আক্রমণ করেন অধীর। ১৯৯৩ সালে পুলিশের গুলিতে যুব কংগ্রেস কর্মীদের মৃত্যুতে তৎকালীন বাম সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে। এদিন সমাজমাধ্যমে তৃণমূলকে নিশানা করে ওই ঘটনার ব্যাখ্যা দিয়েছে সিপিএম।

নদিয়ায় এই কর্মসূচিতে কালীগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে সাম্প্রতিক উপনির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী কাবিলউদ্দিন শেখ এআইসিসির পর্যবেক্ষক গুলাম আহমেদ মীর ও প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারকে চিঠি দিয়ে অভিযোগ করেছিলেন, এই সভার বিষয়ে নদিয়ার জেলা বা ব্লক সভাপতিদের জানানো হয়নি। এমনকি উচ্চ নেতৃত্বকে চিঠি পাঠিয়ে নদিয়া জেলা কংগ্রেসের সংগঠনেও বদল আনেন তিনি। ফলে সভার আগে এই ধরনের বিতর্ক তৈরি হওয়ায় অস্বস্তিতে পড়ে প্রদেশ কংগ্রেস।

এদিন সভা থেকে অধীর মন্তব্য করেন, 'বিরোধীদের ভোট দিলেই তৃণমূল তার শাস্তি দিচ্ছে। ওই নাবালিকার মাকে কথা দিয়েছিলাম আমরা। আইনি বা পথে নেমে লড়াইয়ে সবসময় প্রস্তুত কংগ্রেস। অভয়ার বিচার চাই। সেই দাবিতে আমরা আন্দোলন করছি।'

এদিন সমাজমাধ্যমে ওই দিনের ঘটনায় তৃণমূলের বিরুদ্ধে একাধিক প্রশ্ন তুলেছে সিপিএমও। ২১ জুলাই মহান মিথ্যাচার দাবি করে সিপিএমের প্রশ্ন, নির্বাচন কমিশনের আওতাধীন বিষয়ে সরকারকে নাজেহাল করতে কেন প্রয়োজন পড়ল সশস্ত্র দুষ্কৃতীর। পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি, ইট, পাথর, বোতল ছোড়া হয়।

এর পরে পুলিশ গুলি চালনা করে। অভিযান না তাণ্ডব, কী ছিল আসল উদ্দেশ্য? মমতার গঠিত কমিশনের রিপোর্টে একজনের গায়ে গুলির কোনও আঘাত মেলেনি। তৎকালীন মহাকরণ অভিযান যুব কংগ্রেসের একটি বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীর কর্মসূচি বলে উল্লেখ করা হয়।

দিল্লি বহু দূর, কটাক্ষ শমীকের

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২১ জুলাই : '২৬-এর বিধানসভা ভোটে আরও বেশি আসনে জয়ী হয়ে বিজেপিকে 'বোল্ড আউট' করে দিল্লিকে নিশানা করেছিলেন মমতা। পালটা তোপ দেগে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেছেন, 'জীবদ্দশায় দিল্লির পরিবর্তন দেখে যেতে পারবেন না মুখ্যমন্ত্রী।'

বিজেপির মতে, আসলে ৩৪ বছরের সিপিএমকে ক্ষমতাচ্যুত করার পরই তৃণমূলের রাজনৈতিক লড়াই শেষ হয়ে গিয়েছিল। কারণ, রাজ্যের মানুষ সিপিএমকে সরাতে চেয়েছিল। এদিন শমীক বলেছেন, '২০১১-তে যেটা হয়েছিল সেটা পরিবর্তন নয়, পালাবদল। মানুষ চেয়েছিল গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। সেটা হয়নি।' তবে ২০২৬-এর পর মুখ্যমন্ত্রীর দিল্লিকে নিশানা করাকে কটাক্ষ করে শমীক বলেন, 'আমরা চাই মুখ্যমন্ত্রী দীর্ঘায়ু হোন। কিন্তু এটা নিশ্চিত বলতে পারি যে জীবদ্দশায় উনি দিল্লির পরিবর্তন দেখতে পাবেন না।'

অন্যদিকে, বাংলা-বাঙালি ইস্যুতে মমতার এই কৌশলকে প্রকাশ্যে গুরুত্ব দিতে নারাজ বিজেপি। দাড়িভিটের স্কুলে বাংলা শিক্ষকের দাবিতে আন্দোলনে নিহত দুই ছাত্রের ঘটনা উল্লেখ করে এদিন শমীক বলেন, 'উর্দু নয়, বাংলার শিক্ষক চেয়ে আন্দোলন করতে গিয়ে দাড়িভিটের দুই ছাত্রের বুকে গুলি লাগার সময় বাংলার কথা মনে পড়েনি?' এদিন শমীক বলেন, 'বাংলাদেশে সব মানুষই বাংলায় কথা বলে। তার মানে সব বাংলাদেশিকে কি এদেশে ঢুকিয়ে দিতে হবে। এটা ধর্মশালা নাকি?'

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৬৫ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ৫ শ্রাবণ ১৪৩২

প্রাদেশিকতার বিষ

তৃণমূল সোচ্চার হচ্ছে রাজনৈতিক কারণে। কিন্তু ভিনরাজ্যে বাঙালি নিগ্রহের বাস্তবতাকে তো অস্বীকার করা যাচ্ছে না। প্রায় প্রতিদিন উত্তরবঙ্গ থেকে অন্য রাজ্যে কাজ করতে যাওয়া শ্রমিকদের হেনস্তার খবর আসছে। দক্ষিণবঙ্গে বিশেষ করে নদিয়া, মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলার বেশ কিছু শ্রমিকের নিগৃহীত হওয়ার অভিযোগ জানা গিয়েছে। তৃণমূল নেতৃত্ব এজন্য আঙুল তুলছে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির দিকে। সেই সূত্রে বিজেপিকে বাংলা ও বাঙালি বিরোধী তকমা দিয়ে সুর সপ্তমে তুলছে তৃণমূল।

বাস্তবে অবিজেপি রাজ্যেও নির্যাতনের অভিযোগ উঠছে। ডিএমকে শাসিত তামিলনাড়ুতে পুলিশি হেনস্তার চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে স্থানীয়দের বিদ্বেষ প্রসূত হিংসা। দক্ষিণের ওই রাজ্যে মুর্শিদাবাদের কিছু শ্রমিককে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠেছে। জখম অবস্থায় অনেককে প্রাণ হাতে করে পালিয়ে এসে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে চিকিৎসার জন্য। অথচ ওই রাজ্যের সরকারে 'ইন্ডিয়া' জোটে তৃণমূলের শরিক ডিএমকে ক্ষমতাসীন।

কোচবিহার ও মালদার অনেককে আটকে রাখা হয়েছে হরিয়ানায়। মহারাষ্ট্রে আবার বেশ কয়েকজন বাঙালি শ্রমিকের খোঁজই পাওয়া যাচ্ছে না। মহারাষ্ট্রে মারাঠা ভাষায় কথা বলার জন্য জবরদস্তি করা হচ্ছে। না পারলে মহারাষ্ট্রে থাকা যাবে না বলে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। নানাভাবে ওড়িশায় শ্রমিক হিসেবে বা ফেরিওয়ালার কাজ করা বাঙালিদের নির্যাতনের শিকার হতে হচ্ছে। অসম সরকার কোচবিহারের এক বাসিন্দাকে এনআরসি'র নোটিশ পাঠিয়ে বাঙালিদের আতঙ্কিত করে তুলেছে।

বনাঞ্চল থেকে উচ্ছেদের নামে অসমের গোয়ালপাড়া ও ধুবড়িতে বাঙালি বিতাড়নের অভিযোগ আসছে। বাঙালিদের পক্ষে ঘটনাগুলি উদ্বেগের নিশ্চয়ই। তার চেয়েও বড় দুশ্চিন্তার কারণ, এতে ভারতবর্ষের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো, বহুত্ববাদী চেতনা ও 'নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান/ বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান'-এর ঐতিহ্যে ধাক্কা লাগা। যা শুধু বাংলা ও বাঙালির নয়, সামগ্রিকভাবে দেশের পক্ষে অশনিসংকেত। এতে সমন্বয়ের বদলে বিভাজনের বিপদ বাড়ছে ভারতবর্ষে।

পরিচিতিকে ব্যবহার করে এই বিভেদ উসকে উঠছে রাজনৈতিক দলের সংকীর্ণ মনোভাবের কারণেই। ভোটের স্বার্থে যেমন মহারাষ্ট্রে মারাঠি, অসমে অসমিয়া জাত্যভিমানকে ব্যবহার করছে রাজনৈতিক দলগুলি। তৃণমূল একই কারণে ভিনরাজ্যে নির্যাতনকে হাতিয়ার করে বাঙালি ভোট পক্ষে আনার জন্য মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে। ২১শে জুলাইয়ের শহিদ স্মরণ হয়ে উঠল বাঙালি ও বাংলার আবেগকে দলীয় স্বার্থে উসকে তোলার মঞ্চ।

জীবিকার প্রয়োজনে দেশের অন্দরে এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে যাওয়ার মধ্যে কোনও অন্যায় নেই। নিষেধাজ্ঞাও নেই। নিজের রাজ্যে কর্মসংস্থানের পর্যাপ্ত বন্দোবস্ত না থাকলে কেউ কেউ অন্য রাজ্যে গিয়ে কাজ খুঁজে নেন। আবার বেশি বেতন বা মজুরির টানে অনেকে ভিনরাজ্যে যান। বাংলায় কর্মসংস্থান বা বেশি মজুরির সুযোগ তেমন নেই। সেটা নিশ্চিত না করার দায় অবশ্যই রাজ্য সরকারের। তা বলে ভিনরাজ্যে কেউ হেনস্তা করলে সরকার প্রতিবাদ করবে না- এমন কথা তো থাকতে পারে না।

সংগত কারণে রাজ্য সরকার প্রতিবাদ করেছে। ভিনরাজ্যের সরকারকে চিঠি লিখে বাংলার মুখ্যসচিব প্রশাসনিক কর্তব্য করেছেন। কিন্তু স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে বিষয়টিকে প্রচারের হাতিয়ার করেছেন, তাতে মূলত বিজেপির সঙ্গে রাজনৈতিক বিরোধ আরও তীব্র হবে। যার প্রভাবে উগ্র প্রাদেশিকতাবাদ আরও মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে।

আটের দশকে যেমন প্রাদেশিকতার বিষ জ্বলে উঠেছিল অসমে। বাঙালি খেদাও স্লোগান দিয়ে যার সূচনা। পরে বিহারি বিতাড়নের মতো ন্যক্কারজনক কাণ্ড ঘটেছে। নতুন করে উচ্ছেদের নামে বাঙালি হেনস্তা আগুনে ঘৃতাহুতি দিয়েছে। ধর্মান্ধতা ও জাতপাত নিয়ে বেশ কয়েক বছর ধরে ভারতে বিভেদের আগুন জ্বলছে। তার সঙ্গে উগ্র প্রাদেশিকতাবাদ যুক্ত হলে রাজ্যে রাজ্যে অবিশ্বাস, ঘৃণা আরও বাড়বে। রাজনৈতিক দলগুলি সতর্ক না হলে এই প্রবণতার পরিণাম মারাত্মক হবে সন্দেহ নেই।

অমৃতধারা

একজন মানুষের নিজের কাছে নিজের প্রাণ যতখানি প্রিয়, অন্য মানুষের কাছে, অন্য জীবের কাছে শুধু মানুষ কেন অন্য জীবের ক্ষেত্রেও এটা সত্য- নিজের নিজের প্রাণ প্রত্যেকের কাছেই ততখানিই প্রিয়। যিনি এটা অনুভব করেন তথা নিজের প্রাণকে তিনি যতখানি ভালোবাসেন, অন্যের প্রাণকেও তিনি ততখানিই ভালোবাসেন, তাঁকেই সাধু বলা হয়। আর এটা বুঝে, এই অনুভবের ফলে তিনি অন্যের প্রতি দয়াশীল হন। শরীরে ভস্ম মাখলে বা বিশেষ ধরনের পোশাক পরলেই কেউ সাধু হয়ে গেল, তা নয়। সাধু হতে গেলে নিজের ভেতরটাকে রাঙাতে হবে। পরমপুরুষ-পরমাত্মা কোথায় আছেন? তিনি তোমার প্রাণের ভেতরে, মনের ভেতরে লুকিয়ে আছেন।

-শ্রীশ্রী আনন্দমূর্তি

বাদলের নাটকে উন্মোচিত মধ্যবিত্তের মন

সম্প্রতি নাট্যকার বাদল সরকারের জন্মশতবার্ষিকী ছিল। তাঁর থিয়েটার বাজারি আমোদপ্রমোদের বিপরীতে।

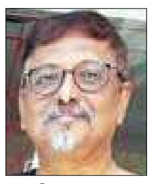

উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়

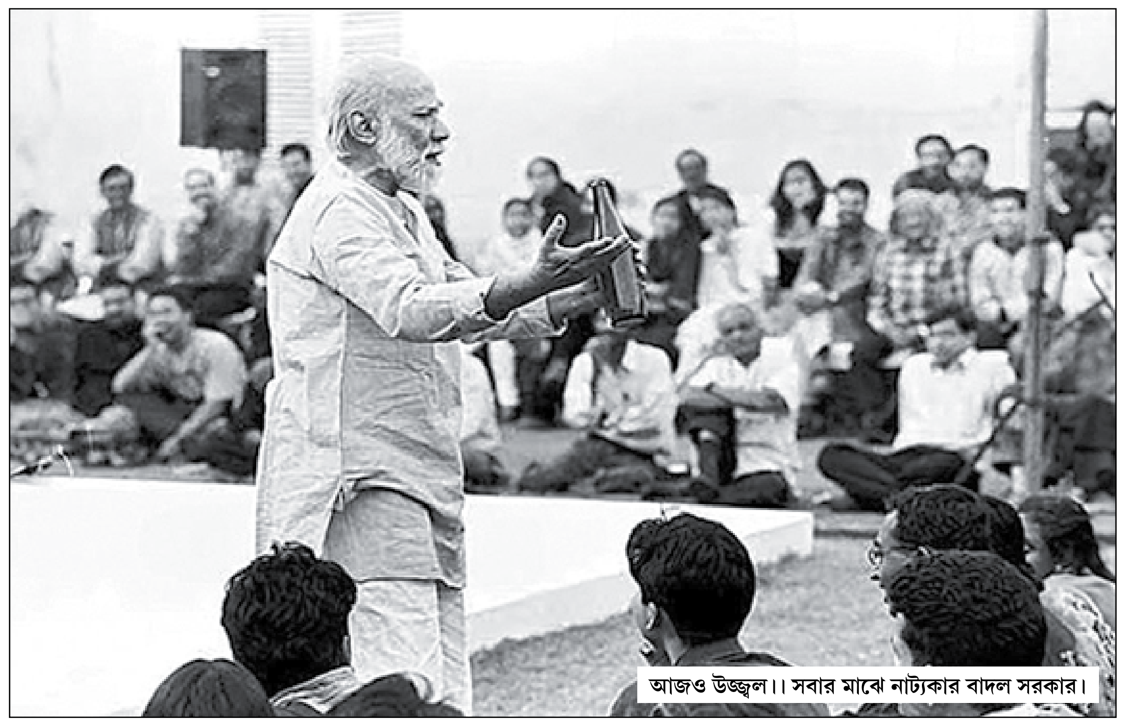

আজও উজ্জ্বল।। সবার মাঝে নাট্যকার বাদল সরকার।

প্রোসেনিয়াম থিয়েটার থেকে বাদল সরকারের খোলা অঙ্গনে আসার প্রধান কারণ বলতে দর্শক ও অভিনেতার দূরত্ব দূর করা। এই দর্শক কিন্তু সচরাচর মধ্যবিত্ত। আমরা জানি, বাদল সরকার একজন অনন্য নাট্যকার- যিনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে সমাদৃত। সাম্প্রতিককালে তাঁর লেখার নবনির্মাণ ঘটছে, অনেক মূল্যায়ন ঘটছে - (এক) গল্পের নাটক মঞ্চের জন্য, (দুই) থার্ড থিয়েটারে অভিনয়ের জন্য গল্প-ভাঙা নাটক। প্রথম দিকের উদাহরণ বল্লভপুরের রূপকথা, রাম শ্যাম যদু, বাকি ইতিহাস, বড় পিসিমা, সলিউশন এক্স। আর পরের ধাপে নাম মনে আসে ভোমা, মুখপাঠ্য ভারতের ইতিহাস, স্পার্টাকাস ইত্যাদি। সাগিনা মাহাতো শুরু হয় প্রতাপ মেমোরিয়াল মঞ্চে। এর মধ্যে কি রাজনৈতিক কোনও বার্তা ছিল? বাদল বলেছেন, 'আমি দেখেছি আমাদের মতো মধ্যবিত্তরা কীভাবে ওয়ার্কারদের লিডার বানিয়ে করাপ্ট করে দিয়েছে।'

বাদলেরই কথা, 'পার্টি পলিটিক্স বিশ্বাস করি না, আমরা আমাদের পলিটিক্স চেনাই' -এর মধ্যেই বাদলের নিজের অবজেক্টিভ মানসিকতা লুকিয়ে যার মধ্যে সেই অর্থে 'হিরো' নেই- সরাসরি কোনও মুক্তির লড়াই নেই- আছে অবস্থান সম্পর্কে ভাবনা। 'বাকি ইতিহাস' নামক বিখ্যাত নাটকটি অনুধাবন করলে বাদল সরকারের দর্শনের এক সন্ধান মিলবে, বোঝা যাবে কোন মনোভাব তাঁকে দর্শক ও অভিনেতার দূরত্ব ঘুচিয়ে একই তলে দুই দলকে এনে দিতে চেয়েছিল।

'থিয়েটারের ভাষা' নামক বইটিতে বাদল এই বিষয়ে তাঁর স্পষ্ট মত লিখে রেখে গিয়েছেন। 'বাকি ইতিহাস' নাটকে স্বামী শরদিন্দু, স্ত্রী বাসন্তী। শরদিন্দু সাহিত্যের অধ্যাপক। চিন্তাশীল, ভাবুক। বাসন্তী সহজ সাদামাঠা, বাসন্তী সহজ সরল গল্পের প্লট চায়- তার স্বামী প্লটকে তুচ্ছ করে, বলে প্লট হল সারি বাঁধা ঘটনাবলি মাত্র। এবার একটি আত্মহত্যার বাস্তব সংবাদ নিয়ে দুজনেই প্লট লেখে। একটি সূত্র থেকে দু'রকম কাহিনী। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন বাসন্তীর লেখা কাহিনী 'ইবসেনিক' আর শরদিন্দুর কাহিনী 'সেনসেশনাল- সাইকোলজিক্যাল।' (এখানে ইবসেনিক হল নাট্যকার হেনরিক ইবসেনের ফর্ম)। একই কাহিনী দুই রকম মুখোশ তৈরি করে, যে কাহিনী লেখে সে তার মতো। তার মনের যুক্তি অনুযায়ী (সাবজেক্টিভ) গল্প তৈরি করেছে। এবার আত্মহত্যায় মৃত সীতানাথের সঙ্গে জীবন্ত শরদিন্দুর দেখা হয় একদম শেষ দৃশ্যে। সীতানাথ শরদিন্দুকে অনেক খবরের কাগজের টুকরো দেয়, খবর এবং প্রবন্ধ। আর শরদিন্দু বলে যন্ত্রণা, আঘাত ও নিষ্ঠুরতার ঐতিহাসিক ধারাবিবরণী, পিরামিড তৈরি, ক্রীতদাসের সঙ্গে সিংহের লড়াই, জার্মান কনসেনট্রেশন ক্যাম্প, হিরোশিমা ও ভিয়েতনাম। আঙ্কেল টমস কেবিন- এবং বাকিটা ইতিহাস। সীতানাথ জানতে চায় শরদিন্দুর কাছে যে শরদিন্দু আত্মহত্যা করে না কেন?

'- আমি আত্মহত্যা করব কেন?
- কেন করবে না যুক্তি দাও
- এ তো সহজ যুক্তি। বাঁচতে চাই বলে।
- কেন বাঁচতে চাও?
- বাঁচতে কে না চায়?
- অনেকেই চায় না।
- চায় না তো আত্মহত্যা করছে না কেন?
- তারা গলায় ফাঁসি দিয়ে ঝুলছে না। কাপড়ে কেরোসিন ঢেলে জ্বলছে না। কোমরে পাথর বেঁধে ডুবছে না। তারা নিঃশব্দে নীরবে বাঁচা বন্ধ করে বসে আছে।'

-(বাকি ইতিহাস)

মজা হল, শরদিন্দু পরে চিৎকার করে- আমার বাঁচতে ভালো লাগে। তখন সীতানাথ তাকে মিথ্যেবাদী, কাপুরুষ বলে। সম্ভবত ভাবুক মধ্যবিত্তকে বাদল এই কথাগুলোই বলতে চান। ১৯৪৫ সালের ৬ অগাস্ট মানুষের তৈরি পারমাণবিক বোমায় মানুষের শহর হিরোশিমা ধ্বংস হয়েছিল। বাদলের 'ত্রিংশ শতাব্দী' নাটকে অভিযুক্তের নাম বিংশ শতাব্দী। এই ৬ অগাস্ট ১৯৪৫- এই সাল-তারিখকে অধ্যাপক শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'বাদলের নাটকের ভরবিন্দু।' বিংশ শতাব্দী যখন ত্রিংশ শতাব্দীর কাছে মার্জনা চায়- কোনও জবাব আসে না। বিখ্যাত লেখা 'এবং ইন্দ্রজিৎ'- এটি যেন গল্প থেকে গল্পহীনতায় যাওয়ার মাঝখানের নাটক- যেমন 'সারা রাত্তির'- বেকেটের ওয়েকিং ফর গোডোর সঙ্গে তুলনীয়। অমল, বিমল, কমল- মধ্যবিত্ত, তাদের নানারকম বাস্তবতা-দাম্পত্য জীবন- রাজনীতি নিয়ে কথার পিঠে কথা- ধনতন্ত্র, রাজতন্ত্র, ফ্যাসিবাদ, মার্কসবাদ। একটি নারী চরিত্র মানসী। ইন্দ্রজিৎ বলে তার নাম আসলে মানসী নয়। লেখক বলে- 'আমি তার এই নাম দিয়েছি, বাবা-মা যা ইচ্ছে নাম দিতে পারে' এবং মানসীর বোন মানসী, মানসীর বন্ধু মানসী, মানসীর মেয়ে মানসী। আবার মানসী অমলের বৌ, অমল তার কাছে সুপুরি চায়, আবার মানসী কমলকে বলে 'খোকার জ্বর দেখে গেলে তাও রাত ১০টা বাজিয়ে ফিরলে?' কমল বলে, এই তো এনেছি বার্লি। আবার ইন্দ্রজিৎ নাকি এক মানসীকে বিয়ে করেছে যে হাজারিবাগে স্কুলে পড়ায়। এইভাবে এই নাটক এক প্রহেলিকার সত্য তৈরি করেছে। এক মানসীকে ঘিরে কমল, বিমল, অমল, ইন্দ্রজিৎ ঘুরে চলেছে। মোহিত চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, 'অমল, বিমল, কমলদের মধ্য থেকে একজন ইন্দ্রজিৎ উঠে আসবার যে তৃষ্ণা, এর মধ্যে দিয়ে মধ্যবিত্ত জীবনের গভীর সত্যকে, গভীর বেদনাকে, গভীর স্বপ্নকে, গভীর আকাঙ্ক্ষাকে এমন এক আঙ্গিকের মধ্যে পাওয়া গেল, এমন বিন্যাসের মধ্যে পাওয়া গেল, যা বাংলা নাটকের একটা পথ খুঁজে দিল।'

> মধ্যবিত্ত খুব কমেডি ভালোবাসে। বাদল বলতেন, 'ভাঁড়ামি, মুদ্রাদোষ বা মুখবিকৃতির সাহায্য না নিয়ে যদি হাসানো যায় তবে সে হাসি উদ্দেশ্যহীন বলে আমার মনে হয় না।' 'সলিউশন এক্স' নাটকটি যেন মধ্যবিত্ত মন-মজানো কমিকস। একটি সলিউশন বার্ধক্য রোধ করে। আবার অন্য একটি তরল মানুষকে তরতাজা করে- আবার ঘুমিয়ে পড়লে তার কোনও প্রমাণ থাকে না।

মধ্যবিত্ত খুব কমেডি ভালোবাসে। বাদল বলতেন, 'ভাঁড়ামি, মুদ্রাদোষ বা মুখবিকৃতির সাহায্য না নিয়ে যদি হাসানো যায় তবে সে হাসি উদ্দেশ্যহীন বলে আমার মনে হয় না।' 'সলিউশন এক্স' নাটকটি যেন মধ্যবিত্ত মন-মজানো কমিকস। একটি সলিউশন বার্ধক্য রোধ করে। আবার অন্য একটি তরল মানুষকে তরতাজা করে- আবার ঘুমিয়ে পড়লে তার কোনও প্রমাণ থাকে না। 'রাম শ্যাম যদু' নাটকে তিনটি চোরের গল্প। বাদল শেষে তাদের ন্যায়ের পথে নিয়ে যান- একদম ইচ্ছাপূরণের সহজ রাস্তা বলে মনে হয়, কিন্তু এত স্বাভাবিক হাস্যরস তৈরি প্রায় অসাধ্য।

'কবি কাহিনী'র ভূমিকায় পড়ছি 'হাসির নাটক। বক্তব্য নেই, সমস্যার সমাধান নেই, বাণী নেই.... আমরা বাঙালিরা কাঁদতে ভালোবাসি, আর হাসতে লজ্জা পাই। এই কথাটা আমার মানতে ইচ্ছে করে না'। 'বড়ো পিসিমা'র একটি দৃশ্যে রিহার্সাল চলছে। বারবার চাকরের চিৎকারে নায়িকার কান্না ভেঙে যায়। সে বলে 'কতবার কাঁদা যায় বলুন- সবসুদ্ধ চারটে সিনে ছ'টা কান্না'- আবার তৃতীয় ধারার সিরিয়াস থিয়েটার নিয়ে বলছেন 'বেচাকেনার জন্য থিয়েটার নয়।'

থার্ড থিয়েটারের নাটকে যে দর্শনকে পাই, তার বীজ সম্ভবত এই প্রথম দিকের নাটকগুলিতে নিহিত ছিল। তিনি মধ্যবিত্তের সঙ্গে থেকেছেন, আবার সমালোচনা করেছেন। তবে বাদলের থিয়েটার বাজারি আমোদপ্রমোদের বিপরীতে- এই সত্যটুকু সবাইকে মেনে নিতে হবে।

(লেখক অধ্যাপক, মৌলানা আজাদ কলেজ)

আজ

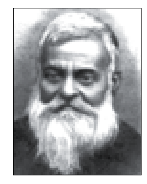

১৮৪৭

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন সাহিত্যিক ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়।

১৯৮৫

অভিনেত্রী মহুয়া রায়চৌধুরী প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

দয়া করে আমাদের মুখ খোলাবেন না। মুখ খুললে আমরা ইডি'র বিরুদ্ধে কড়া মন্তব্য করতে বাধ্য হব। মহারাষ্ট্রে আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে। গোটা দেশে হিংসা ছড়াবেন না। রাজনৈতিক লড়াই ভোটের ময়দানে লড়তে দিন। আপনারা কেন এর জন্য ব্যবহৃত হচ্ছেন।

- বিআর গাভাই *(প্রধান বিচারপতি)*

ভাইরাল/১

মিশরে সমুদ্রে পড়ে প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করছিলেন এক ব্যক্তি। সেই সময় তাঁকে আক্রমণ করে এক হাঙর। লোকটিকে পুরোপুরি নিজের খাদ্য বানিয়ে নেয় হাঙরটি। পাশের নৌকার সওয়ারিরা তাঁকে না বাঁচিয়ে ঘটনার ভিডিও করেন।

ভাইরাল/২

আকছার শোনা যাচ্ছে স্বামী, স্ত্রী পরকীয়ার খবর। এই সময় এক দম্পতির বন্ধন মন ছুঁয়েছে নেটিজেনদের। শ্রাবণ মাসে ভগবান শিবের দর্শন পেতে পক্ষাঘাতগ্রস্ত স্বামীকে পিঠে চাপিয়ে দেড়শো কিলোমিটারের কাঁওয়ার যাত্রায় অংশ নিয়েছেন স্ত্রী।

জনমন

জনমত

হারিয়ে গেল সিনেমা দেখার সোনালি সময়

সিনেমা হলে গিয়ে প্রথম সিনেমা দেখেছিলাম মায়া টকিজে। সেই সিনেমার নাম 'ফুলেশ্বরী'। সে সময় বাংলা সিনেমা মানেই মায়া টকিজ। নড়বড়ে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ফার্স্ট ক্লাসে গিয়ে সিনেমা দেখা। মায়া টকিজ বোধহয় আমার জীবনের প্রথম প্রেম।

অনেক পরে, যখন কলেজে গিয়েছি সে সময় তৈরি হল মেনকা সিনেমা হল। চৌপথি যেতে-আসতে তার জন্ম দেখেছি। একটু একটু করে একদিন সে যখন সম্পূর্ণ হল তখন আমাদের আনন্দ দেখে কে! সেখানে প্রথম সিনেমা দেখি 'বেদের মেয়ে জোসনা'। লিচুতলায় আরও একটি সিনেমা হল ছিল। তার নাম কমলা টকিজ। বাড়ি থেকে দূরে বলে সেখানে মাত্র একবার সিনেমা দেখেছিলাম। সেই স্মৃতিতেও অনেক আনন্দ জড়িয়ে।

অত্যন্ত দুঃখের কথা যে এই সিনেমা হলগুলির একটিও আজ আস্ত নেই। মায়া টকিজ বন্ধ হয়েছিল অনেকদিন আগেই। এখন সেখানে দেখি কাঠ, বাঁশ স্তূপাকৃত করে রাখা। অমর টকিজ আর কমলা টকিজও নিজেদের দাঁড় করিয়ে রাখতে পারেনি এই চলমান যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে। তারপর আমাদের স্বপ্নের, আমাদের গর্বের, মেনকা সিনেমা হলের যাত্রাও থেমে গেল কিছুদিন আগে।

এগুলি ঠিক সিনেমা হল নয়, আমাদের আবেগ। এভাবে হারিয়ে যাওয়ায় প্রচণ্ড কষ্ট হয়। সিঙ্গল স্ক্রিন সিনেমা হলগুলি কিন্তু ইচ্ছে করলে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারত। সফল হলে আমাদের সেই সুখস্মৃতি এভাবে হারিয়ে যেত না।

আরতি ধর, আলিপুরদুয়ার।

প্রশাসন একটু দেখুক

ময়নাগুড়ি শহরের নতুন বাজার থেকে বিডিও অফিস মোড় পর্যন্ত জাতীয় সড়কের ধার ঘেঁষে যে পুরোনো গাছগুলো রয়েছে সেগুলো বিপজ্জনক অবস্থায়। অনেক পুরোনো হয়ে যাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই গাছের উপরের দিকের কাণ্ডগুলোর সংযোগস্থল আলগা হয়ে যায়। বর্তমানে প্রতিটি গাছ পাতায় ভরে রয়েছে। এমতাবস্থায় বৃষ্টি হলে গাছের উপরের অংশ অনেক ভারী হয়ে যায়। যে কোনও সময় গাছের ডাল ভেঙে বা খসে পড়তে পারে এবং দুর্ঘটনার আশঙ্কা থেকে যায়। গাছের গোড়ার দিকের অংশ অনেক নরম হয়ে যাওয়ার দরুন অনেক সময়ে উপড়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। গাছ না কেটেও বিপদের ঝুঁকি কমানোর জন্য সদর্থক পদক্ষেপ করা যেতেই পারে। এ ব্যাপারে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ, ময়নাগুড়ি ব্লক প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি তৎসহ বিভিন্ন পরিবেশপ্রেমী সংগঠনেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

রমেন রায়
ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৩৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৬০৬৪৮৪৯০১৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

আয়ের অনুপাতে ব্যয়ই রাখবে ভালো

ইএমআই, ক্রেডিট কার্ড, ইউপিআই। মধ্যবিত্তের হাতের নাগালে এখন অনেক 'সুখ'। কিন্তু শান্তি?

শুভময় দত্ত

বর্তমানে ব্যয়বহুল মোবাইল ফোন, এসি, টিভি, চার চাকার গাড়ি কিংবা মোটর সাইকেল- সবই পাওয়া যাচ্ছে অনায়াসে, ইএমআইয়ের হাত ধরেই। সমাজের এক বিশাল অংশের মধ্যবিত্ত মানুষ আজ সামাজিক মাধ্যমে দেখাতে চান, যেন তাঁরা কোনও আর্থিক সংকটে নেই। এ এক নীরব রোগ, যা মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে ঘুণে ধরার মতো করে ধীরে ধীরে নিঃশেষের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। উচ্চবিত্তের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে গিয়ে ইএমআইয়ের জালে জড়িয়ে পড়ছেন বহু মধ্যবিত্ত।

আজ তাঁদের হাতে ক্রেডিট কার্ড, যার মাধ্যমে জামাকাপড় থেকে শুরু করে খাবার- সবই কিনছেন। দামি সোনার গয়না পর্যন্ত ইএমআইতে কিনে নিচ্ছেন অনেকে, সুদের বোঝা মাথায় নিয়ে। অপরিকল্পিত খরচের ফলে মাস শেষের দিকে চিন্তার জাল ছড়িয়ে পড়ে- এত টাকা কীভাবে শোধ হবে! আয়ের চেয়ে খরচ বহুগুণ বেশি, প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতেই দুর্ভোগ। বাড়ছে পারিবারিক অশান্তি। এদিকে, ইউপিআইয়ের মাধ্যমে অনর্থক কেনাকাটাও ঘটছে। অল্পস্বল্প সঞ্চয় যা আগে থাকত, তাও হারিয়ে যাচ্ছে। জরুরি পরিস্থিতিতে অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়ছেন বহু মানুষ।

এদিকে, বাড়ছে অনলাইন জুয়া খেলার প্রতি আসক্তি। অপ্রাপ্তবয়স্ক থেকে প্রাপ্তবয়স্ক, বেশিরভাগই মধ্যবিত্ত শ্রেণি। বিখ্যাত সেলেব্রিটি ও খেলোয়াড়দের বিজ্ঞাপন প্রচারের ছায়ায় এই নেশা বেড়ে চলছে। কেউ টাকা জোগাড় করতে না পেরে অসামাজিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছেন, কেউ পার্সোনাল লোন

এআই।

নিচ্ছেন, কেউ আত্মীয়ের কাছ থেকে ঋণ- শেষমেশ শোধ করতে না পেরে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। এ কি জীবনের পথে চলা?

আমরা যদি নিজে থেকে সচেতন না হই, কেউ আপনাদের বোঝাতে পারবে না। শুধু সমাজকে আর্থিক সমৃদ্ধি দেখানোর চেষ্টায় আমরা নিজেদের ঋণের পাহাড়ে ডুবিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু রাতে ক'জনে শান্তিতে ঘুমোতে পারছি? সমাধান অবশ্য আছে। অপ্রয়োজনীয় খরচ থেকে নিজেকে বিরত রাখতে হবে। যতটুকু উপার্জন, আনুপাতিকভাবে ততটুকু ব্যয়- এই নীতিতেই চলতে হবে। সমাজের চোখে ধনী প্রমাণ করতে গিয়ে নিজের পরিবারকে দুর্ভোগে ফেলার কোনও মানে হয় না। ইএমআই, চড়া সুদের হাত থেকে বাঁচতে নিজেকে মানসিকভাবে নষ্ট করারও কোনও অর্থ নেই। ভুল পথে হাঁটার ফল, মানসিক চাপ, হতাশা, অনেককে চরম পরিণতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। রোজই এনিয়ে কত খবর হয়। একটা সময় কিন্তু এমনটা ছিল না। প্রযুক্তির কল্যাণে খরচ আমাদের হাতের নাগালে এসে যাওয়ার পর থেকেই এই সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। নিজেদের ভালো রাখতে হবে বলে স্বপ্ন দেখতে গিয়ে আমরা নিজেরাই নিজেদের চরম বিপদের দিকে সমানে ঠেলে চলেছি।

সুখে থাকা- এই সামাজিক প্রদর্শন আসলে কাকে সন্তুষ্ট করছে? সুখ মানে কী? যা রোজগার করছি, তার মধ্যে থেকেই সামঞ্জস্য রেখে ব্যয়ের চেষ্টা করতে হবে। কষ্ট করে হলেও অল্প কিছু সঞ্চয় রাখার চেষ্টা করাই শ্রেয়। এবার সময় এসেছে, এই কাল্পনিক দেখনদারি থেকে বেরিয়ে এসে বাস্তবটাকে বোঝার। আয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ব্যয় করতে হবে। আমাদের ভালো রাখার দায়িত্ব আমাদেরই। আমরা আজ আমাদের না বদলালে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নিজেদের ভালো রাখতে পারবে না।

(লেখক জলপাইগুড়ি ডিপিএসসি'র কর্মী)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৯৮

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	৫					
৬			★	★	★	★	★
★	★	★	★	★	৭		৮
৯		১০		১১		★	
	★		★		★	★	
১২			★	১৩			

পাশাপাশি : ১। মলমাস-এর আর এক নাম ৩। আয়ুর্বেদগ্রন্থ- রচয়িতা মুনি ৫। বিপদ দূরকারী ৬। অন্ধকার দূর করে এমন ৭। সংগীতের বাঁধুনি বা রচনা ৯। সংস্কৃত পণ্ডিতের উপাধি ১২। নবীন শব্দের ব্রজবুলি রূপ ১৩। অসাধারণ কর্মী, কাজে উৎসর্গীকৃত জীবন যার।

উপর-নীচ : ১। যা আসলে কারণ নয় তাকে কারণ বলে চালানো, অছিলা ২। উত্তাপ, মানসিক যন্ত্রণা, মনস্তাপ, শোক ৩। সহজে পাওয়া যায় এমন, সস্তা স্বাভাবিক ৪। ক্রুদ্ধ গর্জন বা আস্ফালন, ভয় প্রদর্শন ৫। বাধা, প্রতিবন্ধ, বিপদ ৭। খারাপ, মন্দ, অসৎ, রুক্ষ, দূষিত ৮। চাঁদের আলো, জ্যোৎস্না ৯। পণ্ডিত, সুশিক্ষিত, জ্ঞানী ১০। পুরাণোক্ত সপ্ত পাতালের দ্বিতীয়টি ১১। রক্ত, লাল কাপড়।

সমাধান ■ ৪১৯৭

পাশাপাশি : ১। আহিক ৪। দঙ্গল ৫। নাদ ৭। কসুর ৮। গরমিল ৯। নালায়েক ১১। বৎস ১৩। চন্ডু ১৪। ঘেঁচড়া ১৫। ইয়ার।

উপর-নীচ : ১। আস্তিক ২। কদর ৩। বালভোগ ৬। দলিল ৯। নারাচ ১০। কচুঘেঁচু ১১। বড়াই ১২। সঘর।

বিন্দুবিসর্গ

সুপ্রিম কোর্টে স্বস্তি রাজ্যের

‘রাজনৈতিক লড়াই আদালতে নয়’

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই : স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) ২৬ হাজার চাকরি বাতিল সংক্রান্ত সুপ্রিম কোর্টের রায় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য ঘিরে আদালত অবমাননার অভিযোগ উঠেছিল। এই অভিযোগে ‘আত্মদীপ’ নামে একটি সংগঠন সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করে। সোমবার সেই মামলার শুনানিতে মামলাকারীকে কড়া ভর্ৎসনা করল শীর্ষ আদালত। বিচারপতি বিআর গাভাইয়ের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বেঞ্চে মামলার শুনানি হয়।

মামলাকারীর আইনজীবী মণিন্দর সিং জানান, তাঁরা অ্যাটর্নি জেনারেলের কাছে এই মামলার জন্য প্রয়োজনীয় সম্মতি চেয়ে আবেদন করেছেন। তাঁর কথার রেশ ধরে বিচারপতি গাভাই বলেন, ‘আপনি নিশ্চিত, অ্যাটর্নি জেনারেল আপনাকে অনুমতি দেবেন? আমরা তো এমনিতেই এই মামলা খারিজ করে দেব। আদালতকে এমন কঠোর পদক্ষেপ করতে বাধ্য করবেন না। রাজনৈতিক লড়াই আদালতের বাইরে করুন, ভেতরে নয়।’

চার সপ্তাহের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছে মামলার শুনানি। পরবর্তী শুনানি হবে তখনই, যদি অ্যাটর্নি জেনারেল মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলার অনুমতি দেন, এমনটাই বার্তা প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের।

“ আপনি নিশ্চিত, অ্যাটর্নি জেনারেল আপনাকে অনুমতি দেবেন? আমরা তো এমনিতেই এই মামলা খারিজ করে দেব। আদালতকে এমন কঠোর পদক্ষেপ করতে বাধ্য করবেন না। রাজনৈতিক লড়াই আদালতের বাইরে করুন, ভেতরে নয়।

বিআর গাভাই

৩ এপ্রিল এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বিচারপতি সঞ্জীব খান্না এবং বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চ রাজ্যের প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিল করেন। সেই রায় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক সাংবাদিক বৈঠকে বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন বলে দাবি করে আত্মদীপ সংগঠনটি। ২৪ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করা হয়। মামলাকারীর তরফে আইনজীবী আয়ুষ আনন্দ মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের ইংরেজি অনুবাদ আদালতে দাখিল করেন।

এসএসসি বিধিতে আপত্তি খারিজ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই : এসএসসি নতুন বিধি মামলায় হস্তক্ষেপই করল না সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতে মামলাটি উঠলে বিচারপতি সঞ্জয়কুমার এবং বিচারপতি সতীশচন্দ্র শর্মার বেঞ্চ জানিয়েছে দিয়েছেন তাঁরা এই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করবেন না। ফলে ২০২৫ সালের নতুন বিধি মেনেই শিক্ষক নিয়োগ হবে। স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) নতুন বিজ্ঞপ্তিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দায়ের হওয়া মামলায় সুপ্রিম কোর্টে স্বস্তি পেল রাজ্য সরকার।

আগে এসএসসির নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দায়ের হওয়া সব আবেদন খারিজ করে দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌমেন সেনের ডিভিশন বেঞ্চ। সোমবার হাইকোর্টের সেই রায়ই বহাল রেখেছে সুপ্রিম কোর্ট।

শীর্ষ আদালতের বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চ আবেদনকারীদের আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যকে কার্যত ভর্ৎসনার সুরে জানিয়েছে, নিজেদের মতো নিয়োগের শর্ত বা মাপকাঠি স্থির করতে পারে এসএসসি। আবেদনকারীরা এসএসসির সেই এক্তিয়ারের ভিন্ন ব্যাখ্যা করছেন আদালতে। সুপ্রিম কোর্ট এক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করতে আগ্রহী নয়।

বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য যুক্তি দিয়েছিলেন, এসএসসির বিজ্ঞপ্তিতে কর্মরত শিক্ষকদের অভিজ্ঞতার জন্য ১০ নম্বর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। অথচ সুপ্রিম কোর্ট আগেই জানিয়েছে, অযোগ্যরা কখনই ফের নিয়োগের সুযোগ পাবেন না। তাঁদের বেতন ফেরত দেওয়ার নির্দেশও দিয়েছে শীর্ষ আদালত। এই পরিস্থিতিতে এসএসসির বিজ্ঞপ্তি ধোঁয়াশা তৈরি করেছে। বিকাশরঞ্জন বলেন, ‘এর ফলে অযোগ্যরা বাড়তি সুবিধা পাচ্ছেন।’ সেই যুক্তি খারিজ করে আদালতের পর্যবেক্ষণ, অযোগ্যদের বাড়তি সুবিধা পাওয়ার অভিযোগ ঠিক নয়। কারণ, সুপ্রিম কোর্ট আগেই জানিয়ে দিয়েছে যে তাঁরা নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবেন না।

একনজরে

- এসএসসি’র নতুন বিজ্ঞপ্তিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দায়ের হওয়া মামলায় সুপ্রিম কোর্ট হস্তক্ষেপ করল না
- কলকাতার হাইকোর্টের বিচারপতি সৌমেন সেনের ডিভিশন বেঞ্চের রায়কেই মান্যতা দিল শীর্ষ আদালত

বিরোধী দলনেতাকেই বলতে দেয় না, কটাক্ষ রাহুলের

সিঁদুর চর্চায় প্রথমেই হোঁচট

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই : প্রতিশ্রুতি ছিল আলোচনার। বাস্তবে হল হইচই। যার সমাপ্তি ঘটল অধিবেশন মুলতুবিতে। অপারেশন সিঁদুরের রেশ ধরে এমনটাই ছিল বাদল অধিবেশনের প্রথম দিন।

নিরাপত্তা, রাজনীতি এবং সংসদীয় মর্যাদা, এই তিনটি ইস্যুতে উত্তাল হয়ে উঠল সংসদে বাদল অধিবেশনের সূচনাপর্ব। অধিবেশন শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে লোকসভা এবং রাজ্যসভা দুপুর পর্যন্ত মুলতুবি করে দিতে বাধ্য হলেন অধ্যক্ষ ও সভাপতি। বিরোধীরা একযোগে দাবি তোলে ‘অপারেশন সিঁদুর’ এবং পহলগামে জঙ্গি হামলা নিয়ে আলোচনার।

একদিন আগেই কেন্দ্রের তরফে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, অপারেশন সিঁদুর ও পহলগামে জঙ্গি হামলা নিয়ে সংসদে বিস্তারিত আলোচনা হবে। কিন্তু বাস্তবে বাদল অধিবেশনের প্রথম দিনে সেই প্রতিশ্রুতি অধরা রয়ে গেল। প্রশ্নোত্তর পর্বে বারবার বাধা পড়ে, ওয়েলে নেমে স্লোগান ও বিক্ষোভ দেখান বিরোধী সাংসদরা। একাধিকবার মুলতুবি করতে হয় অধিবেশন। তাঁদের বক্তব্য পেশের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেন বিরোধী সাংসদরা।

সরব হন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিও। তাঁর অভিযোগ, ‘প্রতিরক্ষা মন্ত্রী কিংবা বিজেপি সাংসদরা যখন-তখন কথা বলছেন। আমি বিরোধী দলনেতা। আমারও বক্তব্য পেশের অধিকার রয়েছে। অথচ আমি যখন কথা বলতে চাইছি, আমাকে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না। এটা নতুন ধাঁচের সংসদ চালনা।’ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উদ্দেশে তাঁর কটাক্ষ, ‘উনি তো এক সেকেন্ডেই কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন।’ সংসদে নীরব থাকলেও অধিবেশন শুরুর কিছুক্ষণ আগে বার্তা দিয়েছেন মোদি। সমাজমাধ্যমে তিনি লিখেছেন, ‘গোটা পৃথিবী ভারতের সেনার শক্তি উপলব্ধি করতে পেরেছে। অপারেশন সিঁদুরের মাধ্যমে ভারতীয় সেনাবাহিনী যে লক্ষ্য স্থির করেছিল, তা ১০০ শতাংশ পূরণ করতে পেরেছে। ঘরে ঢুকে ২২ মিনিটের মধ্যে জঙ্গি ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিয়েছে।’ প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ‘মেড ইন ইন্ডিয়া’ সরঞ্জামের প্রতি আন্তর্জাতিক মহলের আকর্ষণ বেড়েছে বলে দাবি করেছেন প্রধানমন্ত্রী। সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, ‘সরকার সংসদে সব বিষয় নিয়ে আলোচনায় আগ্রহী। বিরোধীরা গঠনমূলক পরামর্শ দিলে আমরা অবশ্যই শুনব। দেশের স্বার্থে যে কোনও আলোচনা সরকার করতে প্রস্তুত। আশা করি, সব দল মিলে এই অধিবেশনে গঠনমূলক আলোচনার পরিবেশ তৈরি হবে।’

বিরোধীদের বিক্ষোভের মুখে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা বলেন, ‘সরকার সমস্ত ইস্যু নিয়ে আলোচনা করতে প্রস্তুত। তবে সেটা হবে সংসদের বিধি ও শৃঙ্খলা মেনে। সভার মধ্যে বিশৃঙ্খলা বরদাস্ত করা হবে না।’ কংগ্রেসের ডেপুটি লিডার গৌরব গগৈয়ের পালটা প্রশ্ন, ‘ভারত অপারেশন সিঁদুরের মাধ্যমে কার্যত যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। তাহলে প্রধানমন্ত্রী সংসদে দাঁড়িয়ে উত্তর দেবেন না কেন?’ তাঁর অভিযোগ, বিহারে ভোটার তালিকা সংশোধন, পহলগামে হামলা, আহমেদাবাদে এয়ার ইন্ডিয়া বিমানের দুর্ঘটনা, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভারত-পাক সংঘর্ষ বিরতি নিয়ে মধ্যস্থতার দাবি, সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সরকারের তরফে আলোচনা করার কোনও সদিচ্ছা দেখা যাচ্ছে না।

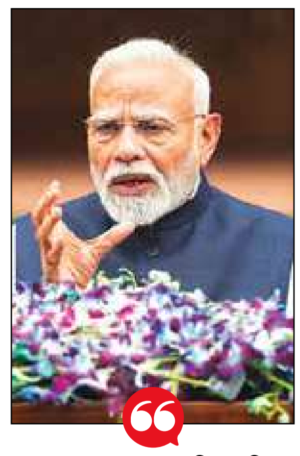

“ সরকার সংসদে সব বিষয় নিয়ে আলোচনায় আগ্রহী। বিরোধীরা গঠনমূলক পরামর্শ দিলে আমরা অবশ্যই শুনব। দেশের স্বার্থে যে কোনও আলোচনা সরকার করতে প্রস্তুত।

নরেন্দ্র মোদি

“ আমি বিরোধী দলনেতা। আমারও বক্তব্য পেশের অধিকার রয়েছে। অথচ আমি যখন কথা বলতে চাইছি, আমাকে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না। এটা নতুন ধাঁচের সংসদ চালনা।

রাহুল গান্ধি

ইডি’র ভূমিকার নিন্দা সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই : এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-র ভূমিকা নিয়ে সোমবার প্রশ্ন তুলল সুপ্রিম কোর্ট। বিশেষ করে রাজনৈতিক মামলায় তাদের সক্রিয়তার বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাইয়ের নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ। একইসঙ্গে কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়ার স্ত্রী পার্বতীর বিরুদ্ধে মামলা খারিজ সংক্রান্ত হাইকোর্টের রায় বহাল রেখেছে সুপ্রিম কোর্ট।

প্রধান বিচারপতি গাভাই এ প্রসঙ্গে সতর্ক করে বলেন, রাজনৈতিক লড়াই নির্বাচনেই হোক। রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করবেন না ইডিকে। তাঁর কথায়, ‘আমরা যদি মুখ খুলি, তাহলে ইডি নিয়ে কঠিন কথা বলতে হবে। মহারাষ্ট্রে এরকম অভিজ্ঞতা আমার আছে। এভাবে সারা দেশে হিংসা ছড়াবেন না।’

সুপ্রিম কোর্ট ইডি-র আপিল খারিজ করে দেওয়ায় মাইসুরু নগরোন্নয়ন নিগম (মুডা)-র জমি দুর্নীতি মামলায় মুখ্যমন্ত্রীর স্ত্রীর বিরুদ্ধে আর কোনও অভিযোগ থাকছে না।

জমি বণ্টনের ক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগে কংগ্রেসশাসিত কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী, তাঁর স্ত্রী পার্বতী এবং শ্যালক মল্লিকার্জুনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল।

ল্যানসেট রিপোর্টে মেডিকেল কমিশনের দুর্নীতি ফাঁস

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই : দুর্নীতির শিকড় অন্য অনেক ক্ষেত্রের মতো দেশের মেডিকেল শিক্ষাতেও ছড়িয়ে গিয়েছে। সাম্প্রতিক একটি প্রতিবেদনে সেই দুর্নীতির ছবি বেআব্রু করে দিয়েছে আন্তর্জাতিক মেডিকেল জার্নাল ‘দ্য ল্যানসেট’। বিশ্বখ্যাত পত্রিকার প্রতিবেদনে ভারতের সর্বোচ্চ মেডিকেল শিক্ষা নিয়ামক সংস্থা ‘ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশন’ (এনএমসি)-র বিরুদ্ধে ‘প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি ও অদক্ষতা’ নিয়ে তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে।

১৯ জুলাই প্রকাশিত ল্যানসেটের ওই রিপোর্টে বলা হয়েছে, এই দুর্নীতি দেশের ডাক্তারি শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার গুণমানকে গভীরভাবে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে।

সিবিআই জানিয়েছে, দুর্নীতির ঘটনায় এখনও পর্যন্ত স্বাস্থ্যমন্ত্রকের ৮ জন কর্মকর্তা, জাতীয় স্বাস্থ্য সংস্থার যুগ্ম পরিচালক, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও ৭টি মেডিকেল কলেজের কর্তা সহ মোট ৩৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এও জানিয়েছে, দেশের পাঁচ রাজ্যের ৪০টির বেশি জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে ছয়জনকে হাতেনাতে ৫৫ লাখ টাকা ঘুষ লেনদেনের সময় ধরা হয়।

সিবিআইয়ের অভিযোগ, স্বাস্থ্যমন্ত্রকের কর্তারা গোপন তথ্য বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলিকে আগে থেকে জানিয়ে দিতেন—কখন পরিদর্শক আসবেন, কারা আসবেন ইত্যাদি। ফলে কলেজগুলি ভুয়ো শিক্ষক আর নকল রোগী দেখিয়ে এমন একটা ভাব করত, যাতে সরকারি অনুমোদন পেতে তাদের কোনও অসুবিধা হত না।

ল্যানসেটের রিপোর্টে বলা হয়েছে, মেডিকেল কমিশনের কোনও স্পষ্ট পরিকল্পনা ও কর্মসূচি নেই, উপরন্তু অতিরিক্ত কেন্দ্রীয়করণ আর অদক্ষতা সংস্থাটিকে অকেজো করে দিয়েছে। যদিও এনএমসি জানিয়েছে, তারা এই ঘটনায় চারজন পরিদর্শককে কালো তালিকাভুক্ত করার পাশাপাশি অভিযুক্ত ছয়টি কলেজের নতুন আসন অনুমোদনও আপাতত বন্ধ রেখেছে।

ভারতে বছরে গড়ে ১ লক্ষ ১৮ হাজার ছাত্রছাত্রী এমবিবিএস কোর্সে ভর্তি হয়। এর সঙ্গে রয়েছেন ১৩ লক্ষ নথিভুক্ত চিকিৎসক। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) যেখানে প্রতি ১০০০ জনে ১ জন ডাক্তার থাকার কথা বলে, ভারতে ১ হাজার ২৬৩ জনে ১ জন ডাক্তার। চিকিৎসা সংকট মেটাতে আগামী ৫ বছরে আরও ৭৫ হাজার নতুন আসন বাড়ানোর লক্ষ্য রয়েছে সরকারের। কিন্তু তাতে সমস্যা কতটা মিটবে তা নিয়ে সংশয় আদৌ কাটছে না।

একইসঙ্গে তাড়াহুড়ো করে নতুন কলেজ খোলা, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে চটজলদি আসন বাড়ানো আর নিয়ম শিথিল করার কারণে পড়াশোনার মান নিয়েও বিস্তর সন্দেহ তৈরি হয়েছে। ল্যানসেটের মতে, আগে মেডিকেল কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া (এমসিআই) যা করত, সেই একই পথে হাঁটছে নতুন এনএমসি। এমসিআই-এর জায়গায় এনএমসি গঠিত হয়েছিল ২০২০ সালে আগের দুর্নীতি রুখতে। অথচ আগের সংস্থার রোগগুলি নতুন সংস্থার শরীরেও বাসা বেঁধেছে। দুর্বল নীতি, হঠাৎ হঠাৎ নতুন কলেজ খোলা ও আসন বাড়ানোর চাপে কোনও কিছুরই মান বজায় থাকছে না। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ‘এনএমসি শুধু সংখ্যার ওপর জোর দিলে ভবিষ্যতে ডাক্তারদের মান নষ্ট হবে, যার প্রভাব পড়বে দেশের স্বাস্থ্য পরিষেবার ওপর। তাই ভারতের মানুষের স্বাস্থ্যের নিরাপত্তার জন্য মেডিকেল শিক্ষার মান বজায় রাখা এবং তার সুষ্ঠু প্রয়োগ ঘটানো এনএমসির ক্ষেত্রে আবশ্যিক।’

ল্যানসেটের বিরূপ প্রতিবেদনকে মান্যতা দিয়ে ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন (আইএমএ)-এর সভাপতি দিলীপ ভানুশালি স্বীকার করেছেন, ‘এই দুর্নীতির ঘটনায় এনএমসি-র ভাবমূর্তি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আইএমএ চায়, দোষীদের দ্রুত ও কঠোর শাস্তি হোক এবং ভবিষ্যতে যাতে এমন না হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হোক।’ বলেছেন, ‘নতুন মেডিকেল কলেজগুলিতে পরিকাঠামো আর পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই। এতে ভবিষ্যতের ডাক্তাররা ঠিক প্রশিক্ষণ পাচ্ছেন না।’ একইসঙ্গে ভুয়ো ডাক্তারি রোখা, ডাক্তারদের সুরক্ষার জন্য কঠোর আইন এবং বিভিন্ন চিকিৎসা পদ্ধতি গুলিয়ে দেওয়ার (মিক্সোপ্যাথি) বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের দাবি তুলেছেন তিনি।

অন্যদিকে স্বাস্থ্যমন্ত্রক, ল্যানসেট এবং এনএমসি-র কাছে এই বিষয়ে প্রশ্ন পাঠানো হলেও রিপোর্ট প্রকাশের সময় পর্যন্ত কোনও উত্তর মেলেনি।

অনিয়ম তালিকা

- সিবিআই পাঁচ রাজ্যের ৪০টি জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে বড় অঙ্কের ঘুষ ও বেআইনি কাজের প্রমাণ পেয়েছে।
- সরকারি স্বাস্থ্যমন্ত্রকের কর্মকর্তারা গোপনে বেসরকারি কলেজগুলিকে তথ্য দিতেন। কলেজগুলি সেইমতো নকল শিক্ষক ও রোগী দেখিয়ে নিয়মরক্ষার নাটক করে সরকারি অনুমতি আদায় করত।
- দুর্নীতির অভিযোগে এ পর্যন্ত স্বাস্থ্যমন্ত্রকের ৮ কর্তা, জাতীয় স্বাস্থ্য সংস্থার যুগ্ম পরিচালক, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও ৭টি মেডিকেল কলেজের কর্তা সহ মোট ৩৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে।
- ছয়জনকে হাতেনাতে ৫৫ লক্ষ টাকা ঘুষ লেনদেনের সময় ধরা হয়েছে।

শপথ শ্রিংলা সহ ৫ সাংসদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই : বাদল অধিবেশনের প্রথম দিন সোমবার রাজ্যসভায় হর্ষবর্ধন শ্রিংলা সহ মোট পাঁচজন সাংসদ শপথ নিলেন। তাঁদের মধ্যে তিনজন মনোনীত সদস্যও রয়েছেন। দিনের শুরুতেই পহলগাম হামলায় নিহতদের এবং আহমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় মৃতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয় দুই কক্ষে।

এদিন শপথ নিয়েছেন, বীরেন্দ্র প্রসাদ বৈশ্য (অসম গণ পরিষদ) এবং কণাদ পুরকায়স্থ (বিজেপি)। মনোনীত সদস্যদের মধ্যে শপথ নেন মীনাক্ষী জৈন, সি সদানন্দন মাস্টার এবং হর্ষবর্ধন শ্রিংলা। অভিজ্ঞ কূটনীতিক হর্ষবর্ধন শ্রিংলা ভারতের বিদেশসচিব ছিলেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বাংলাদেশ এবং থাইল্যান্ডে রাষ্ট্রদূত হিসেবেও কাজ করেছেন। তিনি ২০২৩ সালে ভারতের জি২০ প্রেসিডেন্সির প্রধান সমন্বয়কারীও ছিলেন।

শুভেচ্ছা মোদির

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই : কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেকে সোমবার তাঁর জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করেছেন। মোদি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, ‘রাজ্যসভার বিরোধী নেতা শ্রী মল্লিকার্জুন খাড়গেজিকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। প্রার্থনা করছি তাঁর দীর্ঘ ও সুস্থ জীবন।’ লোকসভার বিরোধী নেতা রাহুল গান্ধি সহ কংগ্রেসের অন্যান্য নেতা ও সাংসদরা তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

মুম্বই ট্রেন বিস্ফোরণে ১২ ‘দোষী’ বেকসুর

মুম্বই, ২১ জুলাই : সেটা ছিল ২০০৬ সাল। মুম্বইয়ের লোকাল ট্রেনে ধারাবাহিক বিস্ফোরণে ১৮৯ জনের মৃত্যু হয়েছিল। আহত হন ৮০০-র বেশি মানুষ। ওই ঘটনায় নিম্ন আদালতে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন ১২ জন। তাঁদের মধ্যে ৫ জনের মৃত্যুদণ্ড এবং বাকিদের যাবজ্জীবন হয়। ট্রেন বিস্ফোরণের ১৯ বছর পর দোষী সাব্যস্ত সবাইকে বেকসুর খালাসের নির্দেশ দিয়েছে বম্বে হাইকোর্ট। সোমবার বিচারপতি অনিল কিলোর এবং বিচারপতি শ্যাম চন্দকের বেঞ্চ জানিয়েছে, দোষীদের বিরুদ্ধে আদালতে যে তথ্যপ্রমাণ দাখিল করা হয়েছে, তা পর্যাপ্ত নয়। তদন্তকারীরা ধৃতদের অপরাধ প্রমাণ করতে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছেন। সেই কারণে সবাইকে বেকসুর খালাস ঘোষণা করা হচ্ছে।

হাইকোর্টের বক্তব্য, ‘প্রসিকিউশন অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলা প্রমাণ করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। এটা বিশ্বাস করা কঠিন যে অভিযুক্তরা অপরাধ করেছেন। তাই তাঁদের সাজা বাতিল করা হচ্ছে।’ আদালতের এদিনের রায়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বিভিন্ন মহলে। এআইএমআইএম নেতা আসাদউদ্দিন ওয়াইসি হাইকোর্টের রায়কে ‘পুলিশের সম্পূর্ণ ব্যর্থতা’ বলে দাবি করেছেন। তিনি বলেন, ‘১২ জন মুসলিম এমন একটি অপরাধের জন্য ১৮ বছর ধরে জেল খাটলেন, যা তাঁরা করেননি। তাঁরা জীবনের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছেন। ১৮০টি পরিবার তাঁদের প্রিয়জনকে হারিয়েছে। বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। তাঁরা ন্যায়বিচার পেলেন না।’ মহারাষ্ট্র পুলিশের এটিএস অফিসারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তিনি।

বিস্ফোরণের সময় মুম্বইয়ের একটি কেন্দ্র থেকে সাংসদ ছিলেন শিবসেনার মিলিন্দ দেওরা। তিনি বলেন, ‘একজন মুম্বইকর হিসাবে আমি এই রায় মেনে নিতে পারছি না। সেরা আইনজীবী নিয়োগ করার এবং অবিলম্বে বম্বে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করার জন্য আমি মহারাষ্ট্র সরকারের কাছে আবেদন করছি।’ বিজেপি নেতা কিরীট সোমাইয়া এই রায়কে ‘গভীর হতাশাজনক’ বলে অভিহিত করেছেন। প্রবীণ আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণের মতে, শুধু পুলিশের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে অভিযুক্তদের দোষী সাব্যস্ত করেছিল নিম্ন আদালত। তাঁদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। যার জেরে ১২ জনকে ১৯ বছর নির্যাতন-জেল-যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে।

২০০৬ সালের ১১ জুলাই মাত্র ১১ মিনিটের ব্যবধানে একের পর এক বিস্ফোরণে কেঁপে উঠেছিল মুম্বই। বোমাগুলি চার্চ গেট থেকে আসা ট্রেনের কামরাগুলিতে রাখা হয়েছিল। মাতুঙ্গা রোড, মাহিম জংশন, বান্দ্রা, খার রোড, যোগেশ্বরী, ভায়ান্দর এবং বোরিভালি স্টেশনের কাছে বিস্ফোরণ ঘটেছিল।

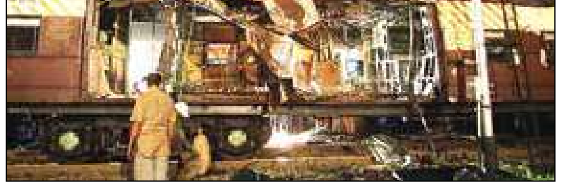

তথ্যপ্রমাণে ফাঁক

- ট্রেন বিস্ফোরণে দোষী সাব্যস্ত সবাইকে বেকসুর খালাসের নির্দেশ হাইকোর্টের
- দুই বিচারপতির বেঞ্চ জানিয়েছে, দোষীদের বিরুদ্ধে আদালতে যে তথ্যপ্রমাণ দাখিল করা হয়েছে, তা পর্যাপ্ত নয়
- হাইকোর্টের রায়কে ‘পুলিশের সম্পূর্ণ ব্যর্থতা’ বলে দাবি আসাদউদ্দিন ওয়াইসির
- মহারাষ্ট্র সরকারকে রায়ের বিরুদ্ধে আপিলের পরামর্শ শিবসেনা নেতা মিলিন্দ দেওরার

৪৩ মোহরেও মেটেনি লোভ, রহস্যমৃত্যু বধূর

আবু ধাবি ও তিরুবনন্তপুরম, ২১ জুলাই : ১১ বছরের বিবাহিত জীবনে দাঁড়ি পড়ে গেল কেরলের কন্যা অতুল্যার। শনিবার তাঁর দেহ মিলেছে সংযুক্ত আমিরশাহিতে তাঁদেরই ফ্ল্যাটে।

কেরলের কন্যা অতুল্যার বিয়ের সময় বরপক্ষকে মেয়ের বাড়ির তরফে পণ বাবদ বাইক ও ৪৩টি স্বর্ণমুদ্রা দেওয়া হয়েছিল। বিয়ে হয় ২০১৪-য়। তাতেও মেটেনি শ্বশুরবাড়ির চাহিদা। অভিযোগ, তখন থেকেই আরও যৌতুকের দাবিতে অতুল্যার ওপর শারীরিক, মানসিক অত্যাচার চালিয়েছে তাঁর স্বামী। তাঁদের একটি কন্যা আছে।

মা থুলাসিবাইয়ের তরফে পুলিশে দায়ের করা অভিযোগে বলা হয়েছে, জামাই সতীশই মেয়েকে শ্বাসরোধ করে খুন করেছে। সতীশের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায়সংহিতার একাধিক ধারা, যৌতুক নিষিদ্ধ আইন ১৯৬১-তে খুনের মামলা রুজু হয়েছে।

বাবা রাজশেখরণ পিল্লাই জানিয়েছেন, তাঁদের জামাই মদ খেলে হিংস্র হয়ে ওঠে। মেয়ে আত্মহত্যা করেনি। ভিডিওতে অতুল্যার গায়ে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তাতে দেখা গিয়েছে, সতীশ টুল তুলে মারতে যাচ্ছে।

শতবর্ষ পেরিয়ে প্রয়াত ভিএস

তিরুবনন্তপুরম, ২১ জুলাই : জীবনাবসান হল কেরলের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রবীণ সিপিএম নেতা ভিএস অচ্যুতানন্দনের। তাঁর বয়স হয়েছিল ১০১ বছর। দীর্ঘদিন ধরেই বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন তিনি। সোমবার দুপুরে তিরুবনন্তপুরমের একটি বেসরকারি হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়।

সোমবার অচ্যুতানন্দনের শারীরিক অবস্থা সংকটজনক হয়ে ওঠায় হাসপাতালে তাঁকে দেখতে যান মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন সহ সিপিআই(এম)-এর শীর্ষ নেতারা।

এদিন অচ্যুতানন্দনের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজমাধ্যমে লেখেন, ‘কেরলের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা ভিএস অচ্যুতানন্দনের পরিবার, বন্ধু এবং সহকর্মীদের প্রতি আমি সমবেদনা জানাই। প্রবীণ নেতার মৃত্যু জনজীবনে শূন্যতা তৈরি করবে।’

অচ্যুতানন্দন ছিলেন কেরলে মার্ক্সবাদী রাজনীতির এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি ‘ভিএস’ নামে পরিচিত ছিলেন জাতীয় রাজনীতিতে। ২০১৯ সালে স্ট্রোকের পর থেকে তাঁকে আর প্রকাশ্যে দেখা যেত না। ২০২১ সালে তিনি সক্রিয় রাজনীতি থেকে অব্যাহতি নেন।

১৯২৩ সালের ২০ অক্টোবর আলাপুঝা জেলার পুন্নাপ্রায় জন্ম অচ্যুতানন্দনের। ২০০৬-২০১১ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী। আজীবন সামাজিক ন্যায় ও শ্রমিক অধিকার রক্ষায় লড়াই চালিয়ে গিয়েছেন ভিএস। ১৯৬৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টি ভাগ হয়ে গেলে তিনি সিপিআই(এম)-এ যোগ দেন। নতুন দলের প্রথম কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যও হয়েছিলেন। ১৯৮০ থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত তিনি সিপিআই(এম)-এর রাজ্য সম্পাদক ছিলেন। এই সময়েই দলের শিকড় মজবুত হয় এবং শ্রমজীবী ও প্রান্তিক মানুষের কাছে কমিউনিস্ট পার্টি এক ভরসার জায়গা হয়ে ওঠে।

সামলেছেন দলের রাজ্য সম্পাদকের গুরুদায়িত্ব। মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন হেঁটে শবরীমালা গিয়ে তীর্থক্ষেত্র দর্শন করে বিতর্কও তৈরি করেছিলেন তিনি। বিধায়ক হিসাবে তিনি কেরল বিধানসভায় ছিলেন ৩৪ বছর ৭ মাস ২১ দিন। যা ‘ঈশ্বরের আপন দেশ’-এ এখনও সর্বকালীন রেকর্ড। সক্রিয় থাকার সময়ে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বিজয়নের সঙ্গে অচ্যুতানন্দনের সংঘাত ছিল সর্বজনবিদিত। প্রকাশ্যে বিজয়নের সমালোচনা করায় পলিটব্যুরো থেকে সরতেও হয়েছিল তাঁকে।

তবে বয়স সত্ত্বেও ২০১৬ সালের নির্বাচনেও তিনি মালামপুঝা কেন্দ্র থেকে লড়ে জেতেন এবং বামফ্রন্টের প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। পরে শারীরিক কারণে দলের পক্ষ থেকে দায়িত্ব হস্তান্তর করা হয় পিনারাই বিজয়নের হাতে। কেরলের রাজনৈতিক ইতিহাসে অচ্যুতানন্দনের অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বিচারপতি ভার্মা অপসারণে সই ২০৮ সাংসদের

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই : নগদ-কাণ্ডে অভিযুক্ত বিচারপতি যশবন্ত ভার্মার অপসারণের প্রক্রিয়া শুরু করল কেন্দ্র। সোমবার বাদল অধিবেশনের প্রথমদিনেই শাসক ও বিরোধী দলের মোট ২০৮ জন সাংসদ অভিযুক্ত বিচারপতির ইমপিচমেন্ট শুরু করার আবেদনে সই দিয়েছেন। ১৪৫ জন সাংসদ লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার কাছে এবং রাজ্যসভার ৬৩ জন সাংসদ জগদীপ ধনকরের কাছে স্মারকলিপি জমা দিয়েছেন। কংগ্রেস এবং সিপিএম সহ এনডিএ জোটের সাংসদরাও সই করলেও এখনও স্বাক্ষর করেননি তৃণমূলের কোনও সাংসদ।

এদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সংসদ ভবনে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেন। উপস্থিত ছিলেন অমিত শা, জেপি নাড্ডা, রাজনাথ সিংরা। এদিনই বিচারপতি ভার্মার বিরুদ্ধে এফআইআর করার আবেদন নিয়ে শুনানি চেয়েছিলেন আইনজীবী ম্যাথিউস নেড়ুমপারা। কিন্তু আবেদনের সময় তিনি বিচারপতি ভার্মাকে শুধু ভার্মা বলে উল্লেখ করায় অসন্তুষ্ট স্বরে প্রধান বিচারপতি বলেন, ‘উনি কি আপনার বন্ধু নাকি? ভুলে যাবেন না উনি এখনও একজন সম্মাননীয় বিচারপতি। যতক্ষণ না তিনি অপসারিত হচ্ছেন, ততক্ষণ তিনি বিচারপতিই থাকবেন।’

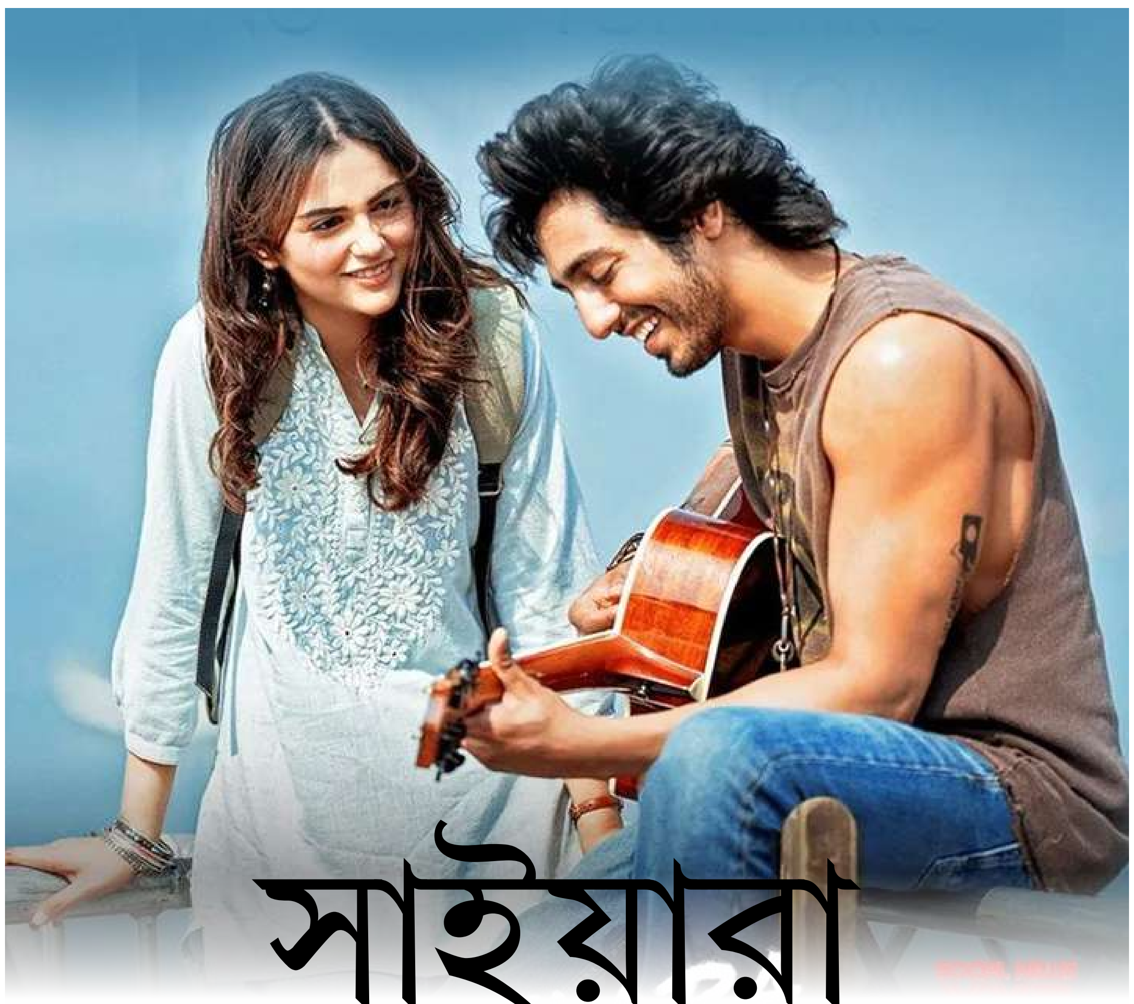

সাইয়ারা
নয়া জুটির নয়া রেকর্ড

শুরুতে নাকি ৭ কোটির ব্যবসা করবে! বক্স অফিস বলেছিল এমনটাই। কিন্তু হিসেবটা বাড়ল গুণিতকে। হাতে ২১ কোটি। উইকএন্ড পেরিয়ে সাইয়ারার কপালে ৮০-৮২ কোটি! এ ছবির ধাক্কায় তারিখ পিছোল সন অফ সর্দারের! লিখেছেন শবরী চক্রবর্তী

রাস্তা ছাড়ছে বলিউড

নতুনের পথ থেকে সরে দাঁড়াচ্ছে পুরোনো। সাইয়ারার লিডিং জুটির অপ্রতিরোধ্য দৌড়ের সামনে থেকে সরে গেল 'সন অফ সর্দার ২'। মুক্তি পাচ্ছে না এই ছবি। ফলে আরও একটা গোটা সপ্তাহ পেয়ে গেলেন মোহিত সুরির নায়ক-নায়িকা।

বক্স অফিস বলেছিল, শুরুতে হয়তো ৭ কোটি টাকা আসবে। কিন্তু দেখা গেল, এসে গেছে ২১ কোটি টাকা। আরো ৩ গুণ বেশি। সব মিলিয়ে প্রথম উইকএন্ড পেরিয়ে সাইয়ারার কপালে ৮০-৮২ কোটি টাকা। কোনও নতুন জুটির এই কদর এর আগে অন্য কোনও ছবি দেখাতে পারেনি। পরেও পারবে কিনা, সন্দেহ।

এই কারণেই সাইয়ারাকে পথ ছেড়ে দিচ্ছে অন্য ছবিরা। কারণ অনিবার্যভাবে ওপেনিং উইকএন্ডের তুলনা হবেই। আর সেখানেই একেবারে আনকোরা দুটো ছেলেমেয়ের কাছে মাথাভারী পুরনোরা হেরে যাবেন কোন দুঃখে? তার চেয়ে টেকনিকাল ত্রুটির কথা বলে রাস্তা ছেড়ে দেওয়াটাই আপাতত সেরা পন্থা। বলিউড করছেও

ছবি নিয়ে সরছেন অনুরাগ

সাইয়ারা ভয়ে পিছিয়ে গেলেন অনুরাগ বসু? ব্যাপারটা অনেকটা সেইরকম শোনাচ্ছে। আসলে হয়েছে কি, সাইয়ারার যা গল্প, প্রায় অনেকটাই একইরকম গল্প হল কার্তিক আরিয়ান-শ্রীলীলা অভিনীত ছবিতে। সেই এক গায়কের কেরিয়ারে উত্থানের গল্প। তার তারকা হয়ে ওঠার গল্প।

কিন্তু সাইয়ারার জোয়ার দেখে অনুরাগের মনে হল, গল্প হয়তো এক হয়ে যাওয়ার জন্য দর্শকরা না-ও নিতে পারেন। এ ছবির কপাল পুড়তে পারে। তাই ছবির বেশ কিছুটা অংশ বদলাবে। যাতে কোনও তুলনাই আর না আসে।

তবে সরাসরি এ কথা তিনি বলেননি। অনুরাগ বলেছেন যে, কার্তিক আরিয়ান এখন করণ জোহরের 'তু মেরি, ম্যায় তেরা' ছবির শুটিং নিয়ে খুবই ব্যস্ত। আর তিনি নিজেও 'মেট্রো ইন দিনো'র প্রচার নিয়ে ব্যস্ত। সুতরাং সময় হচ্ছে না। এবার তাড়াতাড়ি শুটিং শেষ করতে হবে। ফলে এ ছবি দিওয়ালিতে মুক্তি পাবে না। ছবি পিছোবে বলে জানিয়েছেন অনুরাগ।

হাতে ড্রিপ নিয়েও সাইয়ারা দর্শন

কি ফ্যান! কবজিতে আইভি ড্রিপ লাগানো, তাই নিয়ে তিনি গিয়েছেন সাইয়ারা দেখতে। তাঁর এই ছবি দেখার ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। এই অবস্থাতেও তিনি সাইয়ারা দেখা ছাড়েননি। তাঁর চিকিৎসা চলছে, তারপরেও নয়। ভিডিওয় দেখা যাচ্ছে, তিনি চোখের জল মুছছেন। কমেন্ট বক্সে স্বাভাবিকভাবেই প্রচুর মন্তব্য। কেউ লিখেছেন, আরে ট্রিটমেন্টটা তো কর। কেউ লিখেছেন, হাসি পাচ্ছে আমার।

মোহিত সুরি পরিচালিত সাইয়ারা ছবিতে দুই নবাগত আহান পাণ্ডে ও অনীত পাড্ডা অভিনয় করেছেন। ছবির বক্স অফিস রিপোর্ট ভালো, ইতিমধ্যেই ৮০ কোটির ওপর ব্যবসা করে ফেলেছে ছবি।

সাগর কিনারে জন্মদিনে পিগি

৪৩তম জন্মদিন প্রিয়াংকা জোনাস কাটালেন দ্য বাহামাস-এ। তাঁর সঙ্গে ছিলেন স্বামী নিক ও মেয়ে মালতি মেরি। বোট থেকে তোলা ছবি পোস্ট করেছেন তিনি। তারপরের একটি ক্লিপে দেখা যাচ্ছে, সমুদ্রের জলে শুয়ে আছেন নিক, তার বুকের ওপর বসে পিগি। আর একটি ছবিতে পিগি হাঁটছেন সাগর পারে, মেতে উঠেছেন জলকেলিতে, সূর্যাস্তে সেলফি তোলার তোড়জোড় করছেন। সেইসঙ্গে ভিডিও পোস্ট করেছেন। তাতে দেখা যাচ্ছে, তিনি জলে, পিছনে নিক। আর একটি ছবি সমুদ্রের ধারের। তিনি বিকিনি পরে বসে আছেন, নিকের পরনে কালো শর্টস, তাঁদের মাঝখানে মালতি, সে মুখ ঢেকে ফেলেছে ক্যামেরার দিকে তাকাচ্ছে না। এই ছুটি কাটানোতে তাঁদের সঙ্গী ছিলেন নিকের মা-বাবা, কেভিন জোনাস সিনিয়র, ডেনিস জোনাস। এছাড়া ছিলেন তাঁদের বন্ধুরা। তাঁদের সকলের ছবি তাঁদের খাওয়াদাওয়া, তাঁর জন্মদিনের উপহার—সব ছবিই তিনি পোস্ট করেছেন। এছাড়াও আছে সমুদ্রের অনেক ছবি। কমেন্ট বক্স উপচে গিয়েছে অনুরাগীদের মন্তব্যে।

উল্লেখ্য, প্রিয়াংকাকে হেডস অফ স্টেট-এ দেখা গিয়েছে। এরপর সিটাডেল সিরিজের পরের ভাগে দেখা যাবে।

একুশের মঞ্চে শ্রাবন্তী, রূপাঞ্জনা, রিমঝিম

শ্রাবন্তী তাহলে ভোটে লড়ছেন? দেবী চৌধুরানি হয়ে লাঠি খেলা, ছোরা খেলা শিখলেও, রাজনীতিটাও ভালোই শিখেছেন নায়িকা। কদিন আগে বিজেপির মুখ ছিলেন তিনি। শুধু তিনি একা নন, রূপাঞ্জনা আর রিমঝিমরাও ছিলেন বিজেপিতে। কিন্তু আজ দেখা গেল, শ্রাবন্তী, রূপাঞ্জনা, রিমঝিম সকলেই নন্দনে এসে ভিড় করেছেন, ২১ জুলাইয়ের মঞ্চে যাবেন বলে।

তাঁরা মঞ্চে উঠলেনও। শ্রাবন্তী আগে তৃণমূলে ছিলেন। আবার ঘরে ফিরে এলেন তিনি। যদিও ভোটে টিকিট পাচ্ছেন কিনা, সেটা এখনও স্পষ্ট নয়। নিজেও সে কথা এড়িয়ে গেছেন। বিজেপিতে যোগ দিয়ে টিকিট পেয়েও ভোট পাননি। ফলে সেখানে তাঁর আর থাকাও হল না। এবার সেই হেরো প্রার্থীকে নিয়ে তৃণমূল কী করবে, সেটাও একটা প্রশ্ন। এদিকে শারীরিক অসুস্থতার কারণে অন্য অনুষ্ঠানে যেতে না পারলেও, সৌমিতৃষা কুণ্ডু কিন্তু ২১ জুলাইয়ের মঞ্চে ছিলেন। তিনিও কি টিকিট পাবেন? সে খবরও আপাতত শিকেয়।

দৃশ্যম ৩, শুটিং নিয়ে ঝামেলা

মালায়ালাম ছবি দৃশ্যম ৩, মালায়ালাম এবং হিন্দি দুই ভাষাতেই হবে। দুটোর কোনটার শুটিং আগে শুরু হবে, তাই নিয়ে ঝামেলা শুরু হল বলে। মালায়ালাম ছবির নায়ক মোহনলাল, পরিচালক জিতু জোসেফ। তাঁর ছবির শুটিং প্রসঙ্গে জিতু বলেছেন, 'দুই ভাষাতেই দৃশ্যম ৩ হবে। প্রথমে ওরা বলছিল হিন্দি প্রথমে হবে। পরে যখন বলা হয় সেক্ষেত্রে আইনের পথ নেওয়া হবে, তখন ওরা পিছিয়ে যায়।' কিছুদিন আগে খবর হয়, মালায়ালাম ভার্সান আসল হলেও অজয় দেবগণ অভিনীত হিন্দি দৃশ্যম ৩-এর শুটিং আগে হবে। এরপরেই জিতু আসরে নামেন। তাঁর কথায়, 'প্রথমে দুটো ভাষার ছবিই একসঙ্গে হবে বলা হচ্ছিল, কিন্তু আমরা এভাবে ভাবিইনি। আগে মালায়ালাম ভাষায় দৃশ্যম ৩ হবে। অক্টোবর থেকে ছবির শুটিং শুরু। এখনও চিত্রনাট্য লেখার কাজ চলছে। গতরাতে আমি ক্লাইম্যাক্স লিখেছি। আমি এখন প্রবল চাপে আছি।' বোঝাই যাচ্ছে, হিন্দি দৃশ্যম ৩-কে কোনওভাবেই জায়গা ছাড়বে না মালায়ালাম দৃশ্যম ৩।

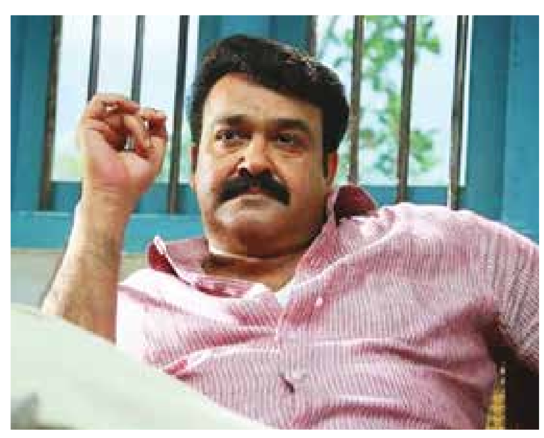

হ্যাঁ, স্ত্রীর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করি

স্বীকার করলেন ভোজপুরী ও হিন্দি ছবির অভিনেতা রবি কিষেণ। সন অফ সর্দার ২-এ অজয় দেবগণ, মৃণাল ঠাকুরের সঙ্গে তিনিও ছবির অন্যতম অভিনেতা। সকলে ছবির প্রচারে এসেছিলেন কপিল শর্মার কমেডি শো-তে। সেখানেই তাঁকে প্রশ্ন করা হয় স্ত্রীকে প্রণাম করার ব্যাপারে। তিনি বলেন, 'হ্যাঁ করি। তবে তিনি আমাকে করতে দেন না। তিনি ঘুমিয়ে পড়লে তবেই করতে পারি।'

শো-তে ছিলেন অর্চনা পূরন সিং। তিনি বলেন, 'দারুণ। এতে খারাপ কি আছে!' মৃণাল বলেন, 'বাহ'। কপিলও প্রশংসা করেন। রবি বলেন, 'আমার কাছে যখন টাকাপয়সা ছিল না, কিচ্ছু ছিল না, তখনও তিনি আমাকে ছেড়ে যাননি। আজ আমি যাই হই না কেন, উনি আমার সঙ্গে আছেন। উনি যেভাবে আমার সুবিধা অসুবিধা দেখেন, উনি প্রণামেরই যোগ্য।'

এ কথা শুনে অজয় মজা করে রবিকে বলেন, 'যে যত অপরাধ করে, সে তত বউয়ের পা ছোঁয়।' সকলেই হেসে ওঠেন। কপিল বলেন, 'আজ অজয় স্যার, একেবারে ফ্রন্ট ফুটে খেলছেন।'

উল্লেখ্য, রবি তাঁর দীর্ঘদিনের প্রেমিকা প্রীতিকে বিয়ে করেন ১৯৯৩ সালে। তাঁদের তিন মেয়ে রিভা, তানিষ্ক, ইশিতা, ছেলে সক্ষম। তারা অবশ্য অভিনয়ে নেই। নেটমহল রবির কাজে অভিভূত। রবিকে আগামীতে দেখা যাবে সন অফ সর্দার ২ ছবিতে।

একনজরে সেরা ৫

করণের প্রশংসায়

সাইয়ারার নায়ক আহান পাণ্ডে ও নায়িকা অনীত পাড্ডার প্রশংসায় পঞ্চমুখ স্বয়ং করণ জোহার। তিনি লিখেছেন, আহানের অভিনয় অসাধারণ। আমি তোমার পরের জার্নি দেখতে পাচ্ছি। ছবির জগতে স্বাগত অনীত। তাঁর এই পোস্টে অভিভূত আহান লিখেছেন, আপনার ছবি দেখে বড় হয়েছি, আপনার কাছ থেকে এটা শোনা, আমি হতবাক!

কোরিয়ান ছবির নকল

হিট হওয়ার সঙ্গে সাইয়ারা নিয়ে বিতর্কও শুরু। সাইয়ারা উঠতি সিঙ্গারের গল্প। মোহিত সুরি পরিচালিত ছবিটির সঙ্গে কোরিয়ান আ মোমেন্ট টু রিমেম্বার ছবির মিল অনেকটাই। এর আগেও মোহিতের এক ভিলেন, মার্ডার ২ ছবিও কোরিয়ান ছবির নকল ছিল। আশিকি ২ লেডি গাগা ও ব্র্যাডলি কুপারের দ্য স্টার ইজ বর্ন ছবির নকল।

ইডি'র সমন

সোশ্যাল মিডিয়ায় অবৈধ বেটিং অ্যাপের প্রচার করার জন্য হায়দরাবাদ এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট রাণা দাগ্গুবতি, প্রকাশ রাজ, বিজয় দেবেরাকোন্ডাকে সমন পাঠিয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদের জন্যই এই সমন। এইসব অ্যাপের বিরুদ্ধে ইডির তদন্তের গতি বেড়েছে। আইনজীবীদের নিয়ে উল্লিখিত তারকারাও তৈরি হচ্ছেন প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য। অনেকেই মনে করছেন, না জেনেই ওঁরা এই বিজ্ঞাপন করেছেন।

সোনম রঘুবংশীকে নিয়ে

মেঘালয়ে হানিমুন করতে গিয়ে স্বামীকে ঠান্ডা মাথায় খুন করে দেহ লোপাট করেছিলেন সোনম রঘুবংশী। সেই ঘটনা নিয়ে ছবি করতে চান আমির খান। এ সম্পর্কে খোঁজখবর করছেন, বিভিন্ন তথ্যও ঘাঁটছেন। যদিও তাঁর তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি। পর্দায় বাস্তব তুলে আনা আমির ওই রোমহর্ষক খুনও হয়তো পর্দায় আনবেন।

তারা আর বীর

নিজের মিউজিক ভিডিও থোড়ি সি দারুর কিছু ছবি পোস্ট করেছেন তারা সুতারিয়া। গায়ক এপি ধিলোঁর সঙ্গে তিনি আছেন, সঙ্গে ক্যাপশন, 'তুমি আমার চাঁদ, তুমি আমার রাত'। এতে বীর পাহাড়িয়ার কমেন্ট, 'আমার'। তারার উত্তর, 'আমার'। ওঁরা কি নিজেদের সম্পর্ক অফিশিয়াল করলেন? অনেক দিন ধরেই তো এই সম্পর্কের গুঞ্জন ছিল!

ছোট্ট তারা

৫ বছর বয়সি প্রেয়সী দেব আলিপুরদুয়ার কলেজপাড়ার বাসিন্দা। স্থানীয় বেসরকারি স্কুলের কেজি ১-এর ছাত্রী। নৃত্য, অঙ্কন ও সংগীতে বিশেষ দক্ষতা দেখিয়ে পুরস্কার পেয়েছে।

তোমার দেখা নাই...

শহিদ দিবসে সরকারি অফিস শুনসান

শহিদ স্মরণ সমাবেশ উপলক্ষ্যে তৃণমূলের নেতারা সদলবলে গিয়েছেন কলকাতায়। এদিকে শহর খাঁখাঁ। জেলা পরিষদ ভবন থেকে শুরু করে পুরসভার অফিস- কোথাও দেখা মিলল না শাসকদলের জনপ্রতিনিধির। জরুরি প্রয়োজনে সেসব দপ্তরে গিয়েও ফিরে যেতে হল আমআদমিকে। আর ডুয়ার্সকন্যা বা মহকুমা শাসকের দপ্তরের মতো সরকারি অফিসও রইল ফাঁকাই।

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২১ জুলাই : সোমবার দুপুরে ঘড়ির কাঁটায় ১টা পার করে কয়েক মিনিট হয়েছে। আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদ অফিসে গিয়ে দেখা গেল, গোটা অফিসটাই কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। জেলা পরিষদের ঝাঁ চকচকে ভবনের সামনে যে ভিআইপি পার্কিং জোনে অন্যদিন সভাধিপতি, সহকারী সভাধিপতিদের গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে, সেখানে এদিন নজরে এল মাত্র কয়েকটি বাইক। শাসকদলের জনপ্রতিনিধিরা যে অফিসে আসবেন না, সেটা জেনেই হয়তো বাইকগুলো সেখানে রাখা হয়েছিল এদিন। অন্যদিন হলে নিশ্চয়ই বাইকচালকরা 'সাহস' করতেন না। তবে এদিন তো ছিল ২১শে জুলাই, শহিদ স্মরণ। ব্যাপারই আলাদা।

মূল ভবনের গেটের মুখে নিরাপত্তারক্ষীরাও চেয়ারে গা এলিয়ে আরাম করছিলেন। ভবনের সামনের অংশ একদম শুনসান। অন্যান্য দিনের জেলা পরিষদের ভিড়ের ছবিটার সঙ্গে এদিনের দৃশ্যের কোনও মিল পাওয়া যাচ্ছিল না। জেলা পরিষদের বিভিন্ন বিভাগে কর্মীরা ছিলেন ঠিকই, তবে সাধারণ মানুষের দেখা খুব একটা মিলল না। কয়েকদিন আগে, গত ৯ জুলাই রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের ডাকা ধর্মঘটের দিনের হাইলাইটস দেখা যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছিল।

২১শে জুলাই কলকাতায় তৃণমূলের শহিদ স্মরণ সমাবেশের অনুষ্ঠানের জন্য জেলা পরিষদের প্রায় সব সদস্যই কলকাতায় গিয়েছেন। জনপ্রতিনিধিদের যে অফিসে পাওয়া যাবে না সেটা ভেবেই হয়তো জেলার সাধারণ মানুষরাও এদিন অফিসে খুব একটা পা রাখেননি। প্রথম তলায় সভাধিপতির ঘরের বাইরে যেমন দেখা গেল চেয়ারগুলো ফাঁকা। দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকতেই এক মহিলা কর্মী জানালেন, সভাধিপতি নেই। তবে কিছু বলার থাকলে তিনি লিখে রাখতে পারেন। জেলা পরিষদের অফিসের বাইরে আবার কয়েকজনকে দেখা গেল যাঁরা মাঝেরডাবরি থেকে সভাধিপতির সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে শিবা দাস নামে এক ব্যক্তি বললেন, 'আমাদের গ্রামে নোনাই নদীর ভাঙন ঠেকানোর জন্য কথা বলতে এসেছিলাম। সভাধিপতি তো নেই। আগামী সপ্তাহে আবার আসতে হবে।'

তবে এই ছবিটা শুধু জেলা পরিষদের অফিসের নয়, আলিপুরদুয়ার পুরসভাতেও দেখা গিয়েছে। জেলায় তৃণমূলের সব স্তরের নেতারাই কলকাতায় গিয়েছেন। বাদ যাননি জনপ্রতিনিধিরাও। পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর সহ বেশ কয়েকজন কাউন্সিলার কলকাতায় রওনা দিয়েছিলেন শনিবারই। এদিন পুর ভবনে গিয়ে কাউকেই দেখা যায়নি। এমনকি যে কাউন্সিলাররা কলকাতায় যাননি তাঁদেরও অফিসে পা পড়েনি। পুরসভার ভাইস চেয়ারপার্সন মাম্পি অধিকারী বললেন, 'আমার ওয়ার্ডে একুশে জুলাইয়ের অনুষ্ঠান ছিল। সেখানেই থাকতে হয়েছে। তাই অফিসে যেতে পারিনি।'

জনপ্রতিনিধিদের অফিসে না পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ মানুষ পরিষেবা পেতে গিয়ে কিছুটা সমস্যায় পড়েছেন। এদিন যেমন নিউটাউনের বাসিন্দা বৃদ্ধা ঊষা দাস এসেছিলেন চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করতে। কয়েকদিন আগেই পুরসভার কর্মীরা

পুরসভার চেয়ারম্যানের ভিজিটরস রুম ফাঁকা। (নীচে) ফাঁকা জেলা পরিষদের সভাধিপতির অফিসের সামনের জায়গা। সোমবার।

দিনভর

- সরকারি অফিসগুলোয় কর্মী ও আধিকারিকরা এসেছিলেন
- তবে কোথাও জনপ্রতিনিধিদের দেখা মেলেনি
- এমনকি তৃণমূলের যে দুয়েকজন জনপ্রতিনিধি কলকাতা যাননি, তাঁরাও অফিসমুখো হননি সেভাবে
- সরকারি দপ্তরে লোকজনের আনাগোনাও ছিল কম
- সব জায়গায় যেন ছিল ছুটির মেজাজ

নাকি জানিয়েছেন, বাড়ি থেকে আবর্জনা নেওয়ার জন্য পুরসভাকে টাকা দিতে হবে। সেটা যেন না করা হয় সেটাই তিনি চেয়ারম্যানকে জানাতে এসেছিলেন। তবে এদিন তো চেয়ারম্যানের দেখা মেলেনি। 'আবার আমাকে আরেকদিন আসতে হবে', বলছিলেন ঊষা।

জেলা পরিষদ অফিসের মতোই পুরসভা অফিসেও শহরের বাসিন্দাদের আসা-যাওয়া দিনভর কমই ছিল। যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই আধারকেন্দ্রে পরিষেবা নিতে এসেছিলেন। পুরসভার অন্য বিভাগের কর্মীদের কাজ তেমন না থাকায় অনেকেই বসে বসে সময় কাটিয়েছেন। কাউকে আবার দেখা গেল, মোবাইলে ধর্মতলার সমাবেশে নজরে রেখেছেন। কেউ আবার চোখ রেখেছিলেন বিজেপির উত্তরকন্যা অভিযানেও।

একইদিনে তৃণমূল ও বিজেপির জোড়া কর্মসূচির প্রভাব নজরে এসেছে আলিপুরদুয়ার শহরে। সপ্তাহের প্রথম দিনে বিভিন্ন সরকারি অফিসে যেমন ভিড় দেখা যায়, সেটা এদিন দেখা যায়নি। জেলা পরিষদের অফিস ও পুরসভায় জনপ্রতিনিধিরা ছিলেন না। তবে আধিকারিকদের দেখা গিয়েছে। জেলা প্রশাসনিক ভবন ডুয়ার্সকন্যা হোক বা মহকুমা শাসকের দপ্তর, পূর্ত দপ্তরের বিভিন্ন অফিস হোক বা সেচ দপ্তরে অফিস- সব জায়গায় এদিন যেন ছুটির মেজাজে কাজ হয়েছে। আধিকারিক-কর্মীরা ছিলেন ঠিকই, তবে সাধারণ মানুষের আনাগোনা ছিল অনেক কম।

কোর্ট চত্বরেও সেইরকম ভিড় নজরে আসেনি। কোর্ট চত্বরের ব্যবসায়ী সমরেশ সাহার বক্তব্য, 'এদিন যে সোমবার, সেটা মনেই হচ্ছে না। শনিবার যে রকম হালকা ভিড় থাকে, এদিন সেরকম ছিল। সেজন্য ব্যবসাও খুব একটা ভালো হয়নি।'

শ্রাবণের প্রথম সোমবারে ভিড় দুই শহরের মন্দিরে

আলিপুরদুয়ারের একটি মন্দিরে পুণ্যার্থীদের ভিড়। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

শিববন্দনায় মাতলেন তরুণ ও তরুণীরা

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ২১ জুলাই : সোমবার সকালের কোমল রোদমাখা শহরের অলিগলিতে দেখা গেল হাতে হাতে বড় পুজোর ডালা। আর সেই থালায় গঙ্গাজল ভরা ঘট, ফুল, ধূপ, ধুতরো, বেলপাতা, ফল আর কাঁচা দুধ। সেইসব নিয়ে নারী-পুরুষের দল শোভাযাত্রার মতো এগিয়ে চলেছেন শহরের নানা মন্দিরের দিকে। কারও পরনে শাড়ি, কারও পাঞ্জাবি, তরুণীদের কারও হাতে কাচের সবুজ চুড়ি। অনেক নবদম্পতিকে দেখা গেল একসঙ্গে শিবের মাথায় জল ঢালতে। এদিন পথের ধারে দাঁড়িয়ে এক বৃদ্ধা মালতী রায় কাঁপা গলায় বললেন, 'শ্রাবণের সোমে শিব না মানলে চলে?'

শ্রাবণ মাসের প্রথম সোমবার উপলক্ষ্যে সকাল থেকে আলিপুরদুয়ার শহরজুড়ে উৎসবের আমেজ। এদিন সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত সর্বত্র উপচে পড়া ভিড় লক্ষ করা যায়। সবচেয়ে বেশি ভিড় দেখা গিয়েছে লিঙ্গরাজ মন্দির, মহাকালধাম, দুর্গাবাড়ি এবং শহরের বিভিন্ন শিব-কালী মন্দিরে। এছাড়াও বিভিন্ন পাড়া ও মোড়ে প্রতিষ্ঠিত ছোট শিবলিঙ্গগুলিতেও চলে নৈবেদ্য, জল ঢালার রীতি।

এই ভিড়ের অন্যতম মুখ ছিল কমবয়সি স্কুল-কলেজ পড়ুয়ারা। অনেকেই ক্লাসে যাওয়ার আগে এসে হাজির হয় শিবঠাকুরের সামনে। লিঙ্গরাজ মন্দিরে পুজো দিতে কলেজ ছাত্রী সুস্মিতা রায় বললেন, 'শিবঠাকুরের কাছে একটা মানত করেছিলাম। সেটাই রাখতে এসেছি। শুধু ধর্ম নয়, এটা একরকম মানসিক শান্তির দিন।'

আলিপুরদুয়ার

> শিবঠাকুরের কাছে একটা মানত করেছিলাম। সেটাই রাখতে এসেছি। শুধু ধর্ম নয়, এটা একরকম মানসিক শান্তির দিন।
>
> **সুস্মিতা রায়,** *কলেজ ছাত্রী*

স্কুলে যাওয়ার আগে মায়ের সঙ্গে দুর্গাবাড়ি মন্দিরে জল ঢালতে এসেছে স্কুল ছাত্রী তানিশা সাহা। তার কথায়, 'শ্রাবণ মাসের প্রতিটি সোমবার আমরা আসি।'

শুধু তরুণীরাই নয়, পরিবার নিয়ে এসেছেন অনেকে। নিউটাউন এলাকার নবদম্পতি শুভ্রনীল সরকার ও সোমা সরকার এদিন লিঙ্গরাজ মন্দিরে জল ঢালতে এসেছিলেন। শুভ্রনীলের কথায়, 'এটাই আমাদের বিয়ের পর প্রথম শ্রাবণের সোমবার। দুজন মিলে শিবঠাকুরের মাথায় জল ঢাললাম। শান্তি আর সুস্থতার কামনা করলাম।'

ভক্তদের চোখেমুখে ছিল এক অদ্ভুত উজ্জ্বলতা। কারও মধ্যে করুণ প্রার্থনা, কারও মধ্যে নিঃশব্দ কৃতজ্ঞতা। মন্দির চত্বর ঘিরে সরগরম হয়ে ওঠে ফুল, ধূপ ও ফল বিক্রেতাদের দোকান। শসা, বেল, আম, খেজুর সবকিছুরই দাম ছিল অন্যদিনের তুলনায় বেশি। তবে তাতে দমে যাননি ভক্তরা। কলেজ হল্ট এলাকার এক ফল বিক্রেতা পাপাই দাস জানালেন, শ্রাবণ মাসের সোমবার বলে ফলের চাহিদা অনেক বেড়েছে। অনেকে পাঁচরকমের ফল একসঙ্গে নিয়েছেন।

ভিড় সামাল দিতে কোথাও কোথাও দেখা যায় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার তৎপরতা। লিঙ্গরাজ মন্দিরে স্থানীয় ক্লাব সদস্যরা লাইনের ব্যবস্থা করেন। বিভিন্ন মন্দিরে ১০০ টাকা, ২০০ টাকার বিনিময়ে ভোগের প্রসাদের ব্যবস্থা ছিল। পুজো শেষে অনেকে প্রসাদ নেন মন্দির থেকে। কেউ বসে ফল ভাগ করে খাচ্ছেন। কেউ আবার পরিবারের সঙ্গে ছবি তুলছেন শিবঠাকুরের সামনে দাঁড়িয়ে। ধূপ, মন্ত্রোচ্চারণ আর আস্থার এই পরিবেশে শহর যেন ফিরে পায় এক অন্যরকম রূপ।

বেলা হতেই লম্বা লাইন

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ২১ জুলাই : শ্রাবণের প্রথম সোমবার বলে কথা। তাই এদিন ফালাকাটার বিভিন্ন শিব মন্দিরে জল ঢালতে ভিড় উপচে পড়ে। সেই পুণ্যার্থীর ভিড়ে পুরুষ ও মহিলা উভয়ই ছিল। তবে সংখ্যার বিচারে ছেলেদের তুলনায় অবশ্য এদিন মহিলা পুণ্যার্থীর বেশি ভিড় লক্ষ করা গিয়েছে। শহরের কলেজ পড়ুয়া রাখি দত্তর কথায়, 'এদিন প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যেই শিবের মাথায় জল ঢালি। আমি আমার পরিবার পরিজনের পাশাপাশি সবার মঙ্গলকামনা করেছি।'

ফালাকাটার মহাকালবাড়ি নাটমন্দির, সারদানন্দপল্লি শিব মন্দির, জংলা কালীবাড়ি সহ অন্য মন্দিরগুলিতে ভক্তদের ভিড় ছিল। সকালে অবশ্য মন্দিরগুলি ফাঁকাই ছিল। ভিড়টা বাড়তে শুরু করে বেলার দিকে। বেলা ১১টা থেকে দুপুর ২টা-৩টা পর্যন্ত ভিড় ছিল মন্দিরগুলিতে। সব মন্দিরের মধ্যে মহাকালবাড়ির নাটমন্দিরে ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। সেখানে শ্রাবণ মাসের প্রথম সোমবার শ-তিনেকের বেশি ভক্ত জড়ো হয়েছিলেন শিবের মাথায় জল ঢালার জন্য। নাটমন্দির চত্বরে ভক্তদের লম্বা লাইন দেখা গিয়েছে।

ফালাকাটা পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অচিন্ত্য রায় বলেন, 'আমার ওয়ার্ডে অবস্থিত মহাকালবাড়ি নাটমন্দির শিব আরাধনার অন্যতম স্থান। এখানে এবারও শহরের পাশাপাশি বাইরে থেকেও প্রচুর ভক্ত শিবের মাথায় জল ঢালতে এসেছেন।'

এদিন মহাকালবাড়ি নাটমন্দিরে শিবের মাথায় জল ঢালতে আসা পুণ্যার্থী মাম্পি সাহা বলেন, 'শারীরিক অসুস্থতার কারণে দু'বছর মন্দিরে এসে জল ঢালতে পারিনি। এদিন অবশ্য আমার নিজেরই মঙ্গলকামনায় শিবের মাথায় জল ঢেলেছি।' মহাকালবাড়ি নাটমন্দিরের দুটি জায়গায় শিবপুজোর আয়োজন করা হয়েছিল। মূল মন্দির ছাড়াও মুজনাই নদীর পাশে বটপাকুড় গাছের নীচে থাকা শিব মন্দিরেও পুজোর আয়োজন করা হয়।

ফালাকাটা

সকাল থেকেই দুই জায়গায় বিভিন্ন বয়সের মহিলাদের ভিড় ছিল দেখার মতো। বড়ডোবার মুজনাই নদীর ঘাটেও শিব মন্দিরে জল ঢালতে লম্বা লাইন দেখা গিয়েছে। এদিন শহরের শীতলাবাড়ি, জংলা কালীবাড়ি, বাবুপাড়া দুর্গা মন্দিরেও শিবপুজোর আয়োজন করা হয়েছিল।

এছাড়া দেশবন্ধুপাড়ার বাপি সাহা রায়ের বাড়ির নাটমন্দিরে দিনভর চলে শিবের ভজনকীর্তন। শহরের বিশিষ্ট সংগীতপ্রেমী হিসেবে পরিচিত বাপি জানালেন, গত বছরই বাড়ির মন্দিরের সামনে শিবলিঙ্গ ও মূর্তি স্থাপন করেছেন। সাধারণ মানুষ যাতে পুজো দিতে পারে তার ব্যবস্থা করেছিলেন এবছর। বললেন, 'এবার সারাদিন পুজোর পর প্রসাদ বিতরণ করা হয়েছে।'

মহাকালবাড়িতে শিবের মাথায় জল ঢালতে ভিড়। -সংবাদচিত্র

বিগ বাজেটের পুজোর প্রস্তুতি

আলিপুরদুয়ার, ২১ জুলাই : আলিপুরদুয়ার শহরের বিগ বাজেটের পুজোগুলির প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যেই। আর শহরের জনপ্রিয় পুজোর আয়োজনের কথা বলতে গেলে মাতৃ মন্দির ক্লাবের কথা না বললেই নয়। এবছর আবার শহরের ১১ নম্বর ওয়ার্ডের এই ক্লাবের দুর্গাপুজোর ৭৫তম বর্ষ। ইতিমধ্যেই সেই ক্লাবের সদস্যরা পুজো নিয়ে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন।

পুজোর সময় দর্শনার্থীদের আকর্ষণ করতে ক্লাবের সদস্যরা নির্ভর করছেন থিমের চমকের ওপর। তাই আগেভাগে থিম নিয়ে তাঁরা কিছু বলতে নারাজ। ক্লাবের সদস্য দীপ্তি পাল কেবল বলেন, 'এবছরের মণ্ডপসজ্জার মাধ্যমে সেনাবাহিনীকে সম্মান জানানো হবে। পরিবেশবান্ধব

পুজো সংবাদ

নানা উপকরণ দিয়ে মণ্ডপ তৈরি করা হবে। আলোকসজ্জাতেও থাকবে নতুনত্বের ছোঁয়া।' তাঁদের এবছরের আয়োজন পুজো দেখতে আসা মানুষের ভালো লাগবে বলে দীপ্তিরা আশাবাদী।

সুপারিন্টেন্ডেন্টকে ঘিরে বিক্ষোভ

অনিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহ বীরপাড়ায়

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ২১ জুলাই : লাগাতার বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় নাজেহাল বীরপাড়াবাসী। বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির আধিকারিকরা উপভোক্তাদের অভিযোগে পাত্তা দেন না। বিদ্যুৎকর্মীরা একাধিক অজুহাত দেন। এমন পরিস্থিতিতে ক্ষুব্ধ হয়ে সোমবার বীরপাড়ার স্থানীয়রা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখান। নিয়মিত এবং চড়া রেটে বিদ্যুৎ বিল দেওয়া সত্ত্বেও কেন তাঁদের বিদ্যুৎ বিভ্রাটে ভুগতে হবে? কেন বিদ্যুতের লাইন এবং ট্রান্সফর্মারের ত্রুটিপূর্ণ অংশগুলি মেরামত করা হচ্ছে না? তা জানতে চেয়ে বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির বীরপাড়ার সুপারিন্টেন্ডেন্ট ভিকি কুমারকে প্রশ্ন করেন বিক্ষোভকারীরা।

প্রবল বিক্ষোভের মুখে পড়ে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে সুভাষপল্লি এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবার খামতি স্থায়ীভাবে পূরণ করার আশ্বাস দেন সুপারিন্টেন্ডেন্ট। তিনি বলেন, 'ওই এলাকায় যাতে বিদ্যুৎ পরিষেবা অব্যাহত থাকে তার জন্য রাতভর একটি মোবাইল ভ্যান প্রস্তুত থাকবে। এছাড়া সুভাষপল্লি এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য একটি আলাদা লাইন বসানোর পরিকল্পনা রয়েছে। তবে এলাকায় রেললাইন এবং রেলের জমি থাকায় এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের অনুমোদন প্রয়োজন।' তিনি জানান, শনিবার রাতে বীরপাড়া থানার কাছে গাছের ডাল ভেঙে পড়ায় বিদ্যুতের লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তাই সুভাষপল্লি, কলেজপাড়া এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল। ওই এলাকায় ১১ হাজার ভোল্টের লাইনটি মেরামতের কাজ চলছে বলে জানিয়েছে বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি।

বেশ কিছুদিন ধরে অনিয়মিত

বিক্ষোভের মুখে বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির সুপারিন্টেন্ডেন্ট ভিকি কুমার।

বাড়ছে ক্ষোভ

- একটু হাওয়া বইলে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়
- বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির আধিকারিকরা উপভোক্তাদের অভিযোগে পাত্তা দেন না
- অধিকাংশ সময় মোবাইল ভ্যান সার্ভিস পাওয়া যায় না
- শনিবার রাতে কলেজপাড়া এবং সুভাষপল্লি এলাকায় প্রায় চার ঘণ্টা বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল
- স্থায়ী সমাধানের দাবিতে বিদ্যুৎ দপ্তরের অফিসে বিক্ষোভ দেখান বাসিন্দারা

বিদ্যুৎ সরবরাহ নিয়ে বীরপাড়ার বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষোভ জমা হয়েছে। তাঁদের অভিযোগ, বীরপাড়ায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়া রোজনামচা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঝড়বৃষ্টি হলে কথাই নেই, একটু হাওয়া বইলেও বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। শনিবার রাতে কলেজপাড়া এবং সুভাষপল্লি এলাকায় প্রায় চার ঘণ্টা বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল। প্রচণ্ড গরমে নাজেহাল অবস্থা এলাকাবাসীর। সেই রাতে সুভাষপল্লির প্রায় ২৫ জন বাসিন্দা বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির দপ্তরে গিয়েছিলেন। কিন্তু গভীর রাত হওয়ায় স্বাভাবিকভাবে কোনও আধিকারিক বা কর্মীকে পাওয়া যায়নি।

সোমবার বিক্ষোভকারীদের অধিকাংশ ছিলেন সুভাষপল্লির কলেজপাড়া এবং নিউ লাইনের স্থানীয়রা। এদিন দুপুর থেকে বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির দপ্তরের সামনে জড়ো হতে থাকেন টিংকু সরকার, কার্তিক ভৌমিক, শান্তনু সরকাররা। বীরপাড়ার বাসিন্দা শুভ্রদীপ বসু বলেন, 'একটু জোরে হাওয়া দিলে আমাদের এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এটা আজকের নয়, দীর্ঘদিনের সমস্যা। অনেক সময় মোবাইল ভ্যান সার্ভিস পাওয়া যায় না। আমরা স্থায়ী সমাধান চেয়ে বিদ্যুৎ দপ্তরের অফিসে এসেছি।'

সুভাষপল্লির বাসিন্দা রনিত সরকার বলেন, '১১ হাজার ভোল্টের লাইনটি ঘুরপথে ৫ নম্বর লাইন এবং দলমোর গারোবস্তির ভেতর দিয়ে সুভাষপল্লিতে ঢোকানো হয়েছে। ওই এলাকায় প্রচুর গাছপালা রয়েছে। তাই প্রায় লাইনটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।'

বর্ষায় এনএস রোডে বিপত্তি বাড়ছে

জয়গাঁ, ২১ জুলাই : জয়গাঁ শহরের যোগাযোগের মাধ্যমের কথা বলতে গেলে ৩টি মূল রাস্তার কথা তো বলতেই হবে। এমজি রোড, লিংক রোড ও এনএস রোড। তার মধ্যে এমজি রোডের সংস্কারকাজ শুরু হয়েছে। আবার ইতিমধ্যেই সেই কাজের মান নিয়ে অভিযোগও উঠেছে। একটু ভারী বৃষ্টি হলেই লিংক রোডের দশা যে কোনও ছোট নদীর মতো হয়ে যেতে পারে, সেটাও দেখা গিয়েছে দিনকয়েক আগেকার একটি ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে (যদিও ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ)। রইল বাকি এনএস রোড। আপাতদৃষ্টিতে দেখলে মনে হবে, সেই রাস্তার পরিস্থিতি তো চলনসই। কিন্তু রাস্তার প্রকৃত অবস্থা কী, সেটা একটু ভারী বৃষ্টি হলেই টের পান জয়গাঁর বাসিন্দারা। এনএস রোডের পিচের আস্তরণ উঠে যায়। রাস্তার কঙ্কালসার চেহারা সামনে চলে আসে।

এবারে এই এনএস রোডে সংস্কারকাজের পাশাপাশি সৌন্দর্যায়নের কাজ করবে জয়গাঁ উন্নয়ন পর্ষদ। জয়গাঁ শহরের

এনএস রোডের পিচের আস্তরণ উঠে গিয়েছে। -সংবাদচিত্র

লাইফলাইন এই রাস্তাটি। জয়গাঁর সুমসুমি বাজার পার হলেই শুরু হয়ে যায় এনএস রোড। এই রাস্তাটি জয়গাঁর ভুটান রোড পর্যন্ত বিস্তৃত। সুমসুমি বাজারের পর থেকে জয়গাঁ ভুটানগেট পর্যন্ত ধরা হলে এই রাস্তাটির দৈর্ঘ্য প্রায় দেড় কিলোমিটার। পণ্যবাহী থেকে শুরু করে যাত্রীবাহী গাড়ির চলাচল রয়েছে এই রাস্তা দিয়ে। এর আগেও একবার এই রাস্তার সংস্কার করা হয়েছিল জয়গাঁ উন্নয়ন পর্ষদের (জেডিএ) তরফে। তারপরে আবার ভেঙেচুরে গিয়েছে। এবার পিচের স্তর উঠে এই রাস্তা এখন দুর্ঘটনাপ্রবণ হয়ে উঠেছে। যখন-তখন গাড়ির চাকা পিছলে

> এই রাস্তা এবারে সংস্কার করা হবে। জেডিএ'র পক্ষ থেকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে গিয়ে রাস্তা পরিদর্শন হবে। তারপর একটি বাজেট করে তা টেন্ডার করা হবে।
>
> **গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা,** *চেয়ারম্যান, জেডিএ*

যায়। রাস্তা সংস্কার নিয়ে আবার মাথা ঘামাচ্ছে জেডিএ কর্তৃপক্ষ।

এলাকার বাসিন্দা রামানুজ শা বলেন, 'এই রাস্তা তিন মাস আগে একবার ঠিক করা হয়েছিল। কিন্তু তারপর থেকে কেন জানিনা রাস্তায় বৃষ্টির জল আটকে যায়। আর তারপরেই ভাঙতে থাকে রাস্তা। এটি তো গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা। এই রাস্তা এভাবে ভাঙাচোরা থাকলে চলবে না।'

এলাকাবাসী ও ব্যবসায়ীদের এই দাবি পৌঁছেছে জয়গাঁ উন্নয়ন পর্ষদ অবধি। জেডিএ'র চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা বলেন, 'এই রাস্তা এবারে সংস্কার করা হবে। জেডিএ'র পক্ষ থেকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে গিয়ে রাস্তা পরিদর্শন হবে। তারপর একটি বাজেট করে তা টেন্ডার করা হবে।'

এলাকাবাসী বলছেন, দেড় কিলোমিটার দীর্ঘ এই রাস্তা পুরোটা যে খারাপ, তা নয়। তবে গ্যাস গোডাউনের সামনে, সুপার মার্কেটের সামনে অবস্থিত চৌপথি এবং জয়গাঁ থানা থেকে এগিয়ে গেলে যে অংশটা পড়বে, সেসব জায়গায় রাস্তা খারাপ। সেখানে পিচের আস্তরণ উঠে গিয়েছে। এলাকার বাসিন্দা থেকে শুরু করে ব্যবসায়ীদের দাবি, রাস্তাটি স্থায়ীভাবে মেরামত করা হোক। ব্যবসায়ী কৃষ্ণ জয়সওয়াল বলেন, 'বিভিন্ন স্থানে পিচ উঠে যাওয়ার কারণে ছোট গাড়ি ও বাইকচালকদের বেশি সমস্যা হচ্ছে। গাড়ি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। গতি একটু বেশি হলেই চাকা পিছলে যাচ্ছে। অনেক সময় পড়ে গিয়ে বাইকচালকরা আহত হচ্ছেন। হয় রাস্তা ভেঙে তৈরি করা হোক, নয়তো ঠিকমতো মেরামত করা হোক।'

দিনভর সভাপতিত্ব, রাতে ইস্তফা ধনকরের

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই : ভারতের ইতিহাসে আরেক রেকর্ড। মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই ইস্তফা উপরাষ্ট্রপতির। সংসদের বাদল অধিবেশন চলাকালীন আচমকা ওই পদ থেকে ইস্তফা দিলেন জগদীপ ধনকর। সোমবার রাতে তিনি রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে পদত্যাগপত্র পাঠান। স্বাস্থ্যজনিত কারণে ইস্তফা দিয়েছেন বলে ধনকর পদত্যাগপত্রে উল্লেখ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার অন্য সদস্য ও সাংসদদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি।

পদত্যাগপত্রে ধনকর লিখেছেন, 'স্বাস্থ্যের কথা ভেবে ও চিকিৎসকদের পরামর্শে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' দেশের উন্নয়নে শামিল হতে পেরে তিনি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীকে। লিখেছেন, 'ভারতের অভূতপূর্ব আর্থিক অগ্রগতি এবং বহুস্তরীয় উন্নয়নের সাক্ষী থাকতে পারাটা গৌরবের বিষয়। দেশসেবার সুযোগ পেয়ে আমি ধন্য। প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে সহযোগিতা পেয়েছি এবং তিনি যেভাবে আমাকে সমর্থন করে গিয়েছেন তা সারাজীবন মনে রাখব।'

সোমবারই শুরু হয়েছে বাদল অধিবেশন। সকালে রাজ্যসভার অধ্যক্ষ হিসাবে অধিবেশন সামলান ধনকর। তার কয়েক ঘণ্টা পর তাঁর এই ইস্তফায় স্বভাবতই নানা জল্পনা উসকে উঠেছে। ৭৪ বছর বয়সি ধনকর কিছুদিন ধরে অসুস্থ ঠিকই। কিন্তু আচমকা তাঁর সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে সোমবার রাত পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়েছে কি না, তা স্পষ্ট নয়। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকেও কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

সোমবারই দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি যশবন্ত ভার্মার বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্টের সুপারিশ সংসদে জমা পড়েছে ২০৮ জন সাংসদের সই সহ। তাতে রাজ্যসভা সাংসদদেরও সই আছে। প্রথম থেকে এই ইমপিচমেন্ট নিয়ে কিছু প্রশ্ন ছিল ধনকরের। সোমবার সুপারিশ পেশ হওয়ার পরেও কিছু আইনগত প্রশ্ন তুলেছিলেন।

২০২২ সালের ১১ অগাস্ট জগদীপ ধনকর দেশের উপরাষ্ট্রপতি হিসাবে দায়িত্বগ্রহণ করেন। বিরোধী পক্ষের প্রার্থী মার্গারেট আলভাকে ৩৪৬ ভোটে হারিয়ে তিনি উপরাষ্ট্রপতি হন। তিনি ভারতের ১৪তম উপরাষ্ট্রপতি। ২০২৭ সাল পর্যন্ত উপরাষ্ট্রপতি পদে মেয়াদ ছিল তাঁর। সেই মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার ২ বছর আগেই দায়িত্ব ছাড়তে চেয়ে চিঠি দিলেন ধনকর।

এর আগে ২০১৯ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত তিনি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ছিলেন। এর আগে তিনি চিকিৎসার জন্য কিছুদিন এইমসে ভর্তি ছিলেন। তারপর চলতি বছরের জুন মাসে নৈনিতালে কুমায়ুন বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০তম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে তিনি অচেতন হয়ে যান।

ধৃত ক্যামেরুনের ৩ ফুটবলার

জঙ্গলের রাস্তা ধরে নেপাল পালানোর ছক

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ২১ জুলাই : ক্যামেরুনের তিন খেলোয়াড় লুকিয়ে জঙ্গলের রাস্তা ধরে নেপালে পাড়ি দেওয়ার ছক কষেছিলেন। তবে তাঁদের সেই ছক ভেস্তে দিল এসএসবি। রবিবার রাতে এসএসবি এই তিন বিদেশিকে আটক করে। ট্যুরিস্ট ভিসা নিয়ে ভারতে ঢুকলেও তাঁদের প্রত্যেকেরই ভিসার মেয়াদ আগেই ফুরিয়ে গিয়েছে।

পাহাড়ি পথ দিয়ে ভারত থেকে নেপালে যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল ক্যামেরুনের এই তিন বাসিন্দার। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এসএসবি লোহাগড় মানঝা এলাকা থেকে তাঁদের পাকড়াও করে। এই এলাকাটি মূলত জঙ্গল অধ্যুষিত পাহাড়ি এলাকা। পানিঘাটা, লোহাগড় বনাঞ্চল পেরিয়ে গেলেই মেচি নদীর ওপারে নেপাল। সোমবার এসএসবি'র ৮ নম্বর ব্যাটালিয়নের লোহাগড় আউটপোস্টের জওয়ানরা আটক তিনজনকে মিরিক থানার অন্তর্গত পানিঘাটা ফাঁড়ির হাতে তুলে দেন। পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। যে দালাল এই

এসএসবি'র হাতে আটক ৩ বিদেশি ফুটবলার। সোমবার।

৩ জনকে পথ চিনিয়ে নেপালে নিয়ে যাচ্ছিল, সে পলাতক। মঙ্গলবার তিনজনকেই মিরিক মহকুমা আদালতে তোলা হবে এবং পুলিশ হেপাজতে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলে পানিঘাটা ফাঁড়ির ওসি এনামুল হক জানিয়েছেন।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতরা হল টিজোল ইভান, সোয়েমোহো ক্লদ ইদ্রিস ও বোনহা নিয়াম শ্লোভেন। ওসি এনামুল বলেন, 'কীভাবে, কাদের মদতে তাঁরা এই পথ দিয়ে নেপালে যাচ্ছিলেন, সেই সবকিছুই খতিয়ে দেখা হবে। দীর্ঘদিন আগে তিনজনেরই ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও ভারতে থাকার অভিযোগ রয়েছে তাঁদের বিরুদ্ধে।' এসএসবি'র আধিকারিকরা জানিয়েছেন, টিজোল ইভানের ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে গত ২০২৪ সালের ২১ জুলাই। বোনহা নিয়াম শ্লোভেনের ভিসার মেয়াদও গত বছরের ৭ নভেম্বর শেষ হয়েছে। আর সোয়েমোহো ক্লদ ইদ্রিসের ভিসার মেয়াদ শেষ হয়েছে ২০২৫ সালের ১৮ এপ্রিল।

যা ঘটেছে

- পানিঘাটা, লোহাগড় বনাঞ্চল পেরিয়ে গেলেই মেচি নদীর ওপারে নেপাল
- এসএসবি লোহাগড় মানঝা এলাকা থেকে ফুটবলারদের পাকড়াও করে
- সোমবার এসএসবি'র জওয়ানরা আটক তিনজনকে পানিঘাটা ফাঁড়ির হাতে তুলে দেন
- যে দালাল এই ৩ জনকে পথ চিনিয়ে নেপালে নিয়ে যাচ্ছিল, সে পলাতক

সকলেই ট্যুরিস্ট ভিসা নিয়ে ভারতে এসেছিলেন। সকলেই পেশাদার ফুটবলার। মূলত বিভিন্ন ফুটবল ক্লাবের হয়ে তাঁরা শিলিগুড়ি সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে নানারকম ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশ নিতেন। দীর্ঘদিন ধরে ভারতে অবৈধভাবে থেকে তাঁরা খেলাধুলো চালিয়ে গিয়েছেন।

তাঁরা নেপালে যাচ্ছিলেন কেন? প্রাথমিক তদন্তের পর জানা গিয়েছে, নেপালেও তাঁরা ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশ নিতেই যাচ্ছিলেন। তবে ভিসার মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ার পরও ভারতে থাকা যে অবৈধ, আর সেজন্য যে কোনও সময়ে যে তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে, তা বিলক্ষণ জানতেন তাঁরা। তাই নেপাল থেকেই নিজের দেশ, ক্যামেরুনে ফিরে যেতে চাইছিলেন তাঁরা। রবিবার এক দালালের মদতে মিরিকের পথ ধরে লোহাগড়ে পৌঁছান তাঁরা। লোহাগড় চা বাগান থেকে পাঁচশো মিটার হাঁটা পথ পাড়ি দিলেই নেপালে পৌঁছে যেতেন তাঁরা। কিন্তু গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তার আগেই এসএসবি'র জওয়ানরা ওই পথে ফুটবলারদের ধরতে ওঁত পেতে বসেছিলেন।

এর আগেও ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নকশালবাড়ির লালজিজোতে মেচি নদী সংলগ্ন এলাকা থেকে সেনেগালের একজন ফুটবলার এবং বিহারের এক দালালকে আটক করেছিল এসএসবি।

প্রয়াত প্রাক্তন মন্ত্রী আবু হেনা

বহরমপুর, ২১ জুলাই : প্রয়াত হলেন মুর্শিদাবাদে কংগ্রেসের 'মিস্টার ডিপেন্ডেবল' রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী আবু হেনা। রবিবার মধ্যরাতে কলকাতায় মারা যান কংগ্রেসের মুর্শিদাবাদের সভাপতি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। বেশ কিছুদিন ধরে তিনি বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন রোগে ভুগছিলেন বলে পারিবারিক সূত্রে খবর। সোমবার তাঁর মরদেহ কলকাতা থেকে প্রথমে বহরমপুর জেলা কংগ্রেস কার্যালয় এবং পরবর্তীতে বাসভূমি লালগোলায় নিয়ে আসা হয়। ভিড় জমান কংগ্রেস, বাম নেতৃত্বের পাশাপাশি দলীয় কর্মী, সাধারণ মানুষ।

লালগোলার টানা তিন দশকের বিধায়ক আবু হেনার মৃত্যুসংবাদ রবিবার মধ্যরাতেই পৌঁছায় জেলায়। মাঝরাত থেকেই কংগ্রেস কর্মীদের অপেক্ষা শুরু হয়, শেষশ্রদ্ধা জানানোর জন্য। বহরমপুর এবং লালগোলা, দুটি জায়গাতেই প্রচুর মানুষের ভিড় জমে। শেষশ্রদ্ধা জানান বহরমপুরের প্রাক্তন সাংসদ অধীররঞ্জন চৌধুরী। তাঁর বক্তব্য, 'তিনি শুধু প্রাক্তন মন্ত্রী বা জেলা কংগ্রেস সভাপতি ছিলেন না। তিনি ছিলেন আমার সহযোদ্ধা এবং হৃদয়ের আপনজন। তাঁর আদর্শ ও মতাদর্শের প্রতি দায়বদ্ধতা, আগামী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে।' মুর্শিদাবাদ জেলা বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান জামির মোল্লা বলেন, 'উনি ডান-বাম সব রাজনৈতিক দলের কর্মীদের কাছেই সজ্জনব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন। সকলেই শ্রদ্ধা করতেন।' এদিন লালগোলায় তাঁর মরদেহ পৌঁছানোর পর শোক মিছিল বের করেন কংগ্রেস নেতা-কর্মীরা।

বিতর্কে লাভলি

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২১ জুলাই : একুশে জুলাইয়ের সমাবেশের আগের দিন তৃণমূল কর্মীদের সঙ্গে রিল বানাতে দেখা যায় বিতর্কিত লাভলি খাতুনকে। এক তৃণমূল কর্মীর সোশ্যাল মিডিয়ার অ্যাকাউন্ট থেকে পোস্ট করা ভিডিওতে দেখা যায়, রবিবার কলকাতার গীতাঞ্জলি স্টেডিয়ামে তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে একসঙ্গে বসে মিটিং করছেন লাভলি খাতুন। যদিও এই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ। জাল ওবিসি সার্টিফিকেট কাণ্ডে হাইকোর্টের নির্দেশে এই লাভলি খাতুনকেই প্রধান পদ থেকে অপসারিত করা হয়। আবার লাভলিকে বাংলাদেশি বলে অভিযোগ তুলে গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছে বিজেপি। তৃণমূল নেতৃত্বের বক্তব্য, আইন মেনে ওই প্রধানের অপসারণ হয়েছে। তাছাড়া উনি কংগ্রেস থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন। এ ব্যাপারে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, লাভলির বিরুদ্ধে কোর্টের নির্দেশ মেনে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তবে লাভলি খাতুনকে বারবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন কেটে দেন।

ঢাকায় বিমান ভেঙে নিহত ১৯

প্রথম পাতার পর

সেনা, দমকল এবং পুলিশ জোরকদমে ভেঙে পড়া বাড়ির ধ্বংসস্তূপ সরানোর চেষ্টা করছে। আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যেতে অ্যাম্বুল্যান্সের পাশাপাশি হেলিকপ্টারের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে।

বিকাল পর্যন্ত ১৯টি দেহ উদ্ধার হয়েছে। বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ১৬৪ জনকে। আচমকা রোগীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় হাসপাতালগুলিতে রক্তসংকট দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশ বায়ুসেনার এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, ভেঙে পড়া বিমানের চালকের আসনে ছিলেন ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মহম্মদ তৌকির ইসলাম। এফটি-৭ বিজিআই মডেলের যুদ্ধবিমানটি দুপুর ১টা ৬ মিনিটে কুর্মিটোলার একে খোন্দকার বিমানঘাঁটি থেকে উড়েছিল। ওড়ার মাত্র ১২ মিনিট বাদে যান্ত্রিক ত্রুটি ধরা পড়ায় বিপদ বুঝে চালক বিমানটিকে শহরের বাইরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তার আগেই স্কুলের ওপর ভেঙে পড়ে।

মৃত্যু হয়েছে লেফটেন্যান্ট মহম্মদ তৌকির ইসলামের। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখতে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই দুর্ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মঙ্গলবার একদিনের জাতীয় শোক ঘোষণা করা হয়েছে বাংলাদেশে। এইসময় সব সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকবে। সব বেসরকারি ভবন ও বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশি দূতাবাসগুলিতেও জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বিমান দুর্ঘটনার পর বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস এক শোকবার্তায় বলেন, 'বায়ুসেনা ও মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষক-কর্মচারী সহ অন্যদের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। জাতির জন্যে এটা গভীর বেদনার মুহূর্ত। সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল সহ সব কর্তৃপক্ষকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে পরিস্থিতি মোকাবিলার নির্দেশ দিয়েছি।'

দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের টানাপোড়েন থাকলেও প্রতিবেশী দেশের এই বিপদে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ভারত। এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি লিখেছেন, 'ঢাকায় মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণহানিতে গভীরভাবে মর্মাহত। আমাদের হৃদয় শোকাহত পরিবারগুলির সঙ্গে রয়েছে। ভারত বাংলাদেশের পাশে রয়েছে। আমরা সম্ভাব্য সব ধরনের সাহায্য দিতে তৈরি।'

পরিচ্ছন্ন জল্পেশের স্লোগান শিকেয়

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ২১ জুলাই : শ্রাবণীমেলাকে দূষণমুক্ত করতে ও প্লাস্টিকের ব্যবহার রুখতে আগে থেকেই ঢাকঢোল পিটিয়ে 'ক্লিন জল্পেশ, গ্রিন জল্পেশ' কর্মসূচি ঘোষণা করেছিল প্রশাসন। কিন্তু শ্রাবণীমেলা শুরুর প্রথম দিনেই এই কর্মসূচি কার্যত প্রশ্নের মুখে পড়ল। শ্রাবণ মাসের প্রথম রবিবার ও সোমবার মেলার জল্পেশ মন্দির তো বটেই, মন্দির সংলগ্ন এলাকা এবং তিস্তা ঘাট থেকে জল্পেশ মন্দির যাওয়ার রাস্তায় আবর্জনার স্তূপ জমেছে। প্লাস্টিকের গ্লাস ও খাবারের প্লেট ব্যবহারের পর রাস্তার পাশে ফেলে রাখায় ছড়াচ্ছে দুর্গন্ধ। তার মধ্যেই নাকে হাত চাপা দিয়ে পুণ্যার্থীদের মন্দিরে জল ঢালতে যেতে হচ্ছে।

ময়নাগুড়ির বিডিও প্রসেনজিৎ কুণ্ডু বলেন, 'প্রথম দিন প্লাস্টিকের গ্লাস ব্যবহারের কিছু ঘটনা নজরে আসায় ব্যবহারকারীদের সতর্ক করা হয়েছে। আগামী সপ্তাহ থেকে আমরা কড়াকড়িভাবে অভিযানে নামব ও কঠোর ব্যবস্থা নেব। এখন যেসব জায়গায় আবর্জনা রয়েছে, সেগুলি আগামী সোমবারের মধ্যে সাফাই করে দেওয়া হবে।'

পুণ্যার্থীদের সুবিধার জন্য তিস্তা ঘাট থেকে জল্পেশ পর্যন্ত রাস্তায় একাধিক স্থানে বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠনের তরফ থেকে ভাণ্ডারা লাগিয়ে পানীয় জল, শরবত, খাবার বিতরণ করা হয় পুণ্যার্থীদের। এবার প্রশাসনের তরফে বারবার নিষেধ করা সত্ত্বেও ভাণ্ডারাগুলি থেকে প্লাস্টিকের গ্লাসে পুণ্যার্থীদের জল, শরবত বিতরণ করা হচ্ছে। এদিনও জল্পেশ মন্দিরের সামনে গিয়ে দেখা যায় মন্দির প্রবেশের মুখে ব্যবহৃত খাবারের প্লেটের স্তূপ পড়ে রয়েছে একপাশে। মন্দিরের সুবর্ণকুণ্ড ঘাটে শিশুদের ব্যবহার করা ডায়াপার সহ অন্যান্য নোংরা সামগ্রী ভাসছে। এশিয়ান হাইওয়ে জুড়ে প্লাস্টিকের গ্লাস পড়ে। হাওয়ায় সেগুলি এদিক-ওদিক ছড়াচ্ছে।

ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ বলেন, 'ভাণ্ডারা লাগানোর পর যাতে ওই স্থান সাফাই করে দেওয়া হয় সেই অনুরোধ করা হয়েছে।'

জল্পেশ মন্দির ট্রাস্টি বোর্ডের সম্পাদক গিরীন্দ্রনাথ দেব বলেন, 'মন্দির নিয়মিত সাফাই চলছে।'

এলআইসি'র মউ স্বাক্ষর

নিউজ ব্যুরো

২১ জুলাই : গ্রামীণ এলাকায় 'বিমা সখী যোজনা' প্রকল্পকে প্রচার করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রকের গ্রামীণ উন্নয়ন দপ্তরের সঙ্গে মউ স্বাক্ষর করল এলআইসি। চলতি মাসের ৮ থেকে ১০ তারিখ পর্যন্ত গোয়ায় আয়োজিত ন্যাশনাল কনক্লেভ অন ফিন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন – 'অনুভূতি' – নামে একটি সর্বভারতীয় সম্মেলনে মউটি স্বাক্ষরিত হয়। এলআইসি'র 'বিমা সখী যোজনা' বিশেষভাবে মহিলাদের কথা মাথায় রেখে পরিকল্পনা করা হয়েছে, যাতে তাঁরা বিমা বিতরণ প্রকল্পে একটি নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করতে পারেন। এখানে অন্য এলআইসি এজেন্টদের মতো বিমা সখী এজেন্টরাও সমান সুবিধা ও অধিকার ভোগ করবেন। এই প্রকল্পটি মহিলাদের দীর্ঘমেয়াদে আর্থিক স্বাধীনতা অর্জনে সহায়তা করবে, বিমাশিল্পকেও শক্তিশালী করবে। প্রকল্পের অধীনে বিমা সখী এজেন্টরা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় এজেন্সি বর্ষে যথাক্রমে ৭০০০, ৬০০০ ও ৫০০০ টাকা স্টাইপেন্ড পাবেন।

এবার পিবিইউতে বিক্ষোভ পড়ুয়াদের

কোচবিহার, ২১ জুলাই : কলেজ বাঁচাতে এবার কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জেলা শাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ দেখাল নিশিগঞ্জ মধুসূদন হোড় মহাবিদ্যালয় বাঁচাও ছাত্র কমিটি। কলেজটিকে দ্রুত সরকার পোষিত কলেজ হিসেবে উন্নীত করা, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফে পড়ুয়াদের পরীক্ষার ব্যবস্থা করার দাবিতে সোমবার কমিটির সদস্যরা বিক্ষোভ দেখান। নিশিগঞ্জ মধুসূদন হোড় মহাবিদ্যালয়ে পঠনপাঠন এখনও বন্ধ।

এই অবস্থায় প্রায় দশদিনেরও বেশি সময় পেরিয়ে গিয়েছে। এদিকে, চলতি মাসের ২৮ তারিখ থেকে দ্বিতীয় ও চতুর্থ সিমেস্টারের ফেল করা পড়ুয়াদের পরীক্ষা নেওয়া শুরু হবে। তবে সেই পরীক্ষার সপ্তাহখানেক আগেও কলেজ নিয়ে কোনও সুরাহা না পেয়ে এবার আন্দোলনে নামতে বাধ্য হতে হচ্ছে বলে পড়ুয়ারা জানাচ্ছেন। এমনকি পরীক্ষায় ব্যাঘাত ঘটলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আন্দোলনরত পড়ুয়ারা।

এবিষয়ে চতুর্থ সিমেস্টারের পড়ুয়া সুপ্রিয়া সরকার বলেন, 'কলেজকে শীঘ্রই সরকার পোষিত কলেজ হিসেবে উন্নীত করা না হলে কলেজটি কতদিন টিকে থাকবে তা নিয়ে আমরা ধন্দে রয়েছি। সেকারণে আমরা আন্দোলনে নামতে বাধ্য হয়েছি। এমনকি পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাব।'

গোটা বিষয়টিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপের দাবিও জানিয়েছেন তাঁরা। এদিন দুপুরে প্রথমে পিবিইউ ক্যাম্পাসে পড়ুয়ারা বিক্ষোভ দেখান। বেশ কিছুক্ষণ পরে তাঁরা রেজিস্ট্রারের কাছে একটি স্মারকলিপিও জমা দিয়েছেন। এরপর জেলা শাসকের দপ্তরেও কিছুক্ষণ বিক্ষোভ দেখানোর পরে সেখানেও একই দাবিতে স্মারকলিপি জমা দেন আন্দোলনকারীরা।

স্কুলে ফোন বাজেয়াপ্ত, প্রেমিককে ডাকল ছাত্রী

প্রথম পাতার পর

ইতিমধ্যে পরিস্থিতি বেগতিক দেখে সেই ছাত্রী আবার অন্য কৌশল করে। সবার সামনেই ব্লেড দিয়ে নিজের হাত কাটতে যায়। তখন তাকে আটকান তার সহপাঠী ও শিক্ষিকারা। আশপাশে অন্য পড়ুয়াদের ভিড় জমে যায়। এসব ডামাডোলের মাঝেই সেই অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী পাশেই থাকা ষষ্ঠ শ্রেণির এক ছাত্রীর পরনের ওড়না টেনে নিয়ে, সেই ওড়না গলায় পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করবে বলে হুমকি দেয়। এইসব দেখেশুনে ভয় পেয়ে যায় সেই ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রীটি। সে আবার অজ্ঞান হয়ে যায়।

তখন ঘটনার কেন্দ্রে চলে আসে সেই অজ্ঞান হয়ে যাওয়া ছাত্রী। তার বাড়ির লোকজনকে খবর দেওয়া হয়। বাড়ির লোকজন বলে, তাঁদের আসতে কিছুটা সময় লাগবে। কিছুক্ষণ পর ওই ছাত্রীর পরিবারের লোকজন স্কুলে এলে এক পার্শ্বশিক্ষকের সঙ্গে সেই ষষ্ঠ শ্রেণির পড়ুয়াকে হাসপাতালের উদ্দেশে পাঠানো হয়।

কিন্তু তাঁরা প্রথমেই হাসপাতালে যাননি। চেষ্টা করা হয় ঝাড়ফুঁক করে সেই ছাত্রীকে সুস্থ করার। তাতে কাজ না হওয়ায় তখন তাকে কামাখ্যাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালে যখন নিয়ে আসা হয় ততক্ষণে ওই ছাত্রীর রীতিমতো শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। প্রাথমিক চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে ওঠার পর তাকে ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, স্কুলের মধ্যেই এমন ঘটনা ঘটতে থাকায় ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা অ্যাঞ্জেলা চিসিম কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির ওসি প্রদীপ মণ্ডলকে ফোন করে স্কুলে পুলিশ পাঠানোর জন্য অনুরোধ করেন। কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির পুলিশ স্কুলে গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে ওই অষ্টম শ্রেণির ছাত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। আলিপুরদুয়ার জেলা চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটিকে খবর দেওয়া হয়। তবে শেষপর্যন্ত মেয়েটির বাড়ির লোকজন এসে তাকে বুঝিয়ে বাড়ি নিয়ে যান। আর ওই ছাত্রীর নাবালক বন্ধুকে পুলিশ কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়িতে নিয়ে আসে। তাকেও পরে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা বলেন, 'অপ্রাপ্তবয়স্ক ছাত্রছাত্রীদের মোবাইলের কুপ্রভাব থেকে দূরে থাকা উচিত। ওই ছাত্রীর অভিভাবককে আসতে বলা হয়েছিল। তা না করে তার অস্বাভাবিক আচরণে আরেক ছাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়ে।'

আলিপুরদুয়ার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) রবিনা তামাং জানিয়েছেন, ওই ঘটনা নিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ তাঁকে কিছু জানায়নি। তবে পুরো বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

দুর্গন্ধে ভোগান্তি

প্রথম পাতার পর

কিন্তু চুল্লি সংক্রান্ত সমস্যার কারণে বর্তমানে এখানে ঠেসেঠুসে ১৮টি মৃতদেহ রাখার কারণেই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। আলিপুরদুয়ার থানা, জয়গাঁ থানা, আলিপুরদুয়ার জংশন ফাঁড়ি সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে উদ্ধার করা দাবিদারহীন মৃতদেহ বর্তমানে এই মর্গে রাখা হয়েছে। সেগুলি কবে সৎকার করা হবে সে বিষয়ে কারও কাছে কোনও উত্তর নেই। আলিপুরদুয়ার থানার আইসি অনির্বাণ ভট্টাচার্য বললেন, 'আশা করি সমস্যা মেটাতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ দ্রুত ব্যবস্থা নেবে।'

এদিকে, সমস্যার কারণে সবার ভোগান্তি চরমে উঠেছে। হাসপাতালের জরুরি বিভাগ, মাদার অ্যান্ড চাইল্ড কেয়ার ইউনিটে বাইরে দাঁড়ালেই মর্গের সেই গন্ধ নাকে আসছে। অনেকেই সমস্যায় পড়ছেন। হাসপাতালে কর্মরত এক কর্মী বললেন, 'বিভিন্ন কাজে আমাদের হাসপাতালের পিছনের দিকটায় যেতে হয়। ওই গন্ধ নাকে এলে বমি পেয়ে যাচ্ছে। যত তাড়াতাড়ি এই সমস্যা মেটে ততই মঙ্গল।'

রোহিঙ্গাদের বাদ দেব, হুংকার শুভেন্দুর

প্রথম পাতার পর

'আপনাকে '২১-এ নন্দীগ্রাম থেকে হারিয়েছি, এবার আপনাকে '২৬-এ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বানাব। রোহিঙ্গা আর দাগি চোরদের নিয়ে ধর্মতলায় সভা করছেন। সব রোহিঙ্গাকে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেব।'

কসবা থেকে উত্তরকন্যা অভিযানের ডাক দিয়েছিলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা। যুব মোর্চার ব্যানারে এই অভিযান সফল করতে হাইকোর্ট পর্যন্ত গিয়েছিল বিজেপি। হাইকোর্টের অনুমতি মিলতেই আসরে নামে বিজেপি যুব মোর্চা। গোটা উত্তরবঙ্গে প্রচারে ঝড় তোলা হয়। হাইকোর্ট বিজেপি যুব মোর্চাকে বেশ কিছু শর্ত বেঁধে দিয়েছিল। সেই শর্ত অনুযায়ী, ১০ হাজার লোক নিয়ে সভা করতে পারবে বিজেপি। সেইমতো বিজেপি প্রস্তুতিও নিচ্ছিল। কিন্তু এদিন চুনাভাটির সভাস্থলে হাইকোর্টের বেঁধে দেওয়া টার্গেটও পূরণ করতে পারেনি বিজেপি। কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, উত্তর দিনাজপুর, পাহাড় ও জলপাইগুড়ি থেকে তো বটেই, এমনকি ব্যারাকপুর বা সুন্দরবন থেকেও বাস ও গাড়ি ভাড়া করে লোক আনা হয়েছিল। কিন্তু তারপরেও এদিন সভাস্থলে প্রচুর আসন ফাঁকা পড়েছিল।

শিলিগুড়ির তিনবাত্তি মোড়ে জমায়েত করে সেখান থেকে ১০০ জন করে একের পর এক মিছিল এদিন উত্তরকন্যার পাশ দিয়ে চুনাভাটির দিকে গিয়েছে। উত্তরবঙ্গের সচিবালয়ে কোনও সমস্যা এড়াতে দুটি ব্যারিকেড করে বিশাল বাহিনী দিয়ে এলাকা ঘিরে রেখেছিল পুলিশ। প্রতিটি মিছিলের দায়িত্বে কোনও না কোনও বিধায়ক বা সাংসদ ছিলেন। প্রধান মিছিলের সামনে ছিলেন শুভেন্দু এবং ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। মিছিল করে চুনাভাটিতে সভামঞ্চে পৌঁছে প্রথমেই উলেন রায়ের প্রতিকৃতিতে ফুল দেন বিজেপি নেতারা। এরপর উলেনের স্ত্রীকে মঞ্চে এনে শুভেন্দুর সঙ্গে প্রথম সারিতে বসানো হয়। সেখানে উলেনের স্ত্রীকে প্রণাম করার পর বিজেপি নেতারা একে একে ভাষণ শুরু করেন। নিশীথ প্রামাণিক, ইন্দ্রনীল খাঁ থেকে শুরু করে, ফালাকাটার বিধায়ক দীপক বর্মন, জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি শ্যামল রায়, শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অরুণ মণ্ডল বক্তব্য রাখার পর শুভেন্দু ১৩ মিনিট ভাষণ দেন।

ভাষণের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীকে 'চোরেদের রানি' বলে কটাক্ষ করেছেন শুভেন্দু। তাঁর প্রতিটি বক্তব্যে তৃণমূলকে গদিচ্যুত করার ডাক ছিল। কিন্তু কী করে গদিচ্যুত করা হবে, আগামীর আন্দোলন কী হবে, সেই বিষয়ে কোনও দিশা দেখানো ছিল না তাঁর ভাষণে। গেরুয়া শিবিরের যে সমস্ত নেতা এদিন বক্তব্য রেখেছিলেন তাঁরা কেউই আন্দোলনের কোনও রূপরেখা দেখাতে পারেননি। ফলে বিধানসভা নির্বাচনের আগে উত্তরবঙ্গে সাংগঠনিক দুর্বলতা কাটিয়ে আদৌ কর্মীদের আন্দোলনমুখী করা যাবে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ রয়ে গেল।

বাংলাদেশ থেকে আসা হিন্দুদের এদেশে শরণার্থীর স্বীকৃতি দেওয়া হবে বলে দাবি করেছেন শুভেন্দু। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বাংলাদেশি হিন্দুদের পাশে রয়েছেন বলে দাবি তাঁর। পাশাপাশি ভারতের মুসলিমদেরও সভাস্থল থেকে অভয় দিয়েছেন শুভেন্দু। তবে তৃণমূল সরকার রাজ্যে বাংলাদেশি রোহিঙ্গা ঢুকিয়ে ভোটার তালিকায় নাম তোলার ব্যবস্থা করছে বলে দাবি তাঁর। ভোটার তালিকা থেকে ওই রোহিঙ্গাদের বাতিলের পক্ষে সওয়াল করেছেন তিনি।

জব্দ হবে-স্তব্ধ হবে, স্লোগান মমতার

প্রথম পাতার পর

নাম না করে সেই প্রসঙ্গই যেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের ভাষণে। তিনি বলেন, 'বাংলাকে ভাতে মারার পরিকল্পনা করেছিলে, এখন এখানকার মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে লুটিয়ে জয় মা কালী, জয় মা দুর্গা বলতে হচ্ছে। এটাই বাংলার ১২ কোটি কৃষক, শ্রমিক, কৃষক, মজুরের জয়।' তিনি জানিয়ে দিলেন, এবার থেকে লোকসভা ও রাজ্যসভায় তৃণমূল সাংসদরা আরও বেশি করে বাংলায় বক্তব্য রাখবেন।

ভিনরাজ্যে বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিক নিগ্রহ ও কোচবিহারের এক বাসিন্দাকে অসম সরকারের এনআরসি'র নোটিশ পাঠানো যেন মুখ্যমন্ত্রীর হাতে লড়াইয়ের তাস তুলে দিয়েছে। সেইসঙ্গে বিহারে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা এরাজ্যে হতে পারে বলে প্রতিবাদের ঝড় তুলে দিয়েছেন তিনি। তাঁর কথায়, ভিনরাজ্যে বাঙালিদের ওপর যেমন অত্যাচার সহ্য করা হবে না, তেমনই ভোটার তালিকায় কাটাছেঁড়া করলে জোরালো নির্বাচন হবে। দরকারে নির্বাচন কমিশন ঘেরাও হবে।

সংখ্যালঘুদের মধ্যে এনআরসি ভীতিতে আগে লাভ হয়েছে তৃণমূলের। এবার উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ভোটকেও এনআরসি ভীতিতে বেঁধে ফেলার পরিকল্পনা স্পষ্ট। সেজন্য এনআরসি নোটিশপ্রাপক দিনহাটার উত্তমকুমার ব্রজবাসীকে মঞ্চে তুলে সতর্ক করে দেন মমতা। বাঙালি নির্যাতন ও তালিকা সংশোধনের নামে ভোটার বাদ দেওয়ার অভিযোগেই বিজেপিকে মোকাবিলার লক্ষ্যে তাঁর নতুন স্লোগান, 'জব্দ হবে, স্তব্ধ হবে।' তাঁর বক্তব্য, 'এই মঞ্চ থেকে একসময় বদলা নয়, বদল চাই বলেছিলাম। আজ বলছি, জব্দ হবে, স্তব্ধ হবে। তৃণমূলের দর্শন, বিজেপির বিসর্জন।'

অভিষেক অবশ্য সতর্ক করে বলেন, 'আত্মতুষ্টি যেন না থাকে। ভাববেন না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন, সব হয়ে যাবে। উনি আছেন, উনিই আমাদের বার্তা দেবেন, নির্দেশ দেবেন। কিন্তু আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।' একই সুরে মমতা বলেন, 'কোনও প্ররোচনায় পা দেবেন না। গদি মিডিয়ার ওপর ভরসা করবেন না। চোখ দিয়ে জল নয়, আগুন বেরোবে।'

তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সুস্মিতা দেব একই মঞ্চে অসমে এনআরসি'র ভয়াবহ ফল সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। অসম সরকারের এনআরসি নোটিশ ও বাঙালি উচ্ছেদকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমি স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করতে চাই, আপনাদের জেলে কতজনের জায়গা হবে?'

দলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে টুঁ শব্দ না করলেও মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য ছিল, 'কাটমানি খাওয়া কাকে বলে সিপিএম দেখিয়েছে। মনে রাখবেন, বিজেপি সবচেয়ে বড় ডাকাত।' সোমবার শিলিগুড়িতে বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী আবার বাংলা রোহিঙ্গায় ভরে গিয়েছে বলে অভিযোগ করেন। মমতার জবাব, 'ইউনাইটেড নেশনস বলেছে, পৃথিবীতে মোট ১০ লক্ষ রোহিঙ্গা আছে। তাহলে এখানে ১৭ লক্ষ রোহিঙ্গ ওঁরা পেলেন কোথায়?'

কাল ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে শুরু চতুর্থ টেস্ট

সবুজ পিচে ম্যান ইউ সংস্কৃতি চান গম্ভীর

ম্যাঞ্চেস্টার, ২১ জুলাই : বৃষ্টি কমেছে। সামান্য রোদের দেখাও মিলেছে। কিন্তু স্যাঁতসেঁতে ভাব এখনও কাটেনি।

বুধবার থেকে ম্যাঞ্চেস্টারের ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের মাঠে শুরু হতে চলেছে অ্যান্ডারসন-তেন্ডুলকার সিরিজের চার নম্বর টেস্ট। ভারত জিতলে সিরিজে সমতা ফেরাবে। পঞ্চম টেস্টের গুরুত্ব বজায় থাকবে। আর ইংল্যান্ড জিতলে বেন স্টোকসরা সিরিজ জিতে নেবেন।

এমন মরণবাঁচন পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে টিম ইন্ডিয়ার বিস্তর সমস্যার সামনে। চোট-আঘাতের কারণে ভারতীয় শিবির এখন প্রায় হাসপাতাল। শুভমান গিলের টিম ইন্ডিয়া কি কঠিন পরিস্থিতির চ্যালেঞ্জ সামলে ঘুরে দাঁড়াতে পারবে

> ফুটবল ও ক্রিকেট দুইটি ভিন্ন খেলা ঠিকই। কিন্তু একটা মিল হল, দুইটি খেলাই পুরোপুরি দলগত। যেখানে সবরকম পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার চ্যালেঞ্জ থাকে সবসময়ই।
>
> **গৌতম গম্ভীর**

চলতি সিরিজে? তাছাড়া ভারতীয় দলের কম্বিনেশন নিয়েও ধোঁয়াশা কাটেনি এখনও। এমন পরিস্থিতিতে আজ ওল্ড ট্র্যাফোর্ড স্টেডিয়ামে ভারতীয় দলের অনুশীলনের সময় দেখা গিয়েছে বাইশ গজে ভালোরকম ঘাস রয়েছে। সঙ্গে পিচ ও আউটফিল্ডে রয়েছে স্যাঁতসেঁতে ভাব। যার প্রভাব বুধবার খেলা শুরু হলে ম্যাচে কতটা পড়বে, সময় তার জবাব দেবে। তার আগে টিম ইন্ডিয়ার কোচ গৌতম গম্ভীর আপাতত ডুবে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ক্লাবের সংস্কৃতিতে।

২০১৪ সাল থেকে বেশ কয়েকবার বিলেত সফরে এসেছেন গম্ভীর। অতীতে এসেছিলেন ক্রিকেটার হিসেবে। এবারের ভূমিকাটা ভিন্ন। কোচ হিসেবে অগ্নিপরীক্ষার সামনে গম্ভীর। সঙ্গে রয়েছে সিরিজ বাঁচানোর চ্যালেঞ্জও। এমন অবস্থায় ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের মাঠে আজ চূড়ান্ত অনুশীলন শুরুর আগে গতকাল দলকে নিয়ে গম্ভীর হাজির হয়েছিলেন লাল ম্যাঞ্চেস্টারের অন্দরমহলে। সেখানে ম্যাঞ্চেস্টারের ফুটবলারদের সঙ্গে দেখা করে সময় কাটানোর পাশে কোচ রুবেন অ্যামোরিমের সঙ্গেও জমিয়ে আড্ডা দিয়েছেন গম্ভীর। ফুটবল ও ক্রিকেট কোচের আড্ডার নির্যাস হিসেবে সামনে এসেছে আজ ভিন্ন তথ্য। জানা গিয়েছে, ইউনাইটেডের কোচ রুবেনের ভাবনা, পরিকল্পনা, আবেগ ও ফুটবল দর্শন ছুঁয়ে গিয়েছে টিম ইন্ডিয়ার কোচের মন। ইংল্যান্ডের সংবাদমাধ্যমে সেকথা জানিয়েছেন গম্ভীর। বলেছেন, '২০১৪ সাল থেকে নানা সময়ে ইংল্যান্ড এসেছি। ম্যাঞ্চেস্টারও নতুন নয় আমার কাছে। কিন্তু এবারের অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ নতুন। লাল ম্যাঞ্চেস্টারের অন্দরমহলে দীর্ঘসময় কাটিয়েছি আমরা। ওদের কোচ রুবেনের সঙ্গেও কথা হয়েছে। খেলা নিয়ে ওর আবেগ, দর্শন আমার ভালো লেগেছে। পরিকল্পনা রয়েছে, ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের মতো সংস্কৃতি আমরা ভারতীয় দলে যদি শুরু করতে পারি।'

কেন এমন পরিকল্পনা, তারও ব্যাখ্যা দিয়েছেন গম্ভীর। ক্রিকেটের মতো ফুটবলও দলগত খেলা, সেই প্রসঙ্গ টেনে টিম ইন্ডিয়ার কোচ বলেছেন, 'ফুটবল ও ক্রিকেট দুইটি ভিন্ন খেলা ঠিকই। কিন্তু একটা মিল হল, দুইটি খেলাই পুরোপুরি দলগত। যেখানে সবরকম পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার চ্যালেঞ্জ থাকে সবসময়ই।' সবুজ ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের 'অভিশাপ' কাটিয়ে কীভাবে টিম ইন্ডিয়া সিরিজে ঘুরে দাঁড়াতে পারে, সেটাই এখন দেখার। শুভমানরা সফল হলে সেই সাফল্যের নেপথ্যে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড সংস্কৃতি কতটা কাজ করে, সেটাও এখন দেখার।

পিচ সঙ্গ দেবে কিনা বোঝার চেষ্টায় শুভমান গিল, গৌতম গম্ভীর, অজিত আগরকাররা।

বুমরাহ খেলবেন ম্যাঞ্চেস্টারে

ঘোষণা সিরাজের

বোলিং অনুশীলনের আগে জগিংয়ে জসপ্রীত বুমরাহ। ম্যাঞ্চেস্টারে।

ম্যাঞ্চেস্টার, ২১ জুলাই : জল্পনার অবসান। জসপ্রীত বুমরাহ খেলছেন বুধবার থেকে শুরু হতে চলা অ্যান্ডারসন-তেন্ডুলকার সিরিজের চার নম্বর টেস্টে।

ম্যাঞ্চেস্টারের ওল্ড ট্র্যাফোর্ড ক্রিকেট মাঠে আজ সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে টিম ইন্ডিয়ার জন্য এমন সুখবর শুনিয়েছেন মহম্মদ সিরাজ। ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের স্বস্তি দিয়ে সিরাজ বলেছেন, 'জসসিভাই তো খেলেঙ্গে ম্যাঞ্চেস্টার মে।' সিরাজের এমন ঘোষণা নিশ্চিতভাবেই ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের পাশে স্বস্তি দিয়েছে শুভমান গিল, গৌতম গম্ভীরদেরও।

লর্ডসে ২২ রানে হারের পর চলতি সিরিজে আপাতত ২-১ ব্যবধানে পিছিয়ে টিম ইন্ডিয়া। বুধবার থেকে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে শুরু হতে চলা চতুর্থ টেস্ট টিম ইন্ডিয়ার জন্য কার্যত মরণ-বাঁচনের। হারলে সিরিজ খোয়াতে হবে। জিততে পারলে ওভালে শেষ টেস্টের জন্য বেঁচে থাকবে সিরিজ। কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে টিম ইন্ডিয়া প্রায় হাসপাতালে পরিণত হয়েছে। হাঁটুর গুরুতর চোট নিয়ে বাকি সিরিজ থেকেই ছিটকে গিয়েছেন নীতীশ কুমার রেড্ডি। আজ রাতেই তাঁর দেশে ফেরার কথা। আকাশ দীপও চোটের তালিকায়। তিনি বাকি সিরিজ থেকে ছিটকে না গেলেও টিম ইন্ডিয়ার তরফে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টে নেই আকাশ। বাঁহাতের চোট নিয়ে অর্শদীপ সিংও নেই ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টে। এমন অবস্থায় প্রশ্ন উঠেছিল ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের মাঠে ভারতীয় দলের বোলিং কম্বিনেশন নিয়ে। সেই কম্বিনেশনের স্তম্ভ বুমরাহ খেলবেন, সিরাজ দুনিয়ার দরবারে সামনে আসার পর এমন খবর জানিয়ে দেওয়ার পর স্বস্তি ফিরেছে। কিন্তু তারপরও থাকছে একটি খটকা। বুমরাহ-সিরাজের পাশে দলের তিন নম্বর জোরে বোলার কে হবেন?

অভিষেক হতে পারে অংশুলের

হেডিংলে ও এজবাস্টনে সিরিজের প্রথম দুই টেস্টে খেলেছিলেন প্রসিধ কৃষ্ণা। হতাশ করেছিলেন বল হাতে। লর্ডসে তিনি প্রথম একাদশ থেকে বাদ পড়ে যান। এমন অবস্থায় ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টে ভারতের বোলিং কম্বিনেশন নিয়ে জল্পনার শেষ নেই। আজ ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের মাঠে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনে প্রসিধের দিকে কোচ গৌতম গম্ভীর ও অধিনায়ক শুভমান গিলের নজর ছিল। কিন্তু প্রসিধের চেয়েও বেশি করে অংশুল কম্বোজকে নিয়ে আগ্রহ তৈরি হয়েছে। টিম ইন্ডিয়ার অন্দরের একটি সূত্রের খবর, অংশুলের টেস্ট অভিষেক হতে পারে ম্যাঞ্চেস্টারে। আজ অনুশীলনে বারবার অংশুলের সঙ্গে কোচ গম্ভীরকে কথা বলতে দেখা গিয়েছে। বোলিং কোচ মরনি মরকেলও অংশুলের সঙ্গে নেটে কাজ করেছেন। দিয়েছেন পরামর্শও। ঋষভ পন্থকেও টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনে চনমনে মেজাজে দেখা গিয়েছে। ভারতীয় দলের নেটে ব্যাটিংও করেছেন ঋষভ। সম্ভবত ঋষভকেও পাওয়া যাবে ম্যাঞ্চেস্টারে।

অংশুলের অভিষেক নিয়ে ধোঁয়াশা থাকলেও বুমরাহ খেলবেন, এমন তথ্য সামনে আসার পর বোলিংয়ের নেতা নিয়ে অস্বস্তি কেটেছে। বুমরাহর পাশে নিজের ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট নিয়েও আজ মুখ খুলেছেন সিরাজ। বলেছেন, 'ঈশ্বরের আশীর্বাদে শরীরের দিক থেকে একদম ঠিক জায়গায় রয়েছি আমি। দেশের জন্য মাঠে সেরাটা দিতে আমি তৈরি। আশা করব, ফের সুযোগ পাব বিলেতের মাটিতে নিজের সেরাটা উজাড় করে দেওয়ার।' লর্ডস টেস্টে ২২ রানে হেরেছিল টিম ইন্ডিয়া। সেই ম্যাচে রবীন্দ্র জাদেজার লড়াইকে মর্যাদা দিতে পারেননি সিরাজ। যা নিয়ে এখনও হতাশা রয়েছে ভারতীয় পেসারের। সিরাজের কথায়, 'ব্যাটের মাঝখান দিয়ে খেলছিলাম। আউট না হওয়ার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাস ছিল আমার। ভেবেছিলাম পারব। কিন্তু আচমকা কী যে হয়ে গেল। জাড্ডুভাইয়ের কথা ভেবে আরও খারাপ লেগেছিল। সেই খারাপ লাগাটা এখনও রয়েছে আমার মনের মধ্যে।'

লর্ডসে সিরাজ আউট হওয়ার পর বিপক্ষ ইংল্যান্ডের দলের অনেক ক্রিকেটারই তাঁকে মাঠে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। যার মধ্যে ছিলেন ইংরেজ অধিনায়ক বেন স্টোকসও। ইংল্যান্ড অধিনায়কের প্রশংসা আজ শোনা গিয়েছে সিরাজের গলায়। বলেছেন, 'স্টোকস ভালো ক্রিকেটার। যেভাবে লর্ডসে দশ ওভারের দুর্দান্ত দুইটি স্পেল করেছিল ও, তার প্রশংসা করতেই হবে।'

বোলিং অস্ত্রে শান অংশুল কম্বোজের।

আট বছর পর টেস্ট খেলবেন ডসন

'লর্ডসে স্পিরিট রেখে খেলেছে ইংল্যান্ডই'

চতুর্থ টেস্টের প্রস্তুতিতে নেমে পড়লেন বেন স্টোকস।

ইংল্যান্ডের প্রথম একাদশ

বেন ডাকেট, জ্যাক ক্রলি, ওলি পোপ, জো রুট, হ্যারি ব্রুক, বেন স্টোকস, জেমি স্মিথ, ক্রিস ওকস, লিয়াম ডসন, ব্রাইডন কার্স ও জোফ্রা আর্চার।

ম্যাঞ্চেস্টার, ২১ জুলাই : লর্ডসের উত্তেজক টেস্ট আপাতত অতীত।

দুই দলের চোখ এখন বুধবার ম্যাঞ্চেস্টারে শুরু চতুর্থ টেস্টে। ইংল্যান্ড নামবে ২-১ এগিয়ে থাকার সুবিধা নিয়ে। ভারতের জন্য ঘুরে দাঁড়ানোর পরীক্ষা। গুরুত্বপূর্ণ দ্বৈরথের প্রাক্কালে লর্ডসের মেঠো ঝামেলা নিয়ে ভারতকে আবারও তুলোধোনা করলেন হ্যারি ব্রুক। ইংল্যান্ডের মিডল অর্ডার ব্যাটারের দাবি, লর্ডসে ইংল্যান্ডই ক্রিকেটীয় স্পিরিট বজায় রেখে খেলেছে। ভারত নয়।

তৃতীয় দিনের একেবারে শেষদিকে সময় নষ্ট করা নিয়ে দুই ইংরেজ ওপেনার জ্যাক ক্রলি-বেন ডাকেটের সঙ্গে ঝামেলায় জড়ান শুভমান গিলরা। চোটের অছিলায় মাঠে ফিজিও ডাকার ঘটনায় তীব্র কটাক্ষ ছুড়ে দেয় হাততালি দিয়ে। এখনও যা ভুলতে পারেননি ব্রুক। দায়টা পুরোদস্তুর ভারতীয় দলের ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন। ব্রুকের দাবি, ইংল্যান্ড চেষ্টা করেছে যথাসম্ভব ক্রিকেটীয় স্পিরিট বজায় রেখে খেলতে।

ভারতীয় ক্রিকেটারদের আচরণের দিকে আঙুল তুলে ব্রুকের দাবি, ক্রলি-ডাকেটের প্রতি যে ব্যবহার করেছে, তা অখেলোয়াড়োচিত। মহম্মদ সিরাজ, গিলদের আচরণ সাজঘরে বসে দেখেছেন এবং তখনই ঠিক করে নেন, সময়মতো পালটা জবাব দেওয়া হবে। ক্রিকেটীয় স্পিরিট যথাসম্ভব বজায় রেখেই তা করেছেন।

ম্যাঞ্চেস্টারের আসন্ন বাইশ গজে যুদ্ধেও একইরকম আত্মবিশ্বাসী। ব্রুকের দাবি, শুধু স্কোরলাইনেই নয়, মানসিকভাবে এগিয়ে রয়েছেন তাঁরা। হেডিংলেতে প্রথম টেস্টের পর লর্ডসে উত্তেজক জয়। দল হিসেবে মানসিক দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছে। বুধবার শুরু ম্যাঞ্চেস্টার দ্বৈরথে যা বজায় রেখেই ফের জয়ের জন্য ঝাঁপাবে থ্রি লায়ন্স।

> ম্যাচের গুরুত্বপূর্ণ সময় ছিল। মরিয়া ছিলাম ছাপ রাখতে। প্রথম স্পেলে জোড়া উইকেট নেওয়া সেদিক থেকে সত্যিই তৃপ্তির। একটু অন্যরকম উইকেট। দরকার ছিল মানিয়ে নেওয়ার। লর্ডসে সেটা করে দেখিয়েছি।
>
> **ব্রাইডন কার্স**

আত্মবিশ্বাসের তুঙ্গে থাকা ইংল্যান্ড শিবির চতুর্থ টেস্ট শুরুর ৪৮ ঘণ্টা আগেই প্রথম একাদশ ঘোষণা করে দিল। প্রত্যাশিতভাবেই একটি বদল। লর্ডসে হাতে চোট পেয়েছিলেন অফস্পিনার শোয়েব বশির। তাঁর জায়গায় আট বছর পর প্রথম এগারোয় জায়গা পেলেন বাঁহাতি স্পিনার লিয়াম ডসন। তিনি ২০১৭ সালে শেষবার টেস্ট খেলেছিলেন।

ব্রুকের সতীর্থ কার্সের মুখে লর্ডসে ভারত-বধের কথা। ইংরেজ পেসারের মতে, ক্রিকেট মক্কায় চাপের মধ্যে নার্ভ ধরে রেখে তাঁরা ম্যাচ বের করে নিয়েছেন। যা বুঝিয়ে দেয়, যে কোনও পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে হার্ডল টপকানোর ক্ষমতা রয়েছে টিম ইংল্যান্ডের। প্রথম ইনিংসে হাফ সেঞ্চুরির পর চতুর্থ দিন বিকেলে দুরন্ত বোলিং। কার্স বলেছেন, 'ম্যাচের গুরুত্বপূর্ণ সময় ছিল। মরিয়া ছিলাম ছাপ রাখতে। প্রথম স্পেলে জোড়া উইকেট নেওয়া সেদিক থেকে সত্যিই তৃপ্তির। একটু অন্যরকম উইকেট। দরকার ছিল মানিয়ে নেওয়ার। লর্ডসে সেটা করে দেখিয়েছি।'

এদিকে, আসন্ন ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টের সময় ফারুখ ইঞ্জিনিয়ার ও ক্লাইভ লয়েডকে বিশেষ সম্মান জানাচ্ছে ল্যাঙ্কাশায়ার কাউন্টি। ম্যাচের প্রথম দিন দুই কিংবদন্তির নামে ঐতিহাসিক ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে দুইটি স্ট্যান্ডের নামকরণ করা হবে। প্রাক্তন ভারতীয় উইকেটকিপার-ব্যাটার ফারুখ ইঞ্জিনিয়ার প্রায় এক দশক ল্যাঙ্কাশায়ারে খেলেছেন। ক্লাবের ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে লয়েডও। সেই অবদানের স্বীকৃতি। অনুষ্ঠানে থাকার কথা ভারতীয় দলের প্রাক্তন কোচ দিলীপ বেঙ্গসরকারের।

অপরদিকে, সিরিজের পঞ্চম তথা শেষ টেস্টের সময় সদ্য প্রয়াত গ্রাহাম থর্পকে শ্রদ্ধা জানাবে সারে কাউন্টি। 'ডে ফর থর্পি' শীর্ষক যে অনুষ্ঠান হবে ওভাল টেস্টের সময়। চ্যারিটি অনুষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত অর্থ কাজে লাগানো হবে মেন্টাল হেলথের জন্য। কিছুদিন আগে ইংল্যান্ডের তারকা ব্যাটার থর্প মানসিক অবসাদজনিত কারণে আত্মহত্যা করেন।

দাবা বিশ্বকাপের আয়োজক ভারত

জুরিখ, ২১ জুলাই : চলতি বছরে ফিডে চেজ ওয়ার্ল্ড কাপের আয়োজন করতে চলেছে ভারত। এমনটাই জানিয়েছে বিশ্ব দাবা নিয়ামক সংস্থা ফিডে।

চলতি বছরের ৩০ অক্টোবর থেকে ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত এই প্রতিযোগিতা চলবে। তবে ভারতের কোন শহরে প্রতিযোগিতার আয়োজন হবে, তা এখনও ঠিক হয়নি। প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে চলেছেন ২০৬ জন প্রতিযোগী। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ডোম্মারাজু গুকেশ, রমেশবাবু প্রজ্ঞানানন্দ, অর্জুন এরিগাইসির মতো ভারতীয় তারকাদের বিশ্বকাপ দাবায় দেখা যাবে।

দাবা বিশ্বকাপের শীর্ষ তিন খেলোয়াড় সরাসরি ২০২৬ ক্যান্ডিডেটস দাবায় খেলার সুযোগ পাবেন। ভারত সাম্প্রতিক সময়ে অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ, দাবা অলিম্পিয়াড, টাটা স্টিল চেজের মতো বেশ কিছু আন্তর্জাতিক দাবা প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে।

এদিকে, লাস ভেগাস ফ্রিস্টাইল চেজ গ্র্যান্ড স্ল্যামে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন লেভন অ্যারোনিয়ন। তৃতীয় স্থানে শেষ করেছেন বিশ্বের এক নম্বর ম্যাগনাস কার্লসেন। এই প্রতিযোগিতায় ভারতের প্রজ্ঞানানন্দ ষষ্ঠ ও এরিগাইসি সপ্তম স্থান পেয়েছেন।

সেমিতে দিব্যা

বাতুমি, ২১ জুলাই : মহিলাদের বিশ্ব দাবায় সেমিফাইনালে ভারতের দিব্যা দেশমুখ। তিনি স্বদেশীয়

হরিকা দ্রোণাভাল্লিকে হারিয়েছেন। রবিবার কোয়ার্টার ফাইনালে জোড়া ক্ল্যাসিকাল গেমস ড্র হয়েছিল। ফলে লড়াই গড়ায় টাইব্রেকারে। সোমবার টাইব্রেকারে র‍্যাপিড গেমসের প্রথম ম্যাচে দিব্যা সাদা ঘুঁটি নিয়ে জয় পান। দ্বিতীয় ম্যাচে ঘুঁটির রং বদল হলেও দিব্যার জিততে সমস্যা হয়নি। শেষ চারে ভারত বনাম চিনের লড়াই হতে চলেছে। যেখানে প্রথম সেমিফাইনালে লেই টিংজেইয়ের বিরুদ্ধে নামবেন কোনেরু হাম্পি। অন্য সেমিফাইনালে বিশ্বের প্রাক্তন পয়লা নম্বর তান ঝংউইয়ে চ্যালেঞ্জ সামলাবেন দিব্যা।

গিলকে মাথা 'ঠান্ডা' রাখার বার্তা সানির

ম্যাঞ্চেস্টার, ২১ জুলাই : দুরন্ত লড়াই চালিয়েও সিরিজে পিছিয়ে।

জেতা ম্যাচ হাতছাড়ার আক্ষেপ নিয়ে ফিরতে হয়েছে হেডিংলে ও লর্ডস থেকে। শুভমান গিলের তরুণ ভারত প্রশংসনীয় লড়াই চালালেও সুযোগ হাতছাড়া মানতে পারছেন না অনেকেই। সুনীল গাভাসকার যেমন শুভমান গিলকে আরও ঠান্ডা মাথায় দলকে পরিচালনার কথা মনে করিয়ে দিলেন।

কাপ ও ঠোঁটের মধ্যে দূরত্ব ঘোচাতে অধিনায়ককে উত্তেজনায় ভুগলে চলবে না। বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, মহেন্দ্র সিং ধোনি নয়, শুভমানের উচিত অতীতে ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজ জয়ী তিন অধিনায়কের পথে হাঁটা। গাভাসকার বলেছেন, 'ইংল্যান্ডে তিন ভারতীয় অধিনায়ক টেস্ট সিরিজ জিতেছে। ১৯৭১ সালে অজিত ওয়াদেকার। ১৯৮৬ সালে কপিল দেব। ২০০৭-এ রাহুল দ্রাবিড়ের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দল সিরিজ জিতেছিল। লক্ষণীয়, তিনজনই ঠান্ডা মাথার। ওয়াদেকারের নিজস্ব ভঙ্গি ছিল। কপিল চিৎকার করলেও তা সবসময় নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকত। দ্রাবিড় সেখানে ঠান্ডা মস্তিষ্কের।'

কিংবদন্তির দাবি, বার্মিংহামে ত্রয়ীর মিশেল দেখেছিলেন শুভমানের মধ্যে। জিতেছিল ভারত। অতিরিক্ত উত্তেজনা ঝেড়ে শান্ত থেকে নিজের কাজটা সেরেছিল। বাকি দলের মধ্যে যা সঞ্চারিত হয়। এটাই বজায় রাখা উচিত শুভমানের। অন্য কারও মতো আগ্রাসী হওয়ার প্রয়োজন নেই।

হরভজন সিংয়ের কথায়ও সেই সুর। প্রাক্তনের মতে, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, বিরাট কোহলি কিংবা মহেন্দ্র সিং ধোনি হওয়ার দরকার নেই শুভমানের। বলেছেন, 'প্রত্যেকের নিজস্বতা থাকে। ধোনি একরকম, অনিল কুম্বলেও। সৌরভ একেবারে আলাদা ছিল। আসলে আমি যদি এরাপল্লি প্রসন্ন, সাকলিন মুস্তাকের মতো বল করার চেষ্টা করতাম, তা সম্ভব ছিল না। শুভমানেরও উচিত নিজস্বতা বজায় রেখেই নিজেকে মেলে ধরা। অল্প বয়স। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, বিরাট বা ধোনি হওয়ার প্রয়োজন নেই। আরও উন্নত শুভমান, সেটাই ঠিকঠাক হবে। আমার বিশ্বাস, ভারতীয় দলকে শিখরে পৌঁছে দেওয়ার রসদ রয়েছে ওর মধ্যে।'

সোমবার উইকেট কিপিং করলেন ঋষভ পন্থ।

অর্ণবই প্রেরণা পিতৃহারা রাজুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ জুলাই : পথ দেখিয়েছিলেন পাঠচক্র গোলরক্ষক অর্ণব দাস। এবার সেই পথে হাঁটতে চান এরিয়ান ক্লাবের উইঙ্গার রাজু ওরাওঁ।

রবিবার সকালেই প্রয়াত হয়েছেন রাজুর বাবা গণপতি ওরাওঁ। মঙ্গলবার ভবানীপুর এফসি-র বিরুদ্ধে কলকাতা লিগে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ খেলতে নামছে এরিয়ান। জীবনের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডিকে সামলে সেই ম্যাচে খেলতে নামবেন হুগলির জনাইয়ের ২৬ বছরের এই ফুটবলার। এক্ষেত্রে রাজুর অনুপ্রেরণা কিন্তু পাঠচক্র গোলরক্ষক অর্ণব। কয়েকদিন আগে 'মাতৃশোক' সামলে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে দলকে জিতিয়েছিলেন তিনি।

সোমবার উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে রাজু বলেছেন, 'ফুটবল ছাড়া আমার জীবনে আর কিছু নেই। কোনও পরিস্থিতিতে খেলাটাকে ছাড়তে পারব না। তাই ভবানীপুরের বিরুদ্ধে ম্যাচে আমি খেলব।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'পাঠচক্র গোলরক্ষক অর্ণবের জীবনেও একই রকম দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে। তারপরও ও মাঠে নেমেছিল। এটাই আমাকে বাড়তি অনুপ্রেরণা জোগাচ্ছে।' এরিয়ান কোচ রাজদীপ নন্দীও বলেছেন, 'রাজু খুব প্রতিভাবান ফুটবলার। ওকে আমি অর্ণবের উদাহরণ টেনে অনুপ্রেরণা দিয়েছি। রাজু আমাকে জানিয়েছে, ভবানীপুরের বিরুদ্ধে খেলতে চায়।'

যদিও লিগে এরিয়ানের অবস্থান ভালো নয়। এখনও জয়ের মুখ দেখেনি তারা। মঙ্গলবার অবশ্য ভবানীপুরকে হারিয়ে নিজের 'পিতৃতর্পণ' করতে চান রাজু।

অভিষেকে উজ্জ্বল ওয়েন

অভিষেক টি২০ ম্যাচে অর্ধশতরানের পর অস্ট্রেলিয়ার মিচেল ওয়েন।

জিতল অস্ট্রেলিয়া

কিংস্টন, ২১ জুলাই : টেস্টের পর টি২০ সিরিজ। ওয়েস্ট ইন্ডিজের দুঃসময় অব্যাহত।

টি২০ সিরিজের প্রথম ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ৩ উইকেটে হারল ক্যারিবিয়ানররা। টসে জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেয় অজিরা। ব্যাট করতে নেমে ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৮৯ রান তোলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। রোস্টন চেজ ৬০ এবং শাই হোপ ৫৫ রান করেন। অজিদের পক্ষে বেন ডারউইস ৪ উইকেট পেয়েছেন।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে ৭ বল বাকি থাকতে ১৯০/৭ স্কোরে পৌঁছে যায় অস্ট্রেলিয়া। এদিন অজি দলে অভিষেক হয় অলরাউন্ডার মিচেল ওয়েনের। তিনি নিজের প্রথম ম্যাচেই অর্ধশতরানের পাশাপাশি ১টি উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা হয়েছেন। সেইসঙ্গে টি২০-র ইতিহাসে প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে আইসিসি-র পূর্ণ সদস্যের কোনও দেশের বিরুদ্ধে অভিষেক ম্যাচে অর্ধশতরান ও উইকেট নিয়ে নজির গড়েছেন ওয়েন।

‘পচা ডিম’ বলে ভারতকে আক্রমণ আফ্রিদির

বার্মিংহাম, ২১ জুলাই : পহলগাম জঙ্গিহানার জের লেজেন্ড লিগেও।

বাতিল রবিবার বিলেতের মাটিতে ‘ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন্স অফ লেজেন্ড’ (ডব্লিউসিএল) লিগে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ। হরভজন সিং, যুবরাজ সিং, শিখর ধাওয়ান, পাঠান ভাইরা (ইরফান, ইউসুফ) জাতীয় আবেগকে গুরুত্ব দিয়ে ম্যাচ থেকে সরে দাঁড়ান। এরপর সংগঠকরা বাধ্য হন বার্মিংহামের ভারত-পাক ম্যাচ বাতিল করে দিতে।

পাক লেজেন্ড টিমের শাহিদ আফ্রিদি যা নিয়ে ফের ভারতকে আক্রমণ করেছেন। বলেছেন, ‘খেলাধুলা মানুষকে কাছে আনে। কিন্তু সবকিছু নিয়ে যদি রাজনীতি চলে, তাহলে সামনের দিকে এগোবেন কী করে? যতদিন না মুখোমুখি বসে সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করবেন, সমাধান সম্ভব নয়। ক্রিকেট খেলতে এসেছি। মুখিয়ে ছিলাম, ভারতীয় দল, খেলোয়াড়দের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক ঝালিয়ে নিতে। কিন্তু মাঝেমধ্যে একটা বাজে ডিম সবকিছু নষ্ট করে দেয়।’

এশিয়া কাপ নিয়েও দ্বৈরথ জারি

আফ্রিদির মতে, ক্রিকেটাররা দেশের দূত। ক্রিকেটকে সবসময় রাজনীতি থেকে দূরে রাখা উচিত। খেলোয়াড়দের এমন কোনও পদক্ষেপ করা অনুচিত, যা দেশকে অস্বস্তিতে ফেলে। আরও বলেছেন, ‘পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যদি না খেলে, তাহলে এখানে (বার্মিংহামে) আসার আগেই বলতে পারত। ম্যাচের আগে প্রথামাফিক প্র্যাকটিস করেছি। কিন্তু রাতারাতি সব কিছু বদল।’

প্রাক্তন পাক অধিনায়ক সলমন বাটও তোপ দেগেছেন যুবরাজ-হরভজনদের মানসিকতা নিয়ে। বলেছেন, ‘ক্রিকেট বিশ্ব, ক্রিকেটপ্রেমীদের কাছে কী বার্তা গেল? ওরা কী প্রমাণ করতে চাইছে? তাহলে কি বিশ্বকাপ, আইসিসি টুর্নামেন্টেও খেলবে না আমাদের সঙ্গে। অলিম্পিকে ভারত-পাকিস্তান মুখোমুখি হলে, তখন? কোনও টুর্নামেন্টেই খেলবে না তো? এরকম সিদ্ধান্ত নিলে আমি খুব খুশি হব।’ ব্রেট লি-ও মুখিয়ে ছিলেন ভারত-পাক লেজেন্ডদের দ্বৈরথের জন্য। বলেছেন, ‘ভারতকে ভালোবাসি। পাকিস্তানকেও। আশা করি, এই সমস্যা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবে দুই দেশ। আমরা সবাই খেলতে এসেছি।’

ভারত-পাক ম্যাচ বাতিলের মাঝে আফ্রিদির সঙ্গে অজয় দেবগনের ভাইরাল হওয়া ছবি ঘিরে নয়া বিতর্ক। যেখানে আফ্রিদির সঙ্গে কথা বলতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। লিগের সঙ্গে জড়িত দেবগন। সেই সূত্রে লিগ চলাকালীন চলে এসেছিলেন ইংল্যান্ডে। কিন্তু আফ্রিদির সঙ্গে একফ্রেমে ধরা পড়েই বিপত্তি। তোপের মুখে। যদিও বাস্তব হল, ছবিটা এবছরের নয়, গতবারের! সংগঠকদের তরফে পুরোনো স্মৃতি উসকে দিতে যা পোস্ট করার পর ভুল বোঝাবুঝি।

গত বছর অজয় দেবগনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল পাকিস্তানের শাহিদ আফ্রিদির। এবারের ডব্লিউসিএলে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ বাতিল হওয়ার পর এই ছবি হঠাৎই ভাইরাল হয়েছে।

এদিকে, এশিয়া কাপ ঘিরে চাপানউতোর নিয়ে ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের মধ্যে পারদ চড়ছে। পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নকভি পরিস্থিতির জন্য ভারতকে দুষছেন। এশিয়া ক্রিকেট কাউন্সিলের বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ঢাকাতে। এশিয়া কাপ নিয়ে সংশ্লিষ্ট দেশীয় বোর্ডের শীর্ষকর্তারা আলোচনায় বসবেন। যদিও বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ভারত-বিরোধিতার কারণে ঢাকার বৈঠকে হাজির থাকছে না বিসিসিআই। অভিযোগ, ভারতকে অস্বস্তিতে ফেলতেই ঢাকায় মিটিংয়ের পরিকল্পনা করেছেন নকভি।

২০০৮ আইপিএলে ম্যাচের শেষে শান্তাকুমারণ শ্রীসান্তকে চড় মেরেছিলেন হরভজন সিং।

বাবাকে মেরেছ, কথা বলব না তোমার সঙ্গে

শ্রীসান্তের মেয়ের কাঠগড়ায় হরভজন!

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই : চড় কাণ্ডে কয়েকশোবার ক্ষমা চেয়েছেন।

নিজের ভুল স্বীকার করেছেন। যদিও ১৭ বছর আগে উদ্বোধনী আইপিএলে জাতীয় দলের সতীর্থ শান্তাকুমারণ শ্রীসান্তকে মারা চড়টা এখনও তাড়া করে হরভজন সিংকে। চেষ্টা করেছেন, নিজের জীবন থেকে ওই দিনের ঘটনাকে মুছে ফেলতে। কিন্তু পারেননি। বরং বারবার ফিরে এসেছে নতুনভাবে। বারবার ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন।

বিশেষ করে শ্রীসান্তের ছোট্ট মেয়ে সানভিকাও যখন তাঁকে ‘অপরাধী’ হিসেবে দেখে, মানতে পারেন না। আধো-আধো গলায় বলে, ‘তুমি বাবাকে মেরেছ, তোমার সঙ্গে কথা বলব না,’ চোখের জল আটকাতে পারেননি হরভজন। রবিচন্দ্রন অশ্বীনের সঙ্গে এক পডকাস্ট শোয়ে এমনই আবেগের কথা শুনিয়েছেন টার্বুনেটর। হরভজন বলেছেন, ‘সবথেকে কষ্ট দিয়েছিল, ওই ঘটনার অনেক বছর পর শ্রীসান্তের ছোট্ট মেয়ের সঙ্গে যখন দেখা হয় ওকে আদর করছিলাম। তখন ও বলে, তোমার সঙ্গে কথা বলব না। তুমি বাবাকে মেরেছো। ওর কথা শোনার পর বুকের ভিতরটা চুরমার হয়ে যাচ্ছিল। চোখ জলে ভরে গিয়েছিল আমার। শ্রীসান্তের ছোট্ট মেয়ের কাছে নিজের এই ভাবমূর্তি প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দেয় আমাকে। ওর কাছে আমি কতটা খারাপ হয়ে গিয়েছি? বাবাকে মেরেছি, ওর মাথাতেও গেঁথে গিয়েছে! ওর কাছে আবারও ক্ষমা চাইছি। ভুল করেছিলাম।’

> যেটা করেছি, তা ভুল ছিল। দুইশোবার ভুল স্বীকার করেছি। যখন যেখানে যে মঞ্চে সুযোগ পেয়েছি, ক্ষমা চেয়েছি। আমরা সবাই ভুল করি। আমিও করেছিলাম।
>
> **হরভজন সিং** (চড় কাণ্ড প্রসঙ্গে)

২০০৮ সালের আইপিএলের ঘটনা। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে খেলতে নেমেছিলেন হরভজন। কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবের হয়ে শ্রীসান্ত। ম্যাচের পর তর্কবিতর্ক থেকে শ্রীসান্তকে পেল্লায় চড় ভাজ্জির। সেদিনের উঠতি তারকা শ্রীসান্ত কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর হাজারো বিতর্ক, বিয়ে, সন্তানের পিতা হওয়া শ্রীসান্তের। হরভজনও ভাবতে পারেননি, সেই শ্রীর কন্যা তাঁকে এভাবে বাস্তবের আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে দেবে।

অশ্বীনকে ভাজ্জি আরও বলেছেন, ‘ওকে (শ্রীসান্তের) বারবার বোঝানোর চেষ্টা করেছি। কিন্তু শ্রীর ছোট্ট মেয়ে নাছোড়। কিছুতেই বুঝবে না। আশা করি যখন ও বড় হবে আমাকে অন্যভাবে দেখবে, অপরাধী হিসেবে নয়। যেন ভাবে আঙ্কেল চিরকাল ওর পাশে থাকবে। ওর জন্যই বোধহয় এই অধ্যায়টা (চড় কাণ্ড) আরও বেশি করে জীবন থেকে মুছে ফেলতে চাই।’

হরভজনের মতে, তাঁর জীবন বদলে দিয়েছিল ২০০৮ সালের চড় কাণ্ডের ঘটনা। বলেছেন, ‘যেটা করেছি, তা ভুল ছিল। দুইশোবার ভুল স্বীকার করেছি। যখন যেখানে যে মঞ্চে সুযোগ পেয়েছি, ক্ষমা চেয়েছি। আমরা সবাই ভুল করি। আমিও করেছিলাম। ও আমার জাতীয় দলের সতীর্থ ছিল। একসঙ্গে খেলেছি প্রচুর ম্যাচ। ওই ম্যাচে প্রতিপক্ষ হলেও এই রকম ব্যবহার উচিত হয়নি। শ্রীসান্তের একটাই ভুল ছিল, আমাকে উত্তেজিত করেছিল।’

বাবার অপমান নিয়ে এখনও হরভজন সিংকে ক্ষমা করতে পারেনি শান্তাকুমারণ শ্রীসান্তের মেয়ে সানভিকা।

ইস্টবেঙ্গলের অনুশীলনে দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস।

ট্রফির লক্ষ্যেই ডুরান্ডে কিবুর ডায়মন্ড হারবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ জুলাই : তাঁর দল এখনও কোনও ম্যাচ খেলেনি। ফলে ডুরান্ড কাপ অভিযান শুরুর আগে ম্যাচ টাইম নিয়ে চিন্তায় ডায়মন্ড হারবার এফসি-র কোচ কিবু ভিকুনা।

এদিন ক্লাবের তরফে কোচ ছাড়াও তিন ভারতীয় ফুটবলার নরহরি শ্রেষ্ঠা, গিরিক খোসলা, জবি জাস্টিন এবং সদ্য যোগ দেওয়া স্প্যানিশ ডিফেন্ডার মিকেল কোর্টাজারের সঙ্গে সংবাদমাধ্যমের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল। শুধু কোচই নয়, ফুটবলাররাও একযোগে জানালেন, যদিও এটা তাঁদের ডুরান্ডে প্রথম বছর তবু শুধু অভিজ্ঞতা অর্জন নয় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্যেই মাঠে নামবেন তাঁরা। তবে মাসখানেক অনুশীলন হলেও একটাও ৯০ মিনিট ম্যাচ না খেলা ভাবাচ্ছে কিবুকে। একমাত্র মিকেল ছাড়া প্রত্যেকেরই ডুরান্ডে খেলার অভিজ্ঞতা আছে। মোহনবাগান সুপার জায়েন্টকে নিয়ে ফাইনালে গোকুলাম কেরালা এফসি-র বিপক্ষে হারের আফসোস এখনও যায়নি কিবুর। তাই বলেছেন, ‘আমাদের গ্রুপটা খুবই কঠিন। মোহনবাগান-মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব বড় দল। তার মধ্যে মোহনবাগান তো দেশের এক নম্বর ক্লাব এখন। তবু আমরা কিন্তু শুধুই অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য মাঠে নামব না। চ্যাম্পিয়ন হওয়াই আমাদের লক্ষ্য থাকবে। আমাকে শুধুমাত্র ভাবাচ্ছে দলের একটাও ৯০ মিনিটের ম্যাচ না খেলা। সেখানে প্রথম ম্যাচের প্রতিপক্ষ মহমেডান ইতিমধ্যেই অন্তত চার-পাঁচটা ম্যাচ খেলে ফেলেছে।’ ঘটনা হল, ডায়মন্ড হারবার লিগে তাদের জুনিয়ার দল খেলাচ্ছে। সেখানে মহমেডানের একই দল খেলবে ডুরান্ডেও। মঙ্গলবারই লিগের ম্যাচে এই দুই দল মুখোমুখি। তাই কিবু প্রতিপক্ষকে মেপে নিতে যাচ্ছেন নৈহাটিতে।

আই লিগ ২ চ্যাম্পিয়ন হলেও ডুরান্ড কাপের মতো সর্বভারতীয় টুর্নামেন্ট এখনও খেলেনি ডায়মন্ড হারবার। তাই জবির মতো ফুটবলারের কাছে চ্যালেঞ্জ আবার নিজের জাত চেনানোর। তিনি বললেন, ‘চোট পাওয়ার পর খুব খারাপ সময় কাটিয়েছি। কিন্তু এই ডায়মন্ড হারবার আমাকে সুযোগ দিয়েছে মূলস্রোতে ফিরে আসার। এবার এই ডুরান্ডের মঞ্চকে ব্যবহার করে ফের নিজেকে নতুন করে চেনাতে চাই।’ নরহরি-গিরিক আবার বলেছেন, ‘আমাদের আসল লক্ষ্য হল ডুরান্ড চ্যাম্পিয়ন হওয়া। সুযোগ যখন এসেছে তখন নিজেদের মেলে ধরতে আমরা বদ্ধপরিকর।’ জোসেবা বেইতিয়ার বন্ধু মিকেল এর আগে স্পেনের বাইরে কোথাও খেলেননি। এবার নতুন দেশে এসে নিজেকে চেনাতে চান। বড়সড়ো চেহারার এই ডিফেন্ডার জানিয়ে দেন, ‘ডিফেন্সে আমার আসল শক্তি হল হেডিং।’ এদিন দলের অন্যতম কর্ণধার আকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারিভাবে জানিয়ে দিলেন, তাঁরা লুকা মাজসেনের সঙ্গে চুক্তি করেছেন। ভিসা পেলে দুই-একদিনের মধ্যেই এসে পড়বেন তিনি। ফিট থাকলে শুরু থেকেই খেলবেন। তবে ব্রাইট এনুবাখারে কবে ভিসা পাবেন তা সম্ভবত ক্লাবকর্তাদের কাছেও পরিষ্কার নয়।

কোচ কিবু ভিকুনার সঙ্গে ডায়মন্ড হারবার এফসি-র জবি জাস্টিন, গিরিক খোসলা ও নরহরি শ্রেষ্ঠা।

ম্যাচের সেরা আশরাফুল মিয়াঁ। ছবি : শিবশংকর সূত্রধর

জিতল দিশা

কোচবিহার, ২১ জুলাই : জেলা ক্রীড়া সংস্থার অসীম ঘোষ ট্রফি প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে সোমবার দিশা ক্লাব অ্যান্ড ফুটবল অ্যাকাডেমি ২-১ গোলে চিলা রায় স্পোর্টস ফাউন্ডেশনকে হারিয়েছে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে দিশার আশারাফুল মিয়াঁ ও পদনব দাস। চিলা রায় স্পোর্টসের গোলটি দেবাঙ্কর বর্মনের। ম্যাচের সেরা আশরাফুল। তিনি নীলমণি হাজরা ও প্রতিমা হাজরা ট্রফি পেয়েছেন।

Notice Inviting e-tender
Vides NIET
No. WB/ APD/KMG/TTKGP/ET/04/2025-2026, Dated : 21/07/2025
Last Date and Time for Online Bid Submission is 31/07/2025 at 18.00 hours. For more information please visit :: www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Pradhan
Turturikhanda Gram Panchyat

হ্যাটট্রিক নুনেজের, লিভারপুলের পঞ্চবাণ

লন্ডন, ২১ জুলাই : ফ্রেন্ডলি ম্যাচে স্টোক সিটিকে ৫-০ গোলে হারাল লিভারপুল। হ্যাটট্রিক করলেন উরুগুয়ের তারকা ডারউইন নুনেজ।

নতুন মরশুম শুরুর আগে প্রস্তুতিতে কোনও খামতি রাখতে চাইছে না রেডস শিবির। রবিবার স্টোক সিটির বিরুদ্ধে একটি ক্লোজডোর ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলে আর্নে স্লটের দল। ২০ মিনিটের মধ্যে নুনেজের হ্যাটট্রিকে ৩-০ ফলে এগিয়ে যায় লিভারপুল। পরে অ্যানফিল্ডের ক্লাবটির হয়ে আরও দুইটি গোল করেন ফেডেরিকো চিয়েসা ও রিও গুমোহা। রেকর্ড ট্রান্সফার ফি দিয়ে লিভারপুলে আসা ফ্লোরিয়ান রিৎজকে এই ম্যাচে খেলান স্লট। তবে গোলরক্ষক অ্যালিসন বেকারকে বিশ্রাম দিয়েছিলেন তিনি।

হ্যাটট্রিকের পর মহম্মদ সালাহকে নিয়ে উল্লাস লিভারপুলের স্ট্রাইকার ডারউইন নুনেজের।

ক্লোজ ডোরে স্ট্র্যাটেজি তৈরি লাল-হলুদে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ জুলাই : ডুরান্ড কাপের প্রস্তুতিতে ক্লোজ ডোর ইস্টবেঙ্গলে।

মাত্র দিন দুয়েকই হল দল নিয়ে প্রস্তুতিতে নেমেছেন অস্কার ব্রুজোঁ। কিন্তু তার মধ্যেই সবার আড়ালে ডুরান্ড কাপের স্ট্র্যাটেজি ঠিক করতে নেমে পড়লেন তিনি। ডুরান্ডে প্রথম প্রতিপক্ষ বেঙ্গালুরুর সাউথ ইউনাইটেড এফসি যদিও প্রথমসারির দল নয় তবু সতর্ক অস্কার। কারণ অচেনা প্রতিপক্ষ অনেক সময়েই কাঁটা হয়ে দাঁড়ায়। পচা শামুকে যাতে পা না কাটে, তাই বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করছেন লাল-হলুদ কোচ। এবার যেহেতু আইএসএলের অনেক দলই আসছে না, তাই তাঁর দলের কাছে সুযোগ থাকছে ডুরান্ডে ভালো ফল করার। তাই মরশুমের শুরুতেই ট্রফি তুলে নিয়ে মনোবল বাড়িয়ে নিতে উদ্যোগী ইস্টবেঙ্গল। দলের অন্যতম বাঙালি মুখ সৌভিক চক্রবর্তীর সম্ভবত হালকা চোট রয়েছে। তিনি এদিনও ফিজিওর কাছেই সময় কাটালেন। বিদেশিদের মধ্যে মিগুয়েল ফিগুয়েরা, কেভিন সিবিলে ও সাউল ক্রেসপোও এদিন পূর্ণ উদ্যমে নেমে পড়লেন অনুশীলনে। আশা করা যায়, প্রথম ম্যাচে মহম্মদ রশিদ ও দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস তো বটেই, বাকিরাও হয়তো কিছু সময়ের জন্য হলেও মাঠে নামবেন। নতুনদের মধ্যে জয় গুপ্তাকে না পাওয়া গেলেও মার্তন্ড রায়না দলের সঙ্গে ইতিমধ্যেই মানিয়ে নিয়েছেন।

এদিন তাদের পাশের মাঠেই অনুশীলন করে সাউথ ইউনাইটেড। তারাও আক্রমণাত্মক ফুটবলই খেলবে বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়েছে। যা দেখে নিয়েছেন অস্কার নিজেও। নিশ্চিতভাবেই তিনি এসব মাথায় রেখেই দল সাজাবেন। তবে আগের মরশুমের মূল দলটা রেখে দিয়ে কিছু নতুন সংযোজন করা যে অস্কারকে বাড়তি সুবিধা দেবে তা বলাই বাহুল্য।

চ্যাম্পিয়ন কামাখ্যাগুড়ি

কামাখ্যাগুড়ি, ২১ জুলাই : আইএফএ-র সুপ্রিম কাপ অনূর্ধ্ব-১৪ রাজ্য স্কুল ফুটবলে সোমবার আলিপুরদুয়ার ইস্ট জোনে চ্যাম্পিয়ন হয় কামাখ্যাগুড়ি হাইস্কুল। ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৩-২ গোলে কামাখ্যাগুড়ি মিশন হাইস্কুলকে হারিয়েছে। কামাখ্যাগুড়ি মিশন হাইস্কুলে নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ ২-২ ছিল। কামাখ্যাগুড়ির হিমেশ বর্মন জোড়া গোল করে। মিশনের গোল দুইটি রবি সোরেন ও ফাইনালের সেরা আদিত্য মোদকের।

ছবি : পিকাই দেবনাথ

সুপ্রিম কাপে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর কামাখ্যাগুড়ি হাইস্কুল।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়িনী হলেন ফালাকাটা-এর এক বাসিন্দা

30.03.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 93B 53150 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "আমি ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারির কাছে কৃতজ্ঞ শুধুমাত্র এক কোটি টাকার বিশাল পরিমাণ বিজিত পুরস্কারের জন্য নয়, বরং ডিয়ার লটারির মাধ্যমে যে কোন সাধারণ মানুষ কোটিপতি হতে পারে এটা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য। আমি এই সুন্দর মুহূর্তটিকে সারাজীবনের জন্য লালন করবো এবং এর যথার্থ ব্যবহার করবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।
পশ্চিমবঙ্গ, ফালাকাটা - এর একজন বাসিন্দা ভারতী বর্মণ - কে
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ম্যাচের সেরার ট্রফি হাতে লালু সোরেন। ছবি : জসিমুদ্দিন আহম্মদ

জিতল গাপটোলি

মালদা, ২১ জুলাই : জেলা ক্রীড়া সংস্থার দ্বিতীয় ডিভিশন ফুটবল লিগে সোমবার বড় গাপটোলি লাখি সমিতি ক্লাব ৩-০ গোলে অর্জুনটোলা রিমিল ক্লাবকে হারিয়েছে। সঞ্জিত কর্মকার, গণেশ সোরেন ও ম্যাচের সেরা কিষান হেমব্রম গোল করেন।

অন্যদিকে, গাজোল হাতিমারি ও হবিবপুর শান্তি সংঘের ম্যাচ গোলশূন্য ড্র হয়েছে। ম্যাচের সেরা হাতিমারির লালু সোরেন।

জয়ী ফ্রেন্ডস

রায়গঞ্জ, ২১ জুলাই : জেলা ক্রীড়া সংস্থার দেবকুমার দত্ত ট্রফি আন্তঃ ক্লাব ফুটবলে সোমবার ফ্রেন্ডস অফ দিশা ২-০ গোলে অ্যাকাডেমি অফ ফুটবলকে হারিয়েছে। রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে স্বপন মার্ডি ও ম্যাচের সেরা সুফল বেসরা গোল করেন। মঙ্গলবার খেলবে বীরনগর স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন ও রায়গঞ্জ অ্যাকর্ড।

ম্যাচের সেরা হওয়ার পর সুফল বেসরা। ছবি : রাহুল দেব

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিয়ে দীপঙ্কর ডাকুয়া।

ছবি : প্রতাপকুমার ঝা

জামালদহ-অগ্রদূতের ড্র

জামালদহ, ২১ জুলাই : জামালদহ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের প্রদীপকুমার ঘোষ, তপনকুমার মিত্র ও নগেন্দ্রনাথ সরকার ট্রফি ফুটবলে সোমবার আয়োজকদের বিরুদ্ধে শিকারপুর অগ্রদূত ক্লাবের ম্যাচ গোলশূন্য ড্র হয়েছে। ম্যাচের সেরা দীপঙ্কর ডাকুয়া। বুধবার খেলবে রানিরহাট প্লেয়ার্স ইউনিট ও মাঝিরবাড়ির পঞ্চানন স্মৃতি সংঘ।

জিতল নেতাজি

বালুরঘাট, ২১ জুলাই : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুবলচন্দ্র বিশ্বাস ও বিমলাসুন্দরী বিশ্বাস ট্রফি সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগে সোমবার নেতাজি স্পোর্টিং ক্লাব ১-০ গোলে গোরাঙ্গপুর ফুটবল দলকে হারিয়েছে। ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের মাঠে গোল করেন শুভ হাঁসদা।